বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড

চতুর্থ সংস্করণ

বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ

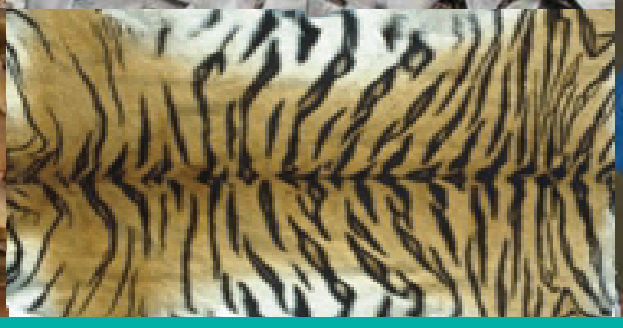

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বন অধিদপ্তর
Gift of United States Government
WCS

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড

চতুর্থ সংস্করণ

বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৯
দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০২০
তৃতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০২২
চতুর্থ সংস্করণ: মার্চ ২০২৩

প্রকাশক
বন অধিদপ্তর; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এবং
ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ

গ্রন্থসত্ত্ব
© ২০২২ বন অধিদপ্তর এবং ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ

শিক্ষামূলক বা বাণিজ্য বহির্ভূত উদ্দেশ্যে এই সনাক্তকরণ গাইডটি পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে। বিক্রয় বা কোনো প্রকার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এর পুনর্মুদ্রণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

রচনা ও সম্পাদনা
মো: জাহাঙ্গীর আলম, নাদিম পারভেজ, মো: আরিফ হোসেন প্রধান, সামিউল মোহসেনিন, মো: আরাফাত রহমান খান, ব্রায়ান ডি স্মিথ

বঙ্গানুবাদ, চিত্রণ ও অলংকরণ
মো: আরাফাত রহমান খান, নাদিম পারভেজ, মো: আরিফ হোসেন প্রধান, জামিয়া রহমান খান তিসা, মো: জাহাঙ্গীর আলম, সামিউল মোহসেনিন

গ্রন্থসূত্র
ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ ২০২২। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড। বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এবং ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ। ১২৬ পৃষ্ঠা।

ISBN: 978-984-34-9407-8

প্রচ্ছদ ছবি
বাম থেকে ডানে-(উপরে): মনিরুল খান, নাদিম পারভেজ, মো: জাহাঙ্গীর আলম, ডাব্লিউসিএস বাংলাদেশ
বাম থেকে ডানে-(নিচে): মনিরুল খান, ডাব্লিউসিএস বাংলাদেশ, ইমাম আবেদ হাদী, ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া, মো: জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণ
কিউ মাস্টার

প্রাপ্তিস্থান
ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ
বাড়ি - ২২, রোড - ০৩, ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৫
বাড়ি - ৩১২, রোড - ০৩, সোনাডাঙ্গা আ/এ ২য় পর্যায়, খুলনা - ৯০০০
+৮৮ ০১৬১২-২২৮৮০০
www.wcs.org, bangladesh.wcs.org

ছবি কৃতজ্ঞতা

আলিফা বিনতে হক ৯৬; ইগবাল হাসান ৯৬; উইকিপিডিয়া ৭৫; উইবো জাতমিকো ৩৩; আনসার খান ৭; বাংলানিউজ ৮৪; চায়না ডেইলি ১১; ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন অ্যালায়েন্স ৭১; ইবে.কম ৭২; ডেইলি মেইল ৮৪; ড্যানিয়েল ফার্নান্দো ৯৯; ই. জন ৭৫; এমিল মাহবুব সন্ধি ৩; গিসেলা কাউফম্যান ১০০; গাই স্টিভেন্স ১০০; হাসান রহমান ৮০; কল্যাণ ভার্মা ৭৮; খওশাক ন্যাশনাল পার্ক ২৩; মোঃ আরিফ হোসেন প্রধান ১৫, ২৬, ৪২; মোঃ আরাফাত রহমান খান ৯, ১৯, ২২; মোঃ জায়েদুল ইসলাম ২১; মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ৮, ৯, ১১, ১২, ১৪, ২২, ৬৮; মিজানুর রহমান মিঠু ১৭; মনিরুল খান ৭, ২৮, ৩১, ৩৪, ৭৫; মাহমুদুল হাসান ৭০; নাদিম পারভেজ ৯, ১০; নেচারাল এক্সোটিক্স ৬৮; পল হিলটন ১০০; ফন হুই ৩৩; ফিনওয়াচস্ট্রেপস.কম ৭২; রিসার্চ ম্যান্নিকিনস ৮০; রুবাইয়াত মনসুর মোগলি ৫, ৪১; শীলেন্দ্র সিং ২৮; স্কট ট্রাগেজার ৩১; সাবিত হাসান ১০; সামিউল মোহসেনিন ৫, ১০, ১৬, ২৩; সেভ দ্যা ফ্রগস ৮৪; সায়েম ইউ. চৌধুরী ২১; শি এট এল.২০১৩: ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭; সুপ্রিয় চাকমা ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৮; থমাস পেশাক ১০০; ইউ এস এফ ডাব্লিউএস ৭৮; ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৭১, ৮১; ডাব্লিউসিএস ভিয়েতনাম ৬৭, ৬৯, ৭৮ ।

লক্ষ্যসমূহ

বন অধিদপ্তর আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে ।

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (ডাব্লিউসিএস) বিজ্ঞান, সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা এবং প্রকৃতি মূল্যায়নে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণী এবং বনাঞ্চল সংরক্ষণ করে। ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানা ভিত্তিক ডাব্লিউসিএস-এর গ্লোবাল কনজারভেশন প্রোগ্রাম-এর সক্ষমতা পরিধি বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশ ও সমস্ত মহাসাগর এবং নিউ ইয়র্ক সিটির পাঁচটি বন্যপ্রাণী পার্কে (যা প্রতি বছর প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ পরিদর্শন করে) বিস্তৃত রয়েছে ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ব্যুরো অফ ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক্স এন্ড ল' এনফোর্সমেন্ট এফেয়ার্স বা আইএনএল (INL) অপরাধ, অবৈধ ঔষধ এবং বিদেশি অস্থিতিশীলতা দমনের মাধ্যমে আমেরিকানদের সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে । আইএনএল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নাগরিক সুরক্ষা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ক সচিব মহোদয়কে প্রতিবেদন করে ।

বাণী

বাংলাদেশ বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল, যার কোন কোনটির অস্তিত্ব বিশ্বব্যাপী হুমকির সম্মুখীন। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবৈধ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অনেক বন্যপ্রাণীকে বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী বাণিজ্যের উপর ২০১৮ সালে ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (ডাব্লিউসিএস) কর্তৃক সম্পাদিত একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বন্যপ্রাণীর অবৈধ বাণিজ্য বর্তমান সময়ের জন্য একটি বিস্তৃত, গুরুতর ও ভয়াবহ সমস্যা। ফলে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক কনভেনশন- সাইটিস (CITES) দ্বারা সুরক্ষিত বহু বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির সম্মুখীন।

বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্ভূল ও সম্পূর্ণ তথ্য উপস্থাপন খুবই জরুরী, অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক তথ্যের অভাবে মামলার কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হতে পারে না। যেমন, উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ বা পণ্যের সঠিক সনাক্তকরণ, পরিমাণ ও বাজারদর, অপরাধ উদঘাটন, গ্রেফতার ও জব্দকরণের তথ্য, অপরাধ সংঘটনের সময় এবং স্থান ইত্যাদি তথ্যের গড়মিল মামলার মান ব্যাহত করে। বন্যপ্রাণী অপরাধ বা অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘটনায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রায়শই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তা হলো- বন্যপ্রাণী বা এদের দেহাংশ বা পণ্যের প্রজাতির সঠিক সনাক্তকরণ। অথচ বন্যপ্রাণী অপরাধের বিচারকার্যের সফল সম্পাদন ও কাঙ্খিত ফল লাভের জন্য প্রজাতি সনাক্তকরণ অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়।

বন অধিদপ্তর এবং বন্যপ্রাণীর অবৈধ বাণিজ্য দমনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের জন্য ***'বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড'*** (প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৯)-এর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ বাংলাদেশে সচরাচর বেচা-কেনা হতে দেখা যায় এমন সব বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ বা পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ সম্পর্কে জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিঃসন্দেহে একটি জরুরী সহায়ক গ্রন্থ। এছাড়া এটি বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, সেইসাথে সাইটিস (CITES)-এর তালিকাভুক্ত প্রজাতি সনাক্তকরণের মাধ্যমে এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ এই সহায়ক গ্রন্থটি অনুসরণ করবেন এবং উপকৃত হবেন বলে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

(মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী)
প্রধান বন সংরক্ষক
বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা

এই গাইডটি প্রস্তুত করতে সার্বিক সহযোগিতা এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য এবং বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (ডাব্লিউসিএস) বাংলাদেশ, জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক; জনাব মোল্যা রেজাউল করিম, পরিচালক, ফরেস্ট একাডেমি, চট্টগ্রাম; জনাব মোঃ জাহিদুল কবির, উপ প্রধান বন সংরক্ষক; জনাব মিহির কুমার দো, বন সংরক্ষক; এবং জনাব এ এস এম জহির উদ্দিন আকন, বন সংরক্ষক; জনাব মোঃ সফিউল আলম চৌধুরী, প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

আমরা ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া, PEW Environment Group, Guy Stevens, Marc Dando এবং Hai-Tao Shi et. al.-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের বিভিন্ন সহায়িকা বা পুস্তকের তথ্য বা চিত্র ব্যবহারে অনুমতি প্রদানের জন্য যা এই গাইডটির বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ছবি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য সকল আলোকচিত্রীর প্রতি আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ব্যুরো অফ ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক্স এন্ড ল' এনফোর্সমেন্ট এফেয়ার্স বা আইএনএল (INL) -এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং আঞ্চলিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধে সহযোগিতা করার জন্য।

আমরা আশা করছি '*বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড*' টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী ও এদের দেহাংশের অবৈধ বাণিজ্য বন্ধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি
বাংলাদেশ প্রোগ্রাম

যেভাবে গাইডটি ব্যবহার করবেন

অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বিশ্বব্যাপী বহু প্রজাতির বন্যপ্রাণী আজ বিলুপ্তিসহ হুমকির সম্মুখীন। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি স্থান এবং এই অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে এখানকার বিভিন্ন গোত্রের বন্যপ্রাণী বিশেষ করে বৈশ্বিকভাবে হুমকির সম্মুখীন প্রজাতিগুলো। তবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্তবর্তী এলাকায় এই অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য আপনিও সহযোগিতা করতে পারেন। এই প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইডটির উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত, আমদানিকৃত বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যকৃত বন্যপ্রাণী, তাদের দেহাংশ ও তৈরিকৃত পণ্য সহজে চিহ্নিত করতে আপনাকে সহযোগিতা করা।

বন্যপ্রাণী বা তাদের দেহাংশ চিহ্নিত করার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও আপনি এই গাইডটি ব্যবহার করতে পারবেন। বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর গোত্র যেমন- বিড়াল, হরিণ, কচ্ছপ, ও সাপ ইত্যাদি এবং বন্যপ্রাণীর দেহাংশ যেমন- চামড়া, শিং, ঠোঁট, ও পাখনা ইত্যাদি চিহ্নিত করতে পারলে এই গাইডটির সাহায্য নিয়ে খুব সহজেই আপনি বন্যপ্রাণীটির প্রজাতি সনাক্ত করতে পারবেন। এক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত গাইডটি ব্যবহারের ধাপসমূহ (পৃষ্ঠা নং ii দ্রষ্টব্য) সঠিকভাবে অনুসরণ করা। যখন আপনি কোনো বন্যপ্রাণী বা এর দেহাংশ বা পণ্য পাবেন, প্রথমে সূচিপত্র (পৃষ্ঠা নং iii দ্রষ্টব্য) অথবা চিত্রসম্বলিত সূচিপত্রে (পৃষ্ঠা নং iv ও v দ্রষ্টব্য) তে যাবেন এবং চিত্র বা প্রতীকের সাথে প্রাপ্ত নমুনাটি মিলিয়ে দেখবেন। এরপর নমুনা প্রতীকের পাশের রং বা পৃষ্ঠা নম্বর অনুসরণ করে প্রজাতিটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানুন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ বাঘের নমুনাটি দেওয়া হলো:

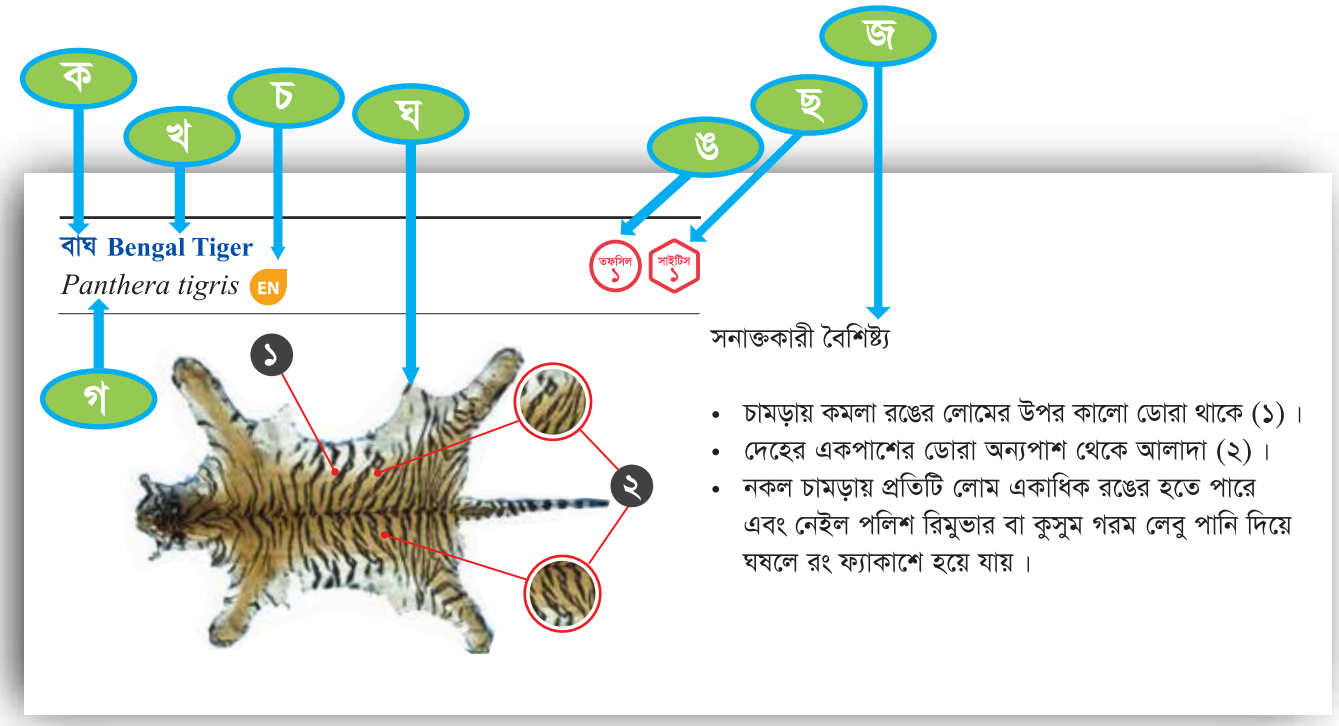

তালিকা

ক) বন্যপ্রাণী প্রজাতির প্রচলিত বাংলা নাম
খ) বন্যপ্রাণী প্রজাতির ইংরেজি নাম
গ) বন্যপ্রাণী প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম
ঘ) বন্যপ্রাণী প্রজাতির ছবি
ঙ) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এ প্রজাতিটির অবস্থান ("তফসিল ১" ও "তফসিল ২")
চ) আইইউসিএন রেড লিস্টে অবস্থান*
ছ) সাইটিস (CITES)-এ প্রজাতিটির অবস্থান (পরিশিষ্ট ১-এ তালিকাভুক্ত প্রজাতিসমূহের জন্য "সাইটিস ১", পরিশিষ্ট ২-এ তালিকাভুক্ত প্রজাতিসমূহের জন্য "সাইটিস ২")
জ) সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ

আইইউসিএন রেড লিস্টে অবস্থান নির্দেশক প্রতীকসমূহ*

CR মহাবিপন্ন EN বিপন্ন VU সংকটাপন্ন NT প্রায় সংকটাপন্ন LC সংকটাপন্ন নয় DD তথ্যের অভাব

গাইডটি ব্যবহারের ধাপসমূহ

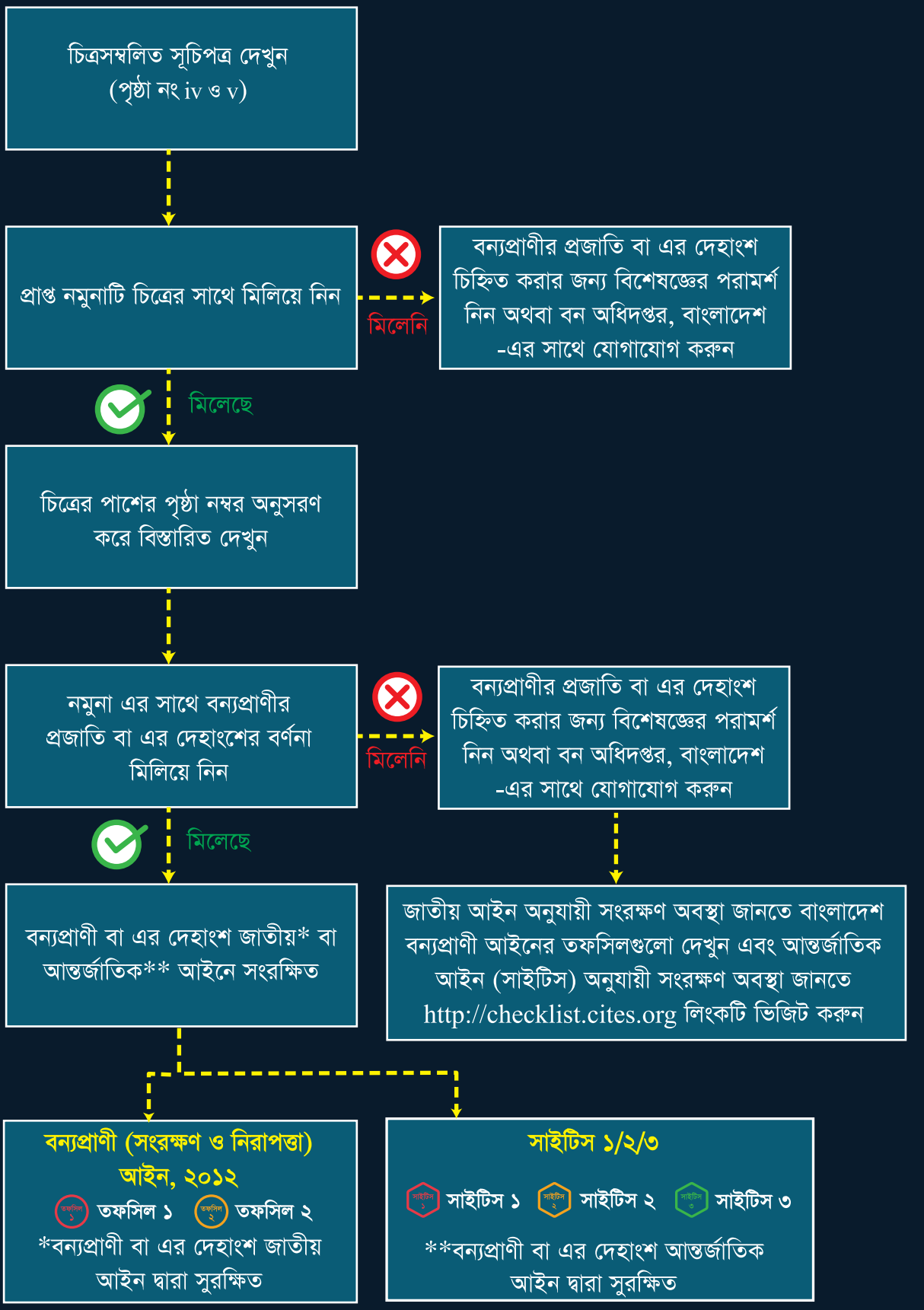

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
যেভাবে গাইডটি ব্যবহার করবেন	i
গাইডটি ব্যবহারের ধাপসমূহ	ii
চিত্রসম্বলিত সূচিপত্র	iv
গাইডটিতে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী প্রজাতিসমূহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে এদের সংরক্ষণ অবস্থান	vi
বন্যপ্রাণী আইনের তফসিল নির্দেশক প্রতীকসমূহ	vii
সাইটিস পরিশিষ্টসমূহ	vii
আইইউসিএন রেড লিস্টে অবস্থান নির্দেশক প্রতীকসমূহ	vii
১। বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত)	১
১.১ স্তন্যপায়ী	২
১.২ পাখি	১৩
১.৩ কচ্ছপ এবং কাছিম	২৫
১.৪ সাপ, টিকটিকি এবং ব্যাঙ	৩৯
১.৫ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ	৪৩
২। চামড়া ও লোম/পশম	৬৫
২.১ বিড়াল গোত্রীয় প্রাণী	৬৬
২.২ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী	৬৮
২.৩ সরীসৃপ প্রাণী	৭০
২.৪ শাপলাপাতা জাতের মাছ	৭২
৩। আঁইশ, নখর ও শিং	৭৪
৩.১ আঁইশ	৭৫
৩.২ দাঁত ও নখর	৭৬
৩.৩ হাতির দাঁত	৭৭
৩.৪ শিং	৭৯
৪। মাংস, পুংজননাঙ্গ ও পাখির ঠোঁট	৮২
৪.১ মাংস	৮৩
৪.২ পুংজননাঙ্গ	৮৫
৪.৩ পাখির ঠোঁট	৮৬
৫। হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছের পাখনা	৮৭
৫.১ হাঙ্গরের পাখনা	৮৯
৫.২ শাপলাপাতা জাতের মাছের পাখনা	৯৬
৬। হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছের বাণিজ্যকৃত অন্যান্য পণ্য	৯৭
৬.১ ফুলকাপ্লেট	৯৯
৭। অন্যান্য সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী	১০২
৮। নমুনা সংগ্রহ	১০৪
৮.১ নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ	১০৫
৮.২ দ্রুত নমুনা সংগ্রহের নির্দেশিকা	১০৬
৯। তথ্যসূত্র	১০৭

চিত্রসম্বলিত সূচিপত্র

অধ্যায়	সাংকেতিক ছবি	শ্রেণি	পৃষ্ঠা
১		বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত)	১-৬৪
১.১		স্তন্যপায়ী	২-১২
১.২		পাখি	১৩-২৪
১.৩		কচ্ছপ এবং কাছিম	২৫-৩৮
১.৪		সাপ, টিকটিকি এবং ব্যাঙ	৩৯-৪২
১.৫		হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ	৪৩-৬৪
২		চামড়া ও লোম/পশম	৬৫-৭৩
৩		আঁইশ, নখর ও শিং	৭৪-৮১

চিত্রসম্বলিত সূচিপত্র

অধ্যায়	সাংকেতিক ছবি	শ্রেণি	পৃষ্ঠা
৪		মাংস, জননাঙ্গ ও পাখির ঠোঁট	৮২-৮৬
৫		হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছের পাখনা	৮৭-৯৬
৬		হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছের বাণিজ্যকৃত অন্যান্য পণ্য	৯৭-১০১
৭		অন্যান্য সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী	১০২-১০৩
৮	√	নমুনা সংগ্রহ	১০৪-১০৬

সনাক্তকরণ গাইডে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে এদের সংরক্ষণ অবস্থান

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচলিত সর্বমোট ১৮৭টি বন্যপ্রাণী এবং ৭৩টি বন্যপ্রাণী দেহাংশের চিত্রসম্বলিত বর্ণনা এই গাইডটিতে তুলে ধরা হয়েছে (১নং টেবিল দ্রষ্টব্য)। এই প্রাণীগুলো হয় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর তফসিল ১ অথবা ২-এর অন্তর্ভুক্ত নতুবা সাইটিস-এর পরিশিষ্ট ১, ২ অথবা ৩-এর অন্তর্ভুক্ত কিংবা উভয় আইন দ্বারা সুরক্ষিত। এছাড়া এসকল বন্যপ্রাণীর অধিকাংশই আইইউসিএন রেড লিস্ট অনুযায়ী বিপদাপন্ন প্রাণীদের তালিকাভুক্ত।

টেবিল ১. গাইডটিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী এবং এদের দেহাংশের গোত্র অনুযায়ী সংখ্যা

বন্যপ্রাণী গোত্র	সম্পূর্ণ প্রাণী	দেহাংশ
স্তন্যপায়ী	২৯	৩০
পাখি	৩৬	৩
সরীসৃপ	৩৬	৭
উভচর	০২	১
মৎস্য	৭৮	৩২
অন্যান্য	০৬	০

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ দেশের বন্যপ্রাণীদের আইনগত সুরক্ষা প্রদান করে। এই আইনের তফসিল ১ ও ২-এ ১১৪টি স্তন্যপায়ী, ৬২২টি পাখি, ১৫৪টি সরীসৃপ, ২৯টি উভচর, ১০১টি মৎস্য (বেশিরভাগই হাঙ্গর এবং শাপলাপাতা) এবং ২৭৪টি অমেরুদণ্ডী প্রজাতির প্রাণী তালিকাভুক্ত রয়েছে যেগুলো আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে বিবেচিত (২নং টেবিল দ্রষ্টব্য)।

টেবিল ২. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এ অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের প্রজাতি সংখ্যা

গোত্র	তফসিল-১ (প্রজাতি সংখ্যা)	তফসিল-২ (প্রজাতি সংখ্যা)	সর্বমোট
স্তন্যপায়ী	১১১	৩	১১৪
পাখি	৫৭৮	৪৪	৬২২
সরীসৃপ	৯৬	৫৮	১৫৪
উভচর	১৪	১৫	২৯
মৎস্য	৪৯	৫২	১০১
অমেরুদণ্ডী	০	২৭৪	২৭৪
সর্বমোট	৮৪৮	৪৪৬	১২৯৪

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটির কারিগরি সহযোগিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাপী বিপন্ন প্রজাতির হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর তফসিল ১ ও ২-এ অন্তর্ভুক্ত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছের তালিকা হালনাগাদ করেছে।

বন্যপ্রাণী আইনের তফসিল নির্দেশক প্রতীকসমূহ

তফসিল ১ তফসিল ২

সাইটিস (CITES) পরিশিষ্টসমূহ

বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক কনভেনশন- সাইটিস (CITES) একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যাতে স্বাক্ষরকারী ১৮৪টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র এই চুক্তির সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে এবং জাতীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়ন করতে আইনগতভাবে বাধ্য। প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা চাহিদা মোতাবেক প্রজাতিগুলোকে সাইটিস চুক্তির তিনটি পরিশিষ্টে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং প্রতি দুই বছর পরপর সদস্য দেশগুলোর সম্মেলনে আলোচনার ভিত্তিতে পরিশিষ্টগুলোকে হালনাগাদ করা হয়।

সাইটিস ১ সাইটিস ২ সাইটিস ৩

আইইউসিএন রেড লিস্টে অবস্থান নির্দেশক প্রতীকসমূহ

আইইউসিএন রেড লিস্ট বন্যপ্রাণী প্রজাতিগুলোর বিলুপ্তির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে:

CR মহাবিপন্ন (Critically Endangered): প্রজাতিটি বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

EN বিপন্ন (Endangered): প্রজাতিটি বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চরম এবং সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

VU সংকটাপন্ন (Vulnerable): প্রজাতিটি বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

NT প্রায় সংকটাপন্ন (Near Threatened): প্রজাতিটি নিকট ভবিষ্যতে বিপদাপন্ন তালিকাভুক্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

LC সংকটাপন্ন নয় (Least Concern): প্রকৃতিতে এদের অবস্থান বিস্তৃত এবং যথেষ্ট পরিমাণে দেখা মেলে।

DD তথ্যের অভাব (Data Deficient): প্রকৃতিতে এদের সংখ্যা ও বিন্যাস এর অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ধরনের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১. বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত)

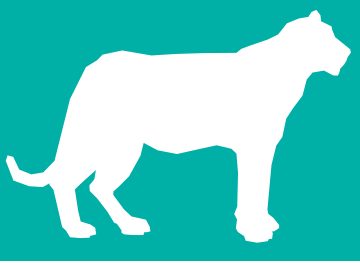

১.১ স্তন্যপায়ী

"অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড", গ্রন্থস্বত্ব: ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি ইন্ডিয়া, এর অনুমতিক্রমে উপযোজিত/সংকলিত

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

বাঘ Bengal Tiger

Panthera tigris EN

তফসিল ১ সাইটিস ১

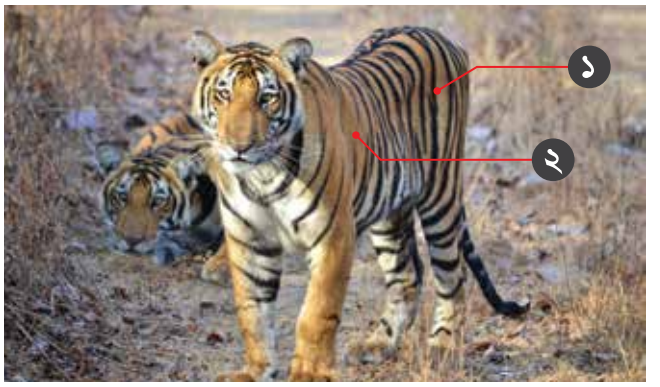

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- বাঘ বন্য বিড়ালদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ।
- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২৮০ সে.মি. ও লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১০০ সে.মি. ।
- দেহ মজবুত ও সামনের থাবা অত্যন্ত শক্তিশালী ।
- দেহের প্রায় সবটুকু কালো ডোরাকাটা (১) এবং সোনালি বা কমলা (২) আবরণে আবৃত ।
- দেহের তলদেশ সাদা ও কালো ডোরাকাটা ।

লাম চিতা Clouded Leopard

Neofelis nebulosa VU

তফসিল ১ সাইটিস ১

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৮৫ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭২ সে.মি. ।
- দেহ হালকা বাদামি থেকে কমলা এবং এলোমেলোভাবে ছড়ানো কালো কিনারাযুক্ত বড় বড় কালচে ছোপযুক্ত যা মেঘের মতো দেখায় (১) ।

চিতা বিড়াল Leopard Cat

Prionailurus bengalensis LC

তফসিল ১ সাইটিস ১

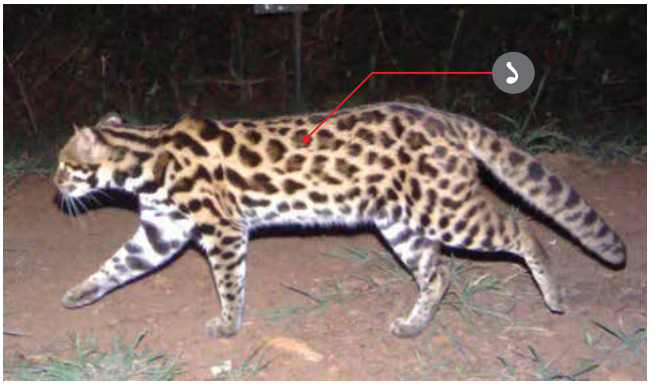

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৬০ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২৫ সে.মি. ।
- অন্যান্য ছোট আকৃতির বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের তুলনায় পাগুলো লম্বা ।
- সমস্ত দেহ জুড়ে বাদামি-ধূসর আবরণের উপর চিতাবাঘের মতো কালো কালো ছোপ (১) দেখা যায় ।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

চিতা বাঘ Leopard

Panthera pardus VU

তফসিল ১ সাইটিস ১

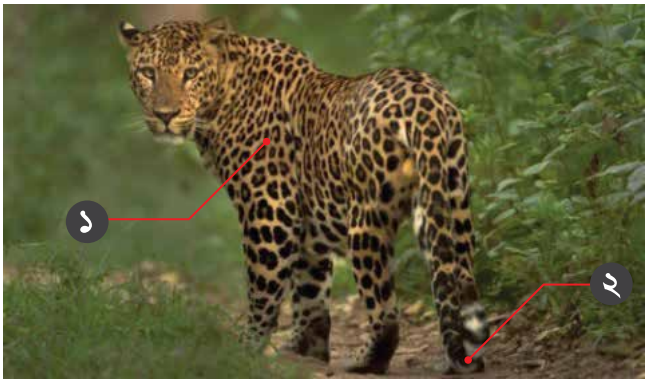

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২০০ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৯০ সে.মি.।
- হালকা হলুদ দেহাবরণের উপর বাদামি কেন্দ্রযুক্ত গোলাকার কালো ছোপ/নকশা থাকে (১)।
- পেট ও পায়ের ভিতরের অংশ সাদা।
- লেজের মাথা কালো (২)।

মার্বেল বিড়াল Marbled Cat

Pardofelis marmorata NT

তফসিল ১ সাইটিস ১

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫২ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৪৫ সে.মি.।
- দেহের রং দেখতে লাম চিতার মতন কিন্তু এদের দেহাবরণে এলোমেলোভাবে ছড়ানো ছোপ/নকশা থাকে যা মার্বেলের মতো দেখায় (১)।

মেছো বিড়াল Fishing Cat

Prionailurus viverrinus VU

তফসিল ১ সাইটিস ১

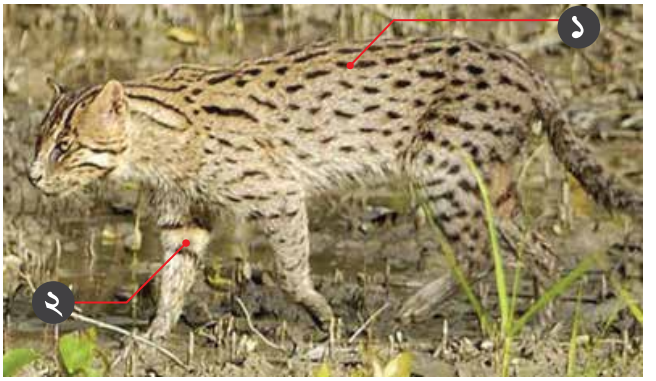

© এমিল মাহবুব সন্ধি

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়ার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৮৬ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩২ সে.মি.।
- দেহে সারি সারি কালো ছোপ দেখা যায় (১)।
- মাঝারি আকারের এই বন্য বিড়ালের শরীর বেশ মোটাসোটা এবং পা অপেক্ষাকৃত খাটো (২)।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

সোনালি বিড়াল Asian Golden Cat

Catopuma temminckii NT

তফসিল ১ | সাইটিস ১

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৮৪ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫০ সে.মি.।
- মাথায় সাদাকালো চিকন ডোরা থাকে।
- দেহ লালচে বা সোনালি লোমে আবৃত (১) এবং দেহের পিছন দিকে মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত কালচে দাগ থাকে।

বন বিড়াল Jungle Cat

Felis chaus LC

তফসিল ১ | সাইটিস ২

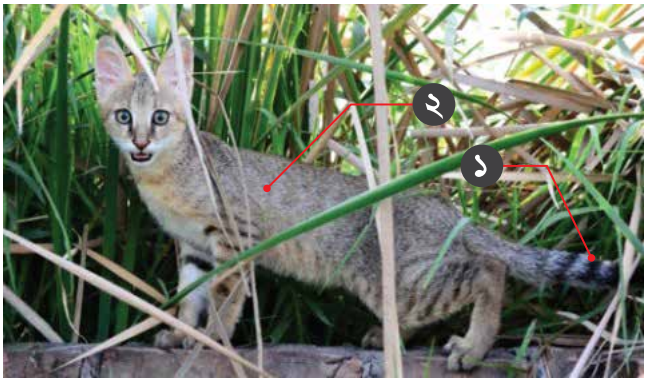

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭২ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২৫ সে.মি.।
- দেহ ধূসর থেকে হলুদাভ লোমে আবৃত এবং পায়ের দিকে ডোরাকাটা কালো দাগ থাকে। লেজের প্রান্তে কালো রিং/বৃত্ত থাকে (১)।
- দেহে কোনো ডোরাকাটা দাগ বা ফোঁটা নেই (২)।

চেপ্টালেজী ভোঁদর Smooth Coated Otter

Lutrogale perspicillata VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৫৬-৬৫ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য ৩৭-৪৩ সে.মি.।
- মাথা গোলাকার (১), নাকে লোম থাকে না এবং লেজ চ্যাপ্টা (২) যা অন্যান্য ভোঁদর থেকে এদের আলাদা করেছে।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

ছোটনখী ভোঁদর Short-clawed Otter

Aonyx cinereus VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

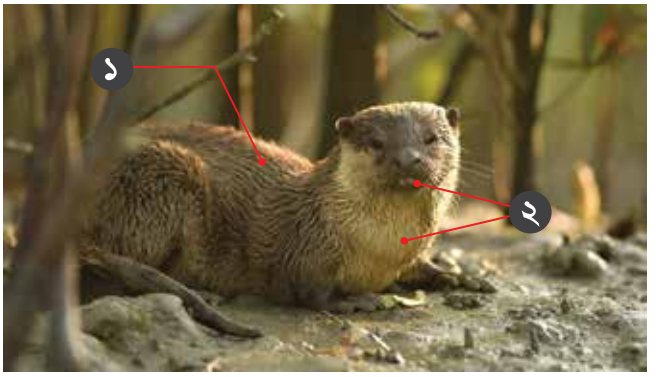

© রুবাইয়াত মনসুর মোগলি

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৪১ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২৯ সে.মি.।
- দেহ গাঢ় বাদামি (১) লোমে আবৃত এবং পেটের দিক ক্রীম/মাখনের মতো।
- ঠোঁট এবং গলার রং সাদা (২)।
- পা খাটো ও পায়ের পাতা সংযুক্ত।

ছোট বেজি Small Indian Mongoose

Herpestes javanicus LC

তফসিল ১ | সাইটিস ৩

© সামিউল মোহসেনিন

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৬৭ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সমগ্র দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় ৪০ শতাংশ।
- দেহ বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি (১) লোমে আবৃত।
- পায়ের আঙ্গুল পাঁচটি এবং নখ লম্বা।

পাতি বেজি Common Mongoose

Herpestes edwardsii LC

তফসিল ১ | সাইটিস ৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৪০ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩৯ সে.মি.।
- দেহ কমলা-ধূসর (১) বা হলুদাভ-ধূসর লোমে আবৃত এবং পায়ের দিক গাঢ় বাদামি।
- লেজ ঘন লোমে আবৃত এবং লেজের আগা হলুদাভ (২)।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

বড় বাগডাশ Large Indian Civet

Viverra zibetha LC

তফসিল ১ | সাইটিস ৩

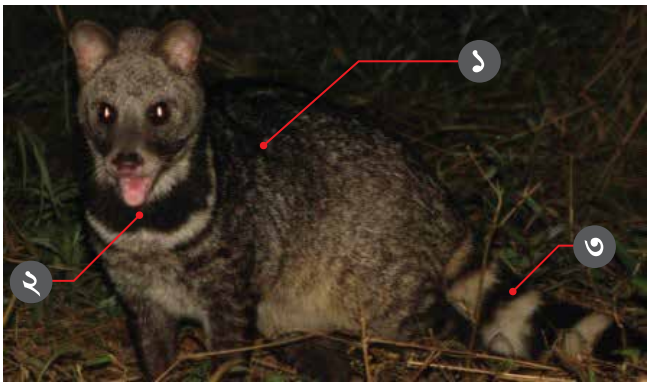

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৮৩ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩৩ সে.মি. ।
- দেহ কালো কালো ফোঁটাযুক্ত ধূসরাভ (১) লোমে আবৃত ।
- মেরুদণ্ড বরাবর কাঁধ থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত একটি কালচে ডোরা থাকে ।
- কানের পিছন থেকে ঘাড় পর্যন্ত তিনটি কালো ডোরা থাকে (২) যার মধ্যবর্তী স্থান সাদা ।
- লেজে ছয়টি কালো রিং/বৃত্ত থাকে (৩), বৃত্তগুলো পিঠের দিকে মোটা হয় । লেজের মাথা কালো ।

ছোট বাগডাশ Small Indian Civet

Viverricula indica LC

তফসিল ১ | সাইটিস ৩

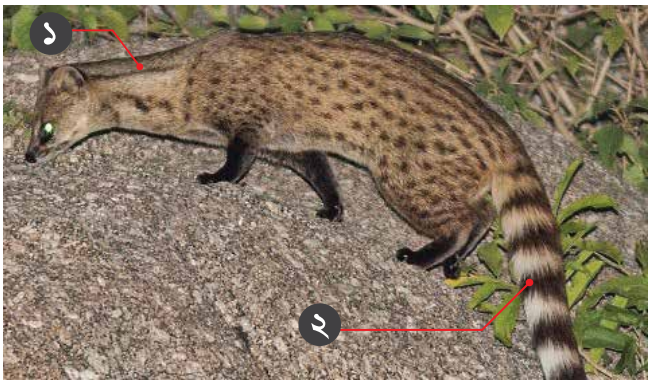

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৫ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩৫ সে.মি. ।
- দেহ বাদামি, হলুদ বা কমলাটে লোমে আবৃত এবং ঘাড়ে সাদাকালো রেখা থাকে (১) ।
- দেহাবরণে ছোট ছোট ফোঁটা থাকে যা দেহের পিছন দিকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছয় থেকে আটটি কালো ডোরাকাটা দাগের সাথে মিলে যায় ।
- লেজে সাদাকালো রিং/বৃত্ত থাকে (২) ।

মুখোশধারী গন্ধগোকুল Masked Palm Civet

Paguma larvata LC

তফসিল ১ | সাইটিস ৩

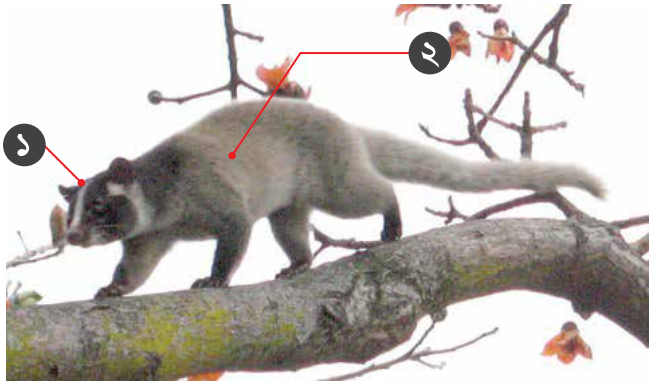

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৬০ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৭ সে.মি. ।
- মাথার উপর মাঝ বরাবর নাক পর্যন্ত একটি সাদা ডোরা থাকে (১) ।
- আকারে ছোট; ধূসর লোমের উপর কমলা, হালকা হলুদ বা হলুদাভ-লাল ছটা/ছায়া দেখা যায় ।
- লেজ কিংবা দেহের কোথাও ডোরাকাটা দাগ, ছোপ বা ফোঁটা নেই (২) ।
- লেজে কোনো রিং/বৃত্ত থাকে না ।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

পাতি বাগডাশ Common Palm Civet

Paradoxurus hermaphroditus LC

তফসিল ১ | সাইটিস ৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৫ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৩ সে.মি. ।
- চোখ আকারে বড় ও কালো এবং কানগুলো বড় ও চোখা ।
- পিঠের দিকে কালো ডোরা থাকে (১) এবং দেহের দুপাশে ও পায়ে সুস্পষ্ট কালো ফোঁটার তিনটি সারি বিদ্যমান ।
- লেজে কালো রিং/বৃত্ত থাকে না (২) ।

চায়না বনরুই Chinese Pangolin

Manis pentadactyla CR

তফসিল ১ | সাইটিস ১

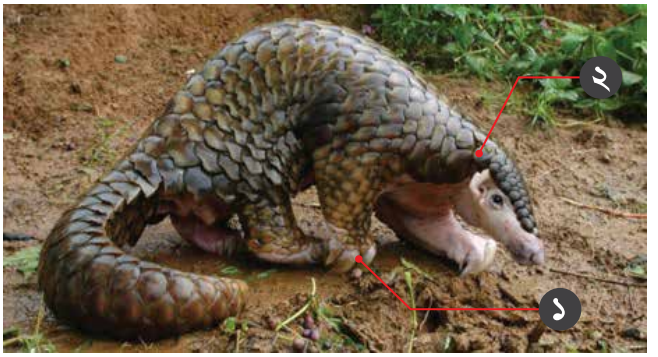

© মনিরুল খান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য ৪৫-৬০ সে.মি. ।
- পিছনের পায়ের তুলনায় সামনের পায়ের নখগুলো বেশি লম্বা (১) ।
- কানের পিছন থেকে আঁইশের আকার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে (২) ।
- ২৫-৪০ সে.মি. লম্বা লেজটি আঁকড়ে ধরার জন্য অভিযোজিত । লেজের কিনারা বরাবর ১৬-১৯টি আঁইশ থাকে ।

ইন্ডিয়ান বনরুই Indian Pangolin

Manis crassicaudata EN

তফসিল ১ | সাইটিস ১

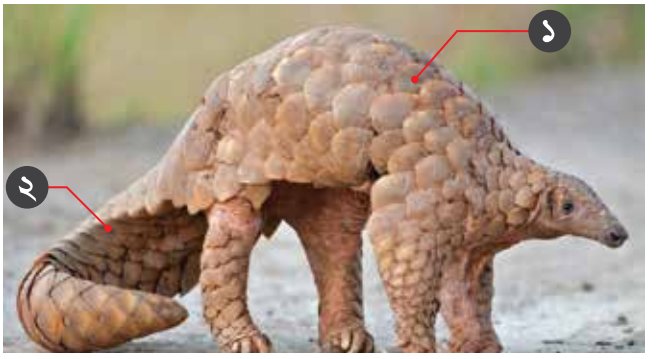

© আনসার খান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য ৬০-৬৫ সে.মি. ।
- পিছনের পায়ের তুলনায় সামনের পায়ের নখগুলো অনেক বেশি লম্বা ।
- মোটা লেজ বিশিষ্ট সবচেয়ে বড় বনরুই এবং এশিয়ার অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এদের আঁইশ অনেক বড় (১) ।
- ৪০-৫০ সে.মি. লম্বা লেজটি আঁকড়ে ধরার জন্য অভিযোজিত (২) । লেজের কিনারা বরাবর ১৪-১৫টি আঁইশ থাকে ।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

চিত্রা হরিণ Spotted Deer

Axis axis LC

তফসিল ২

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য ৯০-১৪০ সে.মি. ।
- লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০-২৫ সে.মি. ।
- দেহ সাদা ছোপ যুক্ত এবং উজ্জ্বল লালচে-সোনালি লোমে আবৃত (১) ।

কালো ভালুক Asiatic Black Bear

Ursus thibetanus VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

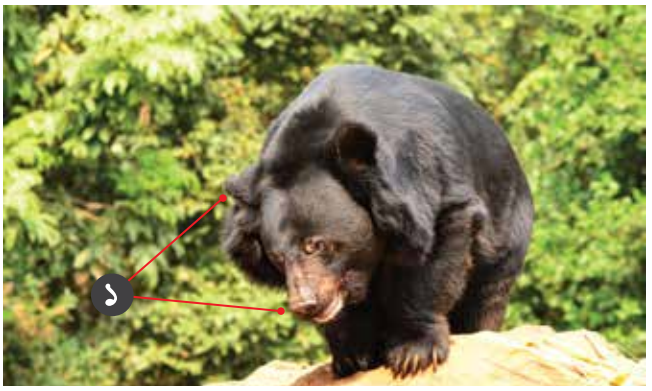

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য ১২০-১৯০ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য ১১ সে.মি. পর্যন্ত হয় ।
- বুকে স্বতন্ত্র 'V' আকৃতির সাদা মোটা ছোপ দেখা যায় ।
- মাঝারি আকৃতির এই ভালুকদের নাক-মুখ এবং কানের অংশ মাথার বাকি অংশের তুলনায় বেশ বড় (১) ।

হাতি Asian Elephant

Elephas maximus EN

তফসিল ১ | সাইটিস ১

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ (শুঁড় সহ) দেহের দৈর্ঘ্য ৪৫০ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য ১২৫ সে.মি. ।
- প্রাকৃতিকভাবে এদের দেহ ধূসর-কালো চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে ।
- চামড়ায় ঢেউ খেলানো ভাঁজ থাকে যা শুঁড় এবং কপালে অধিক পরিমাণে দেখা যায় (১) ।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

উল্লুক Hoolock Gibbon
Hoolock hoolock EN

তফসিল ১ সাইটিস ১

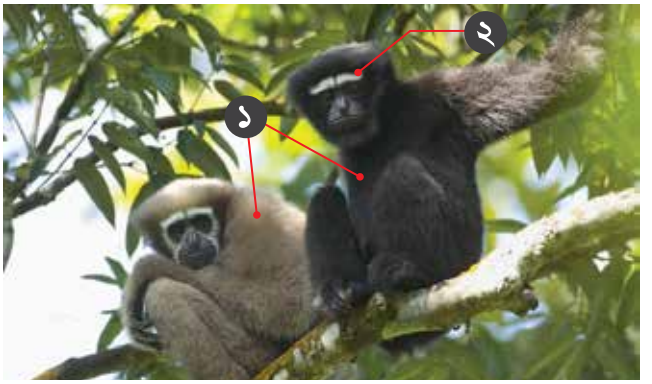

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- লেজবিহীন এই উল্লুকের মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৫ সে.মি. ।
- পুরুষ উল্লুকের দেহ সম্পূর্ণ কালো (১) এবং স্ত্রী উল্লুকের দেহ হালকা বাদামি (১) ।
- চোখের ভ্রূ সাদা (২) ।
- পায়ের তুলনায় হাত লম্বা ।

বড় হনুমান Common Langur
Semnopithecus entellus LC

তফসিল ১ সাইটিস ১

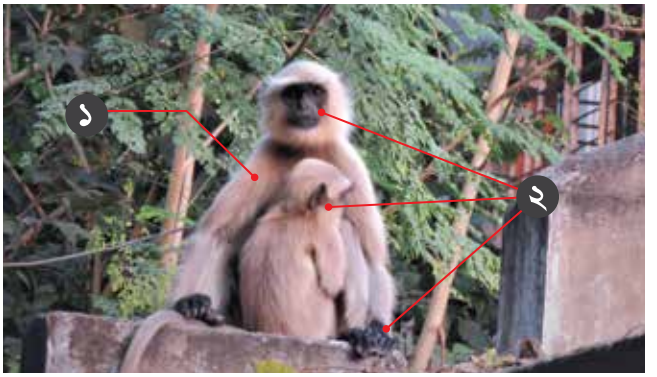

© মোঃ আরাফাত রহমান খান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৬৫ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৮৩ সে.মি. ।
- সারা দেহ বাদামি-ধূসর (১) লোমে আবৃত; পিঠের দিক লাল এবং পেট সাদা ।
- কান, মুখমণ্ডল, হাত এবং পা কালো হয় (২) ।
- মুখমণ্ডল সাদা লোমে পরিবেষ্টিত ।
- দেহের চেয়ে লেজ বড় হয় এবং লেজের মাথা সাদা ।

চশমাপড়া হনুমান Phayre's Leaf Langur
Trachypithecus phayrei EN

তফসিল ১ সাইটিস ২

© নাদিম পারভেজ

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৭ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭৩ সে.মি. ।
- দেহ গাঢ় ধূসর-নীল লোমে আবৃত (১), দেহের তুলনায় মাথা ও লেজ বেশি গাঢ় ।
- ঠোঁট এবং চোখের আশেপাশের অংশ সাদা (২) ।
- বাচ্চা হনুমানের বয়স ৩ মাস হওয়ার আগ পর্যন্ত দেহ হলুদাভ লোমে আবৃত থাকে ।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

মুখপোড়া হনুমান Capped Langur

Trachypithecus pileatus VU

তফসিল ১ সাইটিস ১

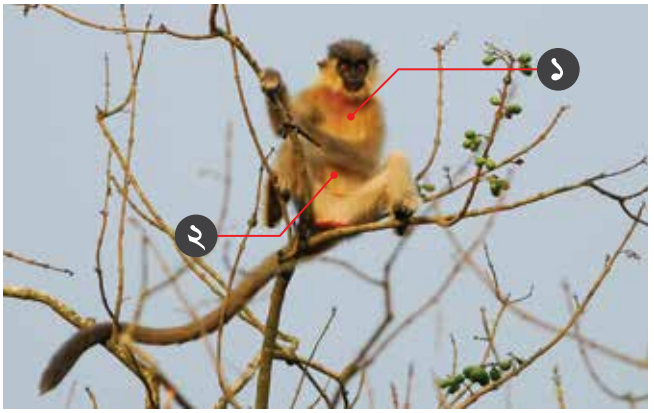

© সামিউল মোহসেনিন

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৩ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২৫ সে.মি.।
- এরা সুঠাম দেহের অধিকারী, লালচে-বাদামি লোমে আবৃত (১) এবং পশ্চাৎদেশ লালচে হয়।
- পেটের দিক সাদাটে ধূসর (২)।

লজ্জাবতী বানর Bengal Slow Loris

Nycticebus bengalensis EN

তফসিল ১ সাইটিস ১

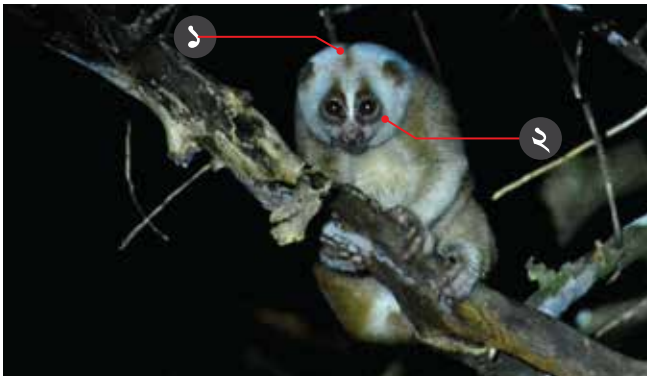

© সাবিত হাসান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩৪ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ০২ সে.মি.।
- মাথা, গলা ও পেটের অংশ সাদা। বাদামি-ধূসর পিঠের উপর মেরুদণ্ড বরাবর কালচে-বাদামি ডোরা থাকে (১)।
- চোখের চারপাশে কমলা-লাল আভা থাকে (২)।
- লেজ খুবই খাটো এবং প্রায় অকেজো।

উল্টোলেজী বানর Pig-tailed Macaque

Macaca leonina VU

তফসিল ১ সাইটিস ২

© নাদিম পারভেজ

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৩ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৯ সে.মি.।
- সারা দেহ জলপাই-বাদামি লোমে আবৃত এবং পেটের দিকের লোম সাদা।
- মাথার উপরের লোমগুলো কালচে বাদামি হওয়ায় খাঁজের মতো দেখায় (১)।
- এদের লেজটি খাটো যা দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় আকারে ছোট (২)।

১.১ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): স্তন্যপায়ী

খাটোলেজি বানর Stump-tailed Macaque

Macaca arctoides VU

তফসিল ১ সাইটিস ২

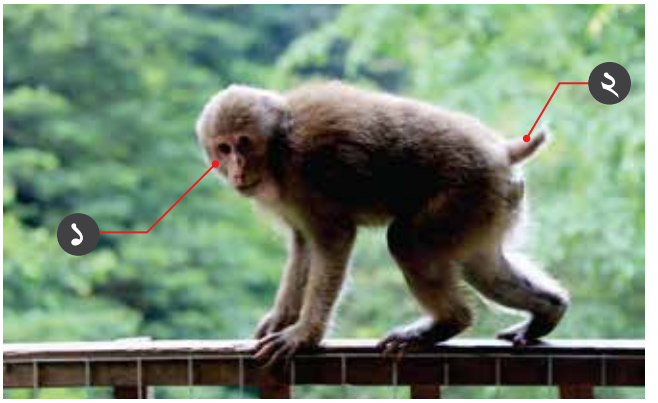

© চায়না ডেইলি

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৬৪ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২৩ সে.মি. ।
- দেহ গাঢ় বাদামি ও ঘন লোমে আবৃত ।
- মুখের চামড়া লাল এবং কোনো লোম নেই (১) ।
- কাছাকাছি গণের অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এদের লেজটি বেশ খাটো এবং কোনো লোম নেই (২) ।

রেসাস বানর Rhesus Macaque

Macaca mulatta LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

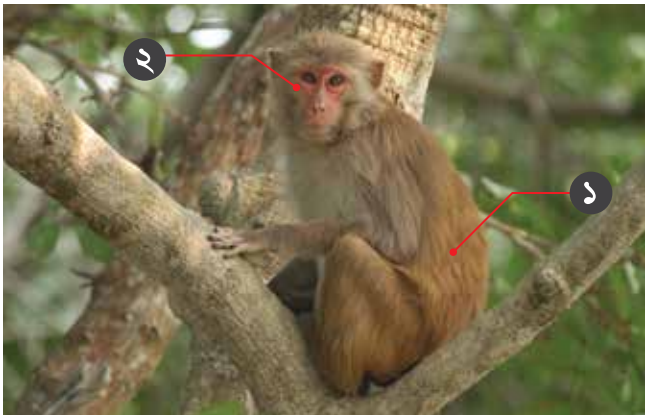

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- আকারে ছোট, মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৩ সে.মি. এবং লেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২৫ সে.মি. ।
- চামড়া লালচে বাদামি লোমে (১) আবৃত এবং পেটের দিকের লোম সাদা ।
- মাথার লোম আকারে ছোট ।
- প্রাপ্তবয়স্কদের মুখ (২)এবং পশ্চাৎদেশ লাল ।

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

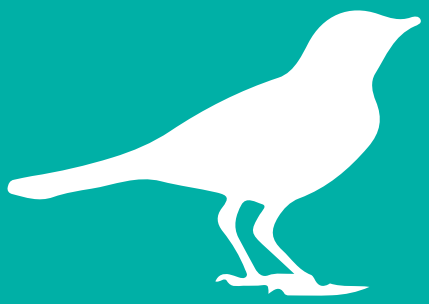

১.২ পাখি

"অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড", গ্রন্থস্বত্ব: ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি ইন্ডিয়া, এর অনুমতিক্রমে উপযোজিত/সংকলিত

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): পাখি

মদনা টিয়া Red-breasted Parakeet
Psittacula alexandri NT

তফসিল ১ সাইটিস ২

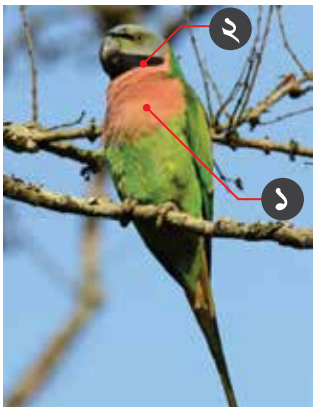

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য (ঠোঁটের আগা থেকে লেজের প্রান্ত পর্যন্ত) ৩৮ সে.মি. ।
- এদের গলার নিচের দিক এবং বুকের অংশ লালচে-গোলাপি (১) ।
- পেট এবং লেজের তলদেশ সবুজাভ ।
- থুতনি ও গালের অংশ কালো (২) ।

চন্দনা টিয়া Alexandrine Parakeet
Psittacula eupatria NT

তফসিল ১ সাইটিস ২

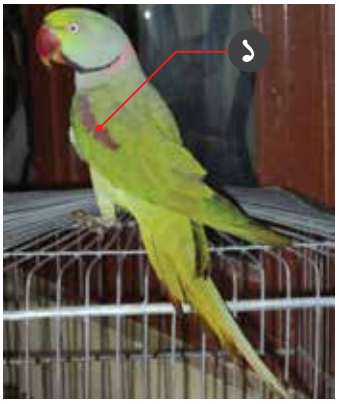

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৩ সে.মি. ।
- দেহ সবুজ পালকে আবৃত এবং গাল ও ঘাড়ে নীলচে-সবুজ আভা থাকে ।
- তলপেট হলুদাভ সবুজ ।
- পাখনার উপরিভাগে গোড়ার দিকে খয়েরি-লাল ছোপ থাকে (১) ।

ফুলমাথা টিয়া Blossom-headed Parakeet
Psittacula roseata NT

তফসিল ১ সাইটিস ২

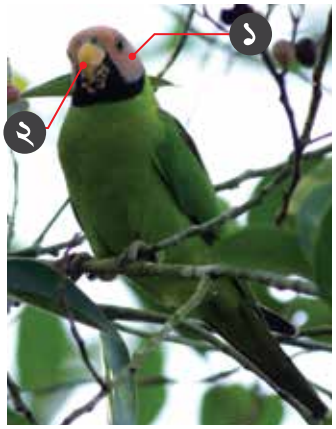

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ সে.মি. ।
- মাথা গোলাপি (১) ।
- ঘাড় কালো রঙের একটি সরু আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত ।
- লেজের শেষপ্রান্ত হলুদ ।
- উপরের ঠোঁট হলুদ (২) এবং নিচের ঠোঁট কালো ।

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): পাখি

লালমাথা টিয়া Plum-headed Parakeet

Psittacula cyanocephala LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

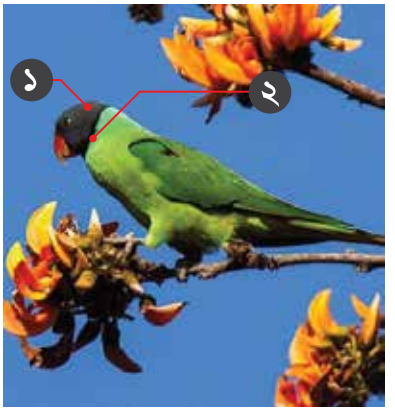

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ সে.মি. ।
- দেহের উপরিভাগ সবুজ পালকে আবৃত ।
- পুরুষ টিয়ার মাথার পালক বেগুনি-লাল এবং স্ত্রী টিয়ার মাথার পালক নীলচে-ধূসর (১) ।
- ঘাড়ে কালো রিং/বৃত্ত থাকে (২) ।

পাহাড়ি ময়না Hill Myna

Gracula religiosa LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

© মোঃ আরিফ হোসেন প্রধান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯ সে.মি. ।
- দেহ গাঢ় কালো পালকে আবৃত (১) ।
- চোখের পিছনে বাঁকনো কমলা-হলুদ রেখা থাকে (২) ।
- ঠোঁট লালচে-হলুদ এবং পাগুলো হলুদ ।

পাতি ময়না Bank Myna

Acridotheres ginginianus LC

তফসিল ১

© মোঃ আরিফ হোসেন প্রধান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩ সে.মি. ।
- দেহ ফ্যাকাশে নীলচে-ধূসর পালকে আবৃত এবং পাখনাগুলো কালো ।
- চোখের কিনারা গাঢ় কমলা (১) ।
- পাখনার কিছু অংশ এবং লেজের পালকের শেষপ্রান্ত হালকা গোলাপি ।
- হলুদ ঠোঁটটি খাটো এবং মজবুত (২) ।

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): পাখি

সবুজ ঘুঘু Emerald Dove

Chalcophaps indica LC

তফসিল ১

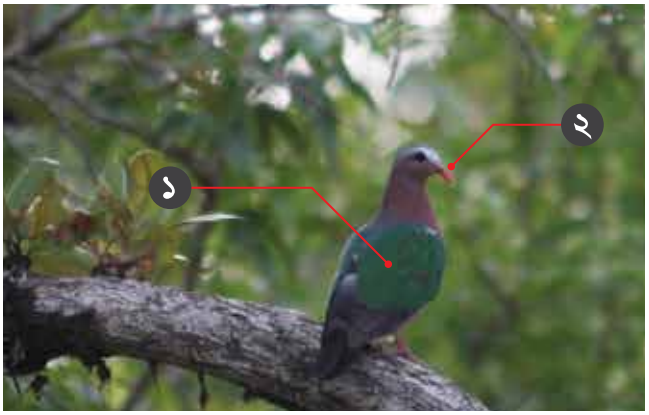

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭ সে.মি. ।
- মাঝারি আকারের এই ঘুঘুর দেহের উপরিভাগ এবং পাখনার পালক উজ্জ্বল সবুজ (১) ।
- মাথা এবং দেহের নিম্নভাগ গাঢ় গোলাপি যা পেটের দিকে কিছুটা ফ্যাকাশে ।
- ঠোঁট উজ্জ্বল লাল (২) এবং পাগুলো লালচে-বাদামি ।

ইউরেশিও কণ্ঠীঘুঘু Eurasian Collared Dove

Streptopelia decaocto LC

তফসিল ১

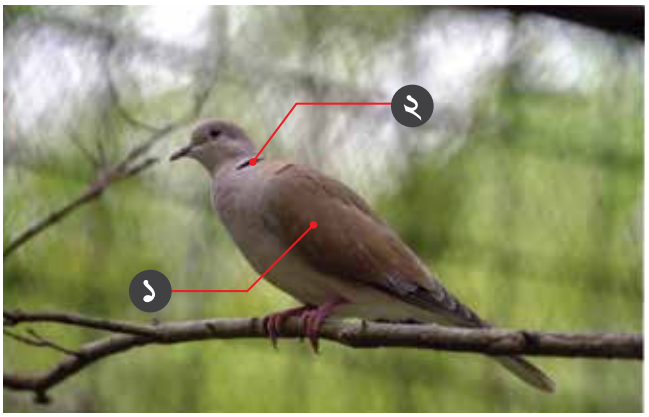

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২ সে.মি. ।
- আকারে বড় এই ঘুঘুদের মাথা ছোট এবং লম্বা লেজের কিনারা সাদা ।
- এদের পৃষ্ঠদেশ বালুর মতো বাদামি (১) ।
- এদের ঘাড়ে একটি স্পষ্ট কলার থাকে (২) ।

উদয়ী রাজঘুঘু Turtle Dove

Streptopelia orientalis LC

তফসিল ১

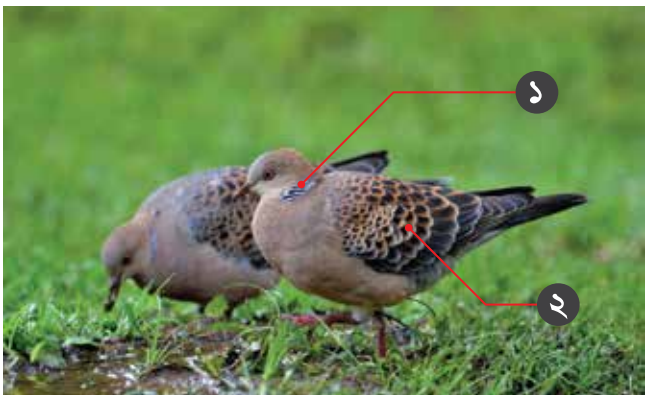

© সামিউল মোহসেনিন

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ সে.মি. ।
- সাধারণত অন্যান্য ঘুঘুদের থেকে আকারে ছোট এবং চোখের রং কমলা ।
- ঘাড়ের কিছু অংশে সাদাকালো ডোরাকাটা দাগ থাকে (১) ।
- পাখনায় হীরক আকৃতির কালো থেকে বাদামি নকশা থাকে (২) ।

সবুজ মুনিয়া Green Munia

Amandava formosa VU

সাইটস ২

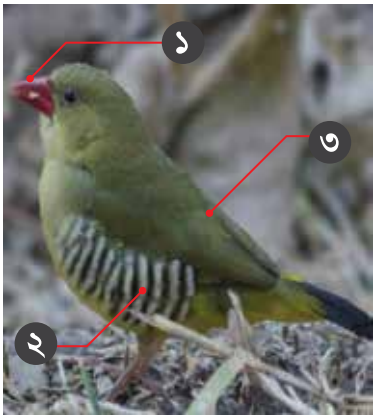

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ সে.মি. ।
- ঠোঁট লাল (১) এবং দেহের দুপাশের পালক দেখতে ডোরাকাটা দাগের মতো (২) ।
- প্রজননকালে পুরুষ মুনিয়ার দেহের পালক সবুজ এবং হলুদ হয় (৩) এবং স্ত্রী মুনিয়ার পালক থাকে অনুজ্জ্বল ।

ধলাকোমর মুনিয়া White-rumped Munia

Lonchura striata LC

তফসিল ১

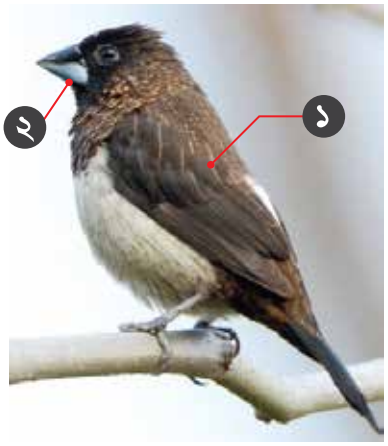

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১ সে.মি. ।
- পিঠের পালক বাদামি (১), পেট ও পুচ্ছদেশ সাদা এবং মুখের দিক কালচে ।
- ঠোঁট ধূসর (২) এবং লেজের প্রান্ত চোখা ।

কালামাথা মুনিয়া Tricolored Munia

Lonchura malacca LC

তফসিল ১

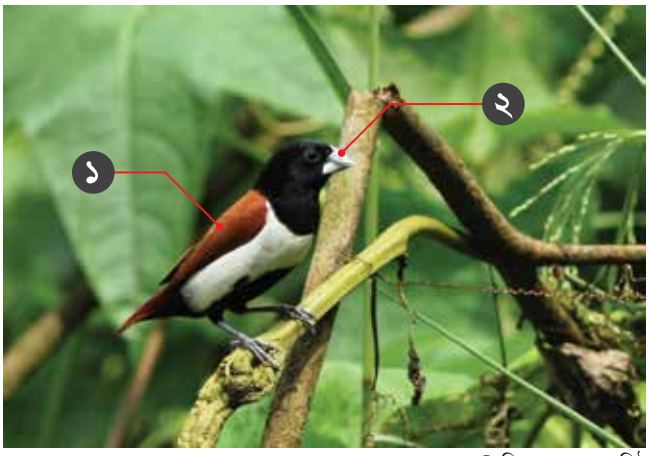

© মিজানুর রহমান মিঠু

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দৈর্ঘ্যে প্রায় ১১.৫ সে.মি. পর্যন্ত হয় ।
- দেহ, পাখনা এবং লেজের পালক বাদামি (১) ।
- মাথার রং কালো ।
- ঠোঁট ফ্যাকাশে ধূসর (২) ।

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): পাখি

লাল মুনিয়া Red Avadavat

Amandava amandava LC

তফসিল ১

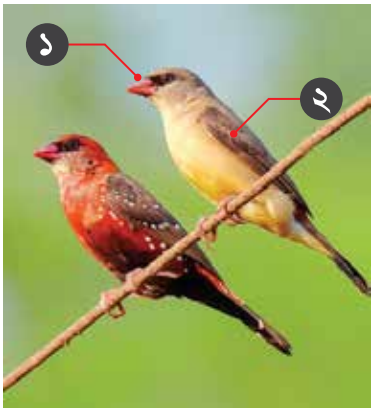

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- সম্পূর্ণ দেহের দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি. ।
- এদের লেজ গোলাকার কালো এবং ঠোঁট লাল (১) ।
- প্রজননক্ষম পুরুষ মুনিয়ার চোখের কালো ডোরা, কালো তলপেট এবং ডানা ব্যতীত দেহের পুরো অংশ লাল ।
- স্ত্রী মুনিয়ার দেহের নিম্নভাগ হলুদ এবং ডানা কালো (২) ।

তিলা মুনিয়া Scaly-breasted Munia

Lonchura punctulata LC

তফসিল ১

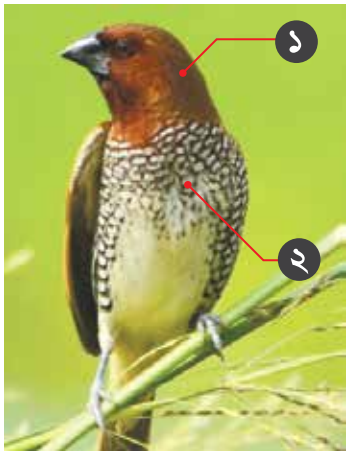

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে ।
- ঠোঁট কালো, দেহের নিম্নভাগ বাদামি এবং মাথা গাঢ় বাদামি (১) ।
- গলা লালচে-বাদামি এবং বুকে আঁইশের মতো পালক থাকে (২) ।

খয়রা মুনিয়া Chestnut Munia

Lonchura atricapilla LC

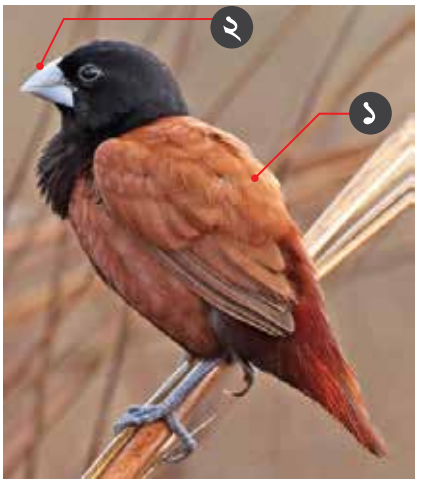

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দৈর্ঘ্যে প্রায় ১১ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে ।
- দেহ, লেজ ও ডানার রং বাদামি (১) ।
- মাথার রং গাঢ় কালো ।
- ঠোঁট ফ্যাকাশে ধূসর রঙের (২) ।

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): পাখি

দেশি চান্দিঠোঁট Indian Silverbill

Euodice malabarica LC

তফসিল ১

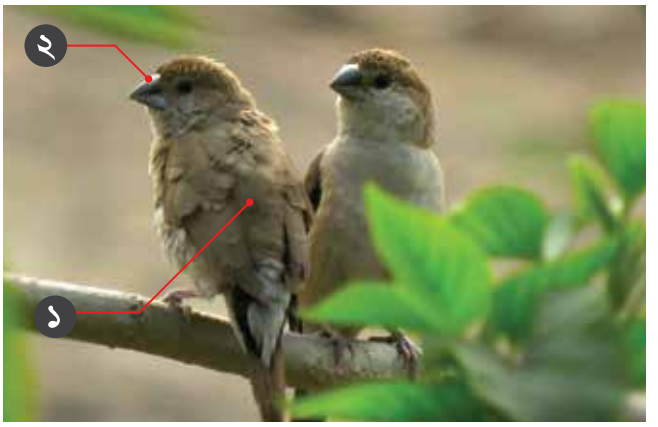

© মোঃ আরাফাত রহমান খান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দৈর্ঘ্যে প্রায় ১১.৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়।
- পিঠের দিক গাঢ় বাদামি (১) এবং পেটের দিক সাদাটে।
- ঠোঁট রুপালি ধূসর (২)।
- ডানা কালো হলেও লেজের গোড়া সাদা।

দেশি বাবুই Baya Weaver

Ploceus philippinus LC

তফসিল ১

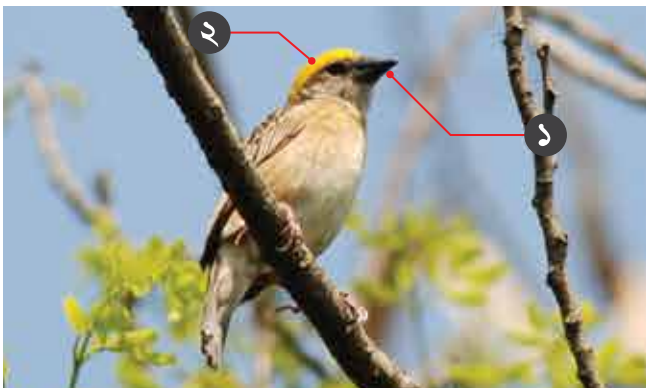

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ সে.মি.।
- আকারে অনেকটা চড়ুই পাখির মতো।
- চোঙের মতো ঠোঁটটি বেশ মজবুত (১) এবং লেজ ছড়ানো।
- প্রজননকালে পুরুষ বাবুইয়ের মাথায় উজ্জ্বল হলুদ টুপি (২) এবং গাঢ় বাদামি মুখোশ দেখা যায়।

সিপাহী বুলবুল Red-whiskered Bulbul

Pycnonotus jocosus LC

তফসিল ১

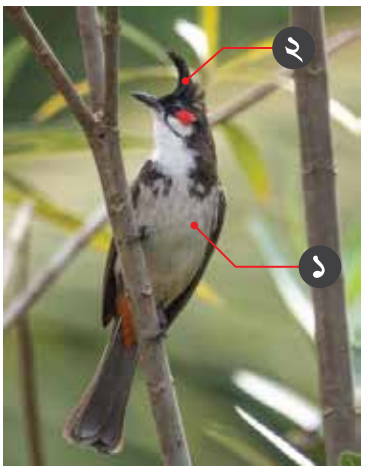

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- সম্পূর্ণ দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ সে.মি.।
- পিঠের দিক বাদামি এবং পেটের দিক সাদাটে (১)।
- মাথায় একটি লম্বা, কালো ও সুচালো ঝুঁটি থাকে (২)।
- লেজ লম্বা এবং বাদামি।

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): পাখি

দেশি কানিবক Indian Pond Heron

Ardeola grayii LC

তফসিল ১

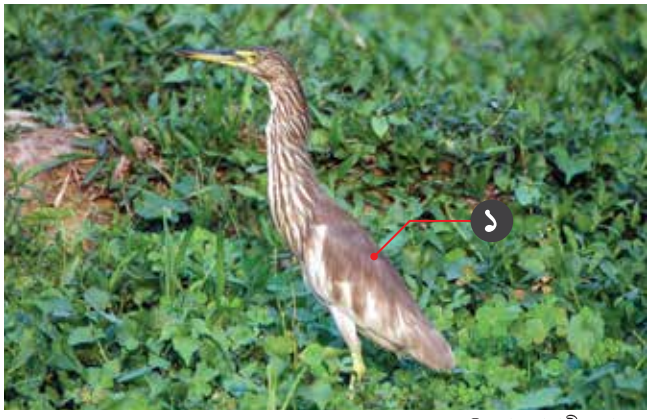

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ সে.মি. ।
- পিঠের দিক হালকা হলুদাভ-বাদামি (১) এবং পাখনা, লেজ ও পেটের দিক সাদা ।
- প্রজননকালে পিঠের দিকে লালচে-বাদামি পালক দেখা যায় এবং মাথা, গলা এবং বুকের অংশ হলুদাভ রং ধারণ করে ।

বেগুনি কালেম Purple Swamphen

Porphyrio porphyrio LC

তফসিল ১

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ সে.মি. ।
- পেটের দিক গাঢ় নীল থেকে লালচে বেগুনি (১) এবং পিঠের দিক ঈষৎ কালো হয় ।
- ঠোঁট (২) এবং পাগুলো লাল ।
- লেজের তলদেশ সাদা ।

রাজ সরালি Fulvous Whistling Duck

Dendrocygna bicolor LC

তফসিল ১ সাইটিস ৩

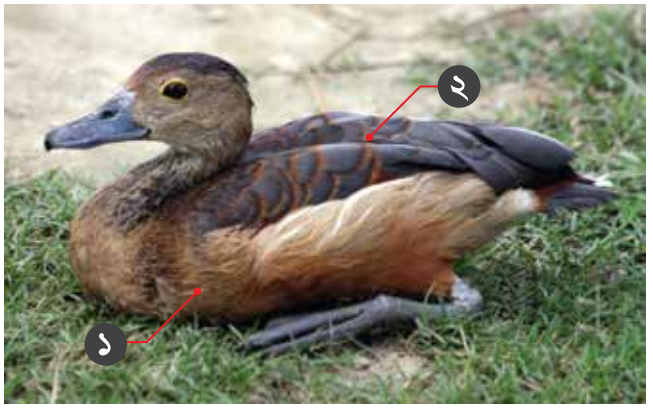

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ সে.মি. ।
- অনেকটা রাজহাঁসের মতো দেখতে এই হাঁসটির পেটের দিকের রং দারুচিনির মতো (১) এবং দেহের দুপাশে সাদা রেখা থাকে ।
- মাথার রং দারুচিনির মতো এবং ঠোঁট কালো হয় ।
- ডানার পালক কালো এবং এতে দারুচিনি রঙের কিছু রেখা থাকে (২) ।

লেঞ্জা হাঁস Northern Pintail

Anas acuta LC

তফসিল ১

© মোঃ জায়েদুল ইসলাম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ সে.মি. ।
- প্রজননকালের পূর্বে পুরুষ হাঁসের পালক কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে থাকে ।
- প্রজননকালে পুরুষ হাঁসের লেজ অনেক লম্বা হয়, বুকের অংশ সাদা (১) এবং ঘাড়ে সাদা ডোরা থাকে (২) ।
- স্ত্রী হাঁসের মাথা কিছুটা তামাটে যা অন্যান্য স্ত্রী হাঁসদের মাঝে সচরাচর দেখা যায় না ।

খয়রা গাছ প্যাঁচা Brown Wood Owl

Strix leptogrammica LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

© সায়েম ইউ. চৌধুরী

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৩ সে.মি. ।
- পিঠের দিকের লোম গাঢ় বাদামি (১) এবং কাঁধে ফ্যাকাশে সাদা দাগ দেখা যায় ।
- পেটের দিক হালকা হলুদাভ এবং এতে অনিয়মিত বাদামি ডোরা থাকে ।
- এদের মুখমণ্ডল দেখতে চাকতির মতো যা বাদামি রঙের এবং চাকতির কিনারা ধরে গাঢ় বাদামি রেখা (২) থাকে ।
- ঘাড়ে সাদা পট্টি থাকে ।

লক্ষ্মী প্যাঁচা Barn Owl

Tyto alba LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

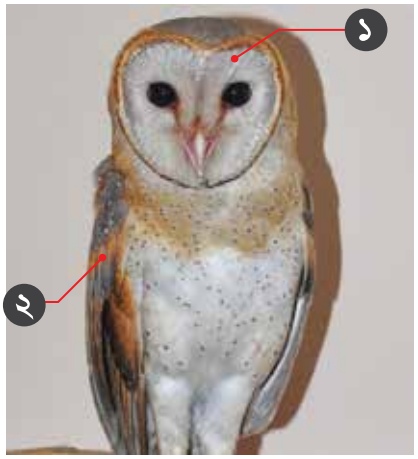

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ সে.মি. ।
- মুখমণ্ডল হৃৎপিণ্ডাকৃতির (১) এবং সাদা ।
- চোখ কুচকুচে কালো ।
- পিঠের দিকের রং ধূসর ও দারুচিনির মতো (২) এবং পেটের দিক সাদা ।

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): পাখি

ভুবন চিল Black Kite

Milvus migrans LC

তফসিল ২ সাইটিস ২

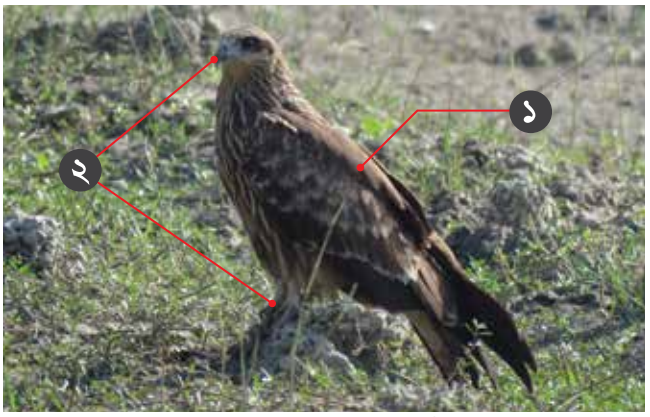

© মোঃ আরাফাত রহমান খান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬ সে.মি. ।
- দেহ কালো পালকে আবৃত এবং এতে কোনো লালচে-বাদামি ছোপ থাকে না ।
- পিঠের দিক বাদামি (১) ও পেটের দিক ফ্যাকাশে ।
- ঠোঁট ও নখরগুলো কালো (২) এবং পাগুলো হলুদ হয় ।
- লেজে কালো রিং/বৃত্ত থাকে না ।

বাংলা শকুন White-rumped Vulture

Gyps bengalensis CR

তফসিল ১ সাইটিস ২

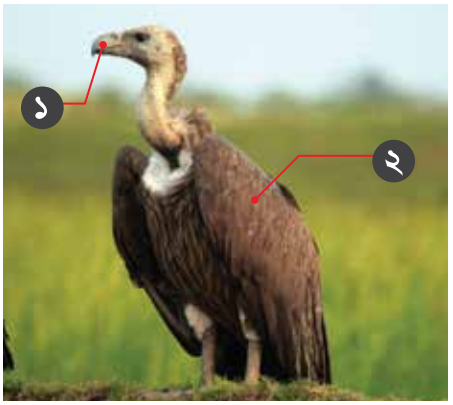

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দুই ডানার বিস্তার প্রায় ২৮০ সে.মি. হয় ।
- গলা সাদা এবং ঠোঁট হলুদ (১) ।
- দেহ হালকা হলুদ পালকে আবৃত এবং ওড়ার জন্য ব্যবহৃত পালকসমূহ কালো (২) ।

ছোট মদনটাক Lesser Adjutant

Leptoptilos javanicus VU

তফসিল ১

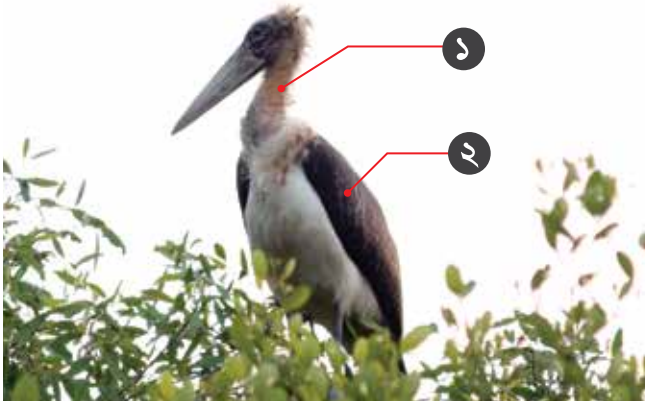

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ সে.মি. ।
- মাথা ন্যাড়া ও গলায় পালক নেই (১) ।
- মাথা লালচে এবং ঘাড় হলুদ ।
- পিঠের দিক গাঢ় কালচে (২) এবং পেটের দিক সাদা ।

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): পাখি

রাজ ধনেশ Great Indian Hornbill

Buceros bicornis VU

তফসিল ১ সাইটিস ১

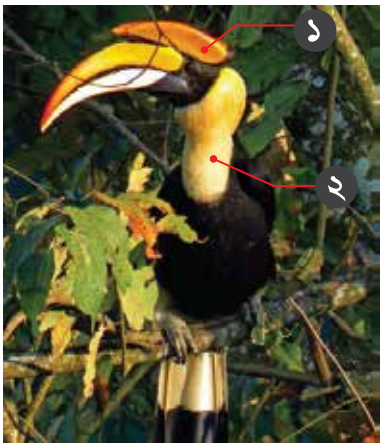

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- ঠোঁট অনেক বড় এবং এর উপর বিশাল আকারের হলুদ হেলমেট বা ক্যাসক (১) থাকে।
- সাদা লেজের শেষ প্রান্ত কালো।
- উপরের ঠোঁট হলুদাভ এবং নিচের ঠোঁট সাদাটে।
- কাঁধ, গলা এবং বুকের উপরিভাগ হলুদাভ সাদা (২)।

উদয়ী পাকড়াধনেশ Oriental Pied Hornbill

Anthracoceros albirostris LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

© সামিউল মোহসেনিন

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ সে.মি.।
- ঠোঁটের উপর চোঙের মতো হলুদাভ-সাদা হেলমেট বা ক্যাসক (১) থাকে যার দুপ্রান্ত কালো।
- পিঠের দিক হালকা নীল বা কালচে (২) এবং পেটের দিক সাদা।
- ঘাড় এবং মাথা কালো।
- চোখের চারপাশে এবং কণ্ঠদেশে হালকা নীল ছোপ থাকে।

পাতাঠুঁটি ধনেশ Wreathed Hornbill

Rhyticeros undulatus VU

তফসিল ১ সাইটিস ২

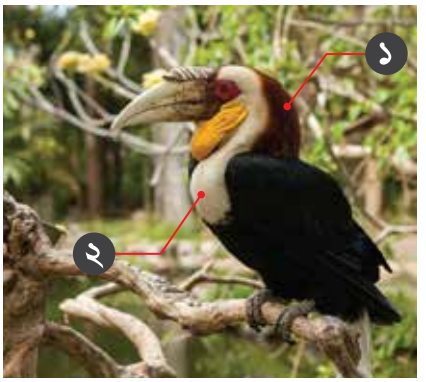

© খওশাক ন্যাশনাল পার্ক

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৫ সে.মি.।
- ঘাড় মোটা এবং লালচে-বাদামি (১)।
- মাথার দুইপাশ, ঘাড়ের সামনের দিক এবং বুকের উপরের অংশ সাদা (২)।
- ঢেউ খেলানো ঠোঁটের গোড়ার দিক বাদামি এবং চূড়া সাদা।
- ঠোঁটের উপর খাঁজকাটা পাতার মতো পাতলা বাদামি হেলমেট বা ক্যাসক থাকে।

১.২ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): বিদেশি পাখি

আফ্রিকান ধূসর টিয়া African Grey Parrot

Psittacus erithacus EN

সাইটিস ১

হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়া Yellow Crested Cockatoo

Cacatua sulphurea CR

সাইটিস ১

ম্যাকাও Macaws

সাইটিস ১

অ্যামাজন টিয়া Amazon Parrots

সাইটিস ১

জাভান চড়ুই Javan Sparrow

Lonchura oryzivora EN

সাইটিস ২

লরিকিট Lorikeets

সাইটিস ২

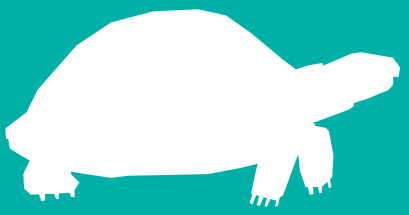

১.৩ কচ্ছপ এবং কাছিম

“চীনে কচ্ছপ সংরক্ষণের সনাক্তকরণ নির্দেশিকা (তৃতীয় সংস্করণ)” গ্রন্থস্বত্ব: এনসাইক্লোপিডিয়া অফ চায়না পাবলিশিং হাউজ, ১৭ ফু চেং মেন বেই স্ট্রিট, বেইজিং, চায়না ১০০০৩৭, এর অনুমতিক্রমে উপযোজিত/সংকলিত

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): কচ্ছপ এবং কাছিম

এখন পর্যন্ত পানিতে বা ডাঙায় বসবাসকারী ৩১ প্রজাতির কচ্ছপ বাংলাদেশে পাওয়া গেছে যার প্রায় ৭০ শতাংশ নানাভাবে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে এবং ইতোমধ্যে একটি প্রজাতি বুনো পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে (আইইউসিএন, ২০১৫)। বাংলাদেশের জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত (২০১২-২০১৬) তথ্য অনুযায়ী বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ২৪৯টি ঘটনার মধ্যে ১১৫টি বা প্রায় ৪৮ শতাংশই ছিল সরীসৃপ। অর্থাৎ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি অবৈধ বাণিজ্য হয় বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপের। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সরীসৃপের অবৈধ বাণিজ্যের ৩০টি ঘটনার প্রায় ৬৩ শতাংশ হলো মিঠাপানির কচ্ছপ সম্পর্কিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১১টি ঘটনায় ২৮০২টি সংকটাপন্ন কালা চিত্রা কাছিম (Black pond turtle), ৪টি ঘটনায় ২১৫৪টি সংকটাপন্ন ইন্ডিয়ান তারা কচ্ছপ (Indian star tortoise), ২টি ঘটনায় ৮১টি বিপন্ন চিত্রা/ছিম কাছিমের বাণিজ্যের তথ্য পাওয়া গেছে। উল্লেখিত ১১টি ঘটনার মধ্যে ৬টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে এবং ৫টির ক্ষেত্রে ভারত থেকে কচ্ছপগুলো অন্যান্য দেশে পাচার করা হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় (ডাব্লিউসিএস, ২০১৮)।

কচ্ছপ/কাছিমের দেহের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি

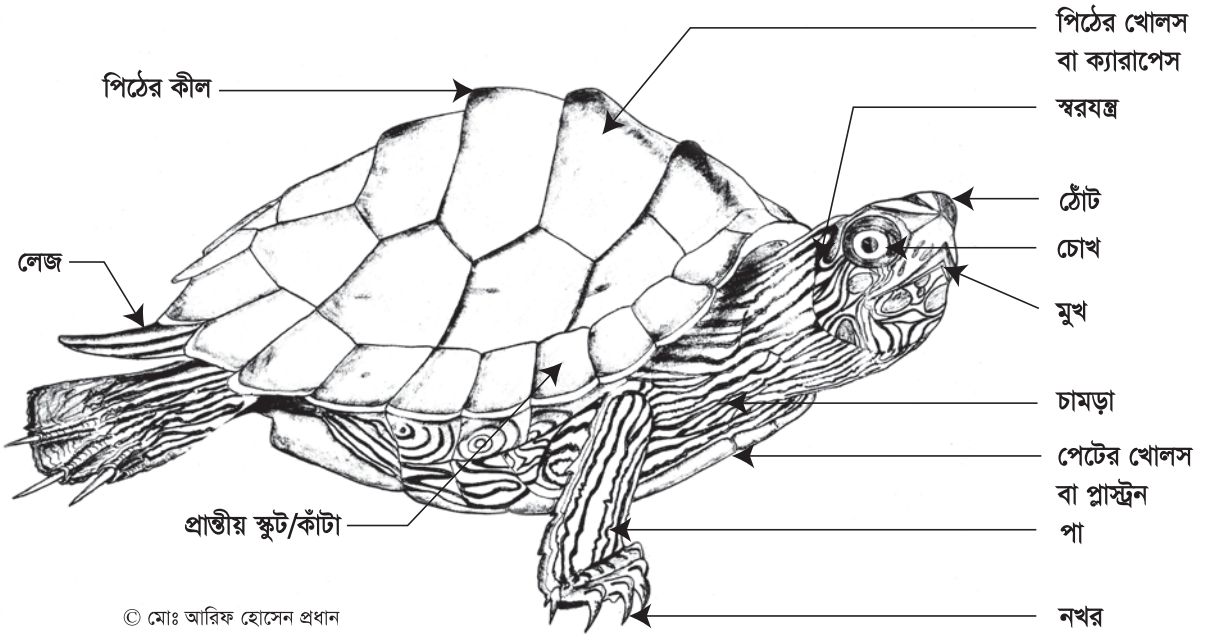

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): কচ্ছপ এবং কাছিম

কচ্ছপ সনাক্তকরণে ব্যবহৃত দেহের প্রধান অংশসমূহ

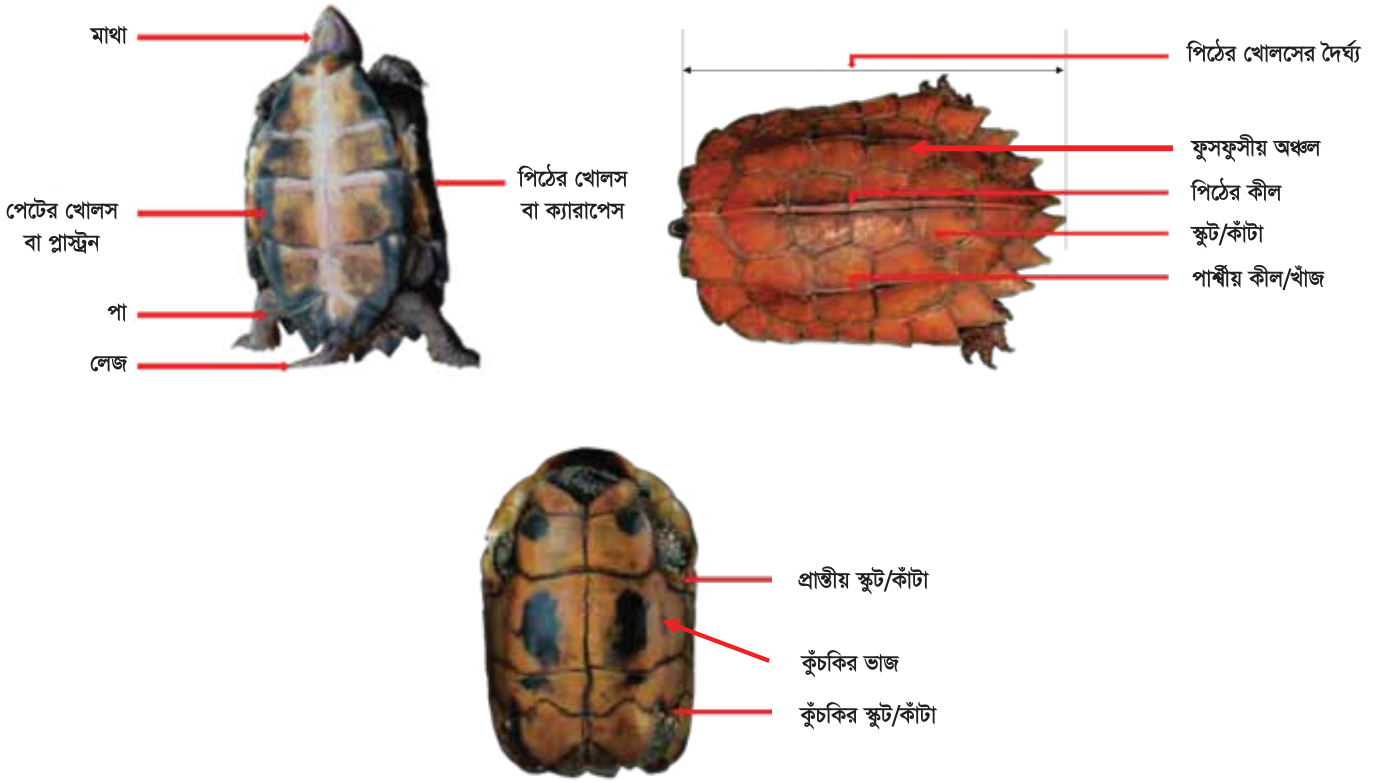

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের সংজ্ঞা

পিঠের খোলস বা ক্যারাপেস : শক্ত খোলসের উপরের অংশ।
পেটের খোলস বা প্লাস্ট্রন : শক্ত খোলসের নিচের অংশ।
স্কুট/কাঁটা : পিঠের ও পেটের খোলসকে আবৃত করে রাখা আঁইশের বর্ধিতাংশ বিশেষ।
প্রান্তীয় স্কুট/কাঁটা : সামনের পায়ের পিছন দিকে যেখানে পা দেহের সাথে মিলিত হয়েছে সেখানে অবস্থিত ছোট স্কুট/কাঁটা। অল্প কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে এই প্রান্তীয় স্কুট/কাঁটা দেখা যায়।
কুঁচকির স্কুট/কাঁটা : পিছনের পায়ের সামনে অবস্থিত ছোট স্কুট/কাঁটা যা কিছু সংখ্যক প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায়।
ফুসফুসীয় অঞ্চল : মেরুদণ্ডের দুই পাশে ফুসফুসীয় স্কুট/কাঁটাগুলোর সারি বিদ্যমান।
পিঠের কীল : পিঠের স্কুট/কাঁটাগুলোর দৈর্ঘ্য বরাবর খাঁজ।
পার্শ্বীয় কীল : ফুসফুসীয় অঞ্চলের উপরে দৈর্ঘ্য বরাবর খাঁজ যা কিছু সংখ্যক প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায়।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): মিঠাপানির কাছিম

বড় কাইট্টা River Terrapin

Batagur baska CR

তফসিল ১ | সাইটিস ১

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ৬০ ≤ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস ধূসর-কালো (১) ।
- পেটের খোলস হলুদাভ-বাদামি (২) এবং পিঠের ও পেটের খোলস-এ কোনো দাগ থাকে না ।

ডিবা/ধুর কাছিম Three-striped Roofed Turtle

Batagur dhongoka CR

তফসিল ১ | সাইটিস ২

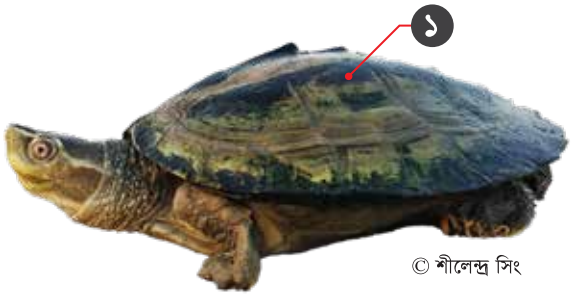

© শীলেন্দ্র সিং

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পুরুষ কাছিমের পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২৫ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস খয়েরি-জলপাই (১) ও মাথা নীলচে-কালো ।
- কপালে বড় লাল ছোপ গলার দুই পাশে ছয়টি লালচে ডোরা থাকে ।

আদি কড়ি কাইট্টা Red-crowned Roofed Turtle

Batagur kachuga CR

তফসিল ১ | সাইটিস ২

© মনিরুল খান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ৩৭-৪০ সে.মি. ।
- পুরুষদের পিঠের খোলস-এর রং জলপাই বা খয়েরি ও স্ত্রীদের গাঢ় খয়েরি বা কালো (১) ।
- পেটের খোলস হলুদাভ (২) ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): মিঠাপানির কাছিম

আরাকান জঙ্গল কাছিম Arakan Forest Turtle

Heosemys depressa CR

সাইটিস ২

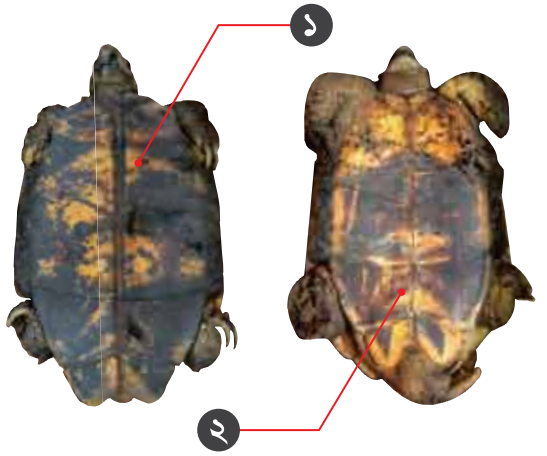

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২৬ সে.মি. ।
- মাঝারি আকৃতির এই কাছিমের পিঠের খোলসটি হালকা বাদামি তবে কিছু কাছিমে স্বতন্ত্র কালো দাগ বা কালো প্রান্ত (১) দেখা যায় ।
- হলুদ বা তামাটে পেটের খোলসে গাঢ় বাদামি বা কালো ছোপ থাকে (২) অথবা প্রতিটি স্কুট/কাঁটায় উজ্জ্বল চকচকে দাগ দেখা যায় ।

জাঁতা কাছিম Asian Giant Softshell Turtle

Pelochelys cantorii CR

তফসিল ১ | সাইটিস ২

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ১৫০ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস-এর রং জলপাই এর মতো বা বাদামি (১) এবং এর পুরোটা জুড়ে ফোঁটাযুক্ত হালকা বা গাঢ় হলুদ আভা থাকে ।
- পেটের খোলস সাদা (২) ।

বোস্তামি কাছিম Bostami/Black Softshell Turtle

Nilssonia nigricans CR

তফসিল ১ | সাইটিস ১

© সুপ্রিয় চাকমা

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৯১ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস-এর রং কালচে খয়েরি বা জলপাই সবুজ (১) ।
- পেটের খোলস বাদামী ও হলুদাভ-বেগুনি ঘন ফোঁটাযুক্ত ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): মিঠাপানির কাছিম

সিলেটী কড়ি কাইট্টা Sylhet Roofed Turtle

Pangshura sylhetensis CR

তফসিল ১ | সাইটিস ২

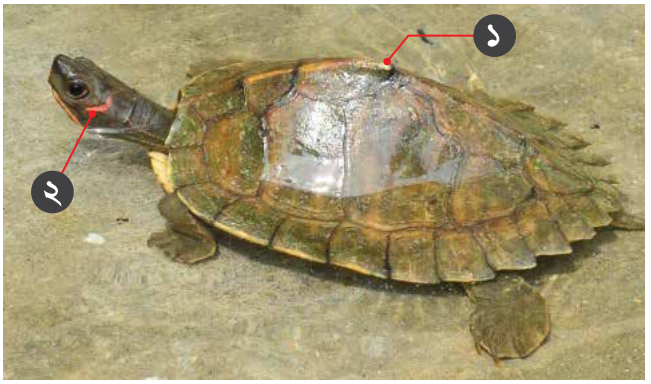

© ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ১৬ সে.মি. ।
- জলপাই বাদামি পিঠের খোলসটি উঁচু ও ত্রিকোণাকৃতির এবং এতে সুস্পষ্ট কীল থাকে (১) ।
- দুই চোখের পিছন থেকে শুরু হয়ে মাথার পিছন দিকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একটি সরু গোলাপি ডোরা (২) থাকে ।

খালুয়া/গঙ্গা কাছিম Ganges Soft-shelled Turtle

Nilssonia gangetica EN

তফসিল ১ | সাইটিস ১

© সুপ্রিয় চাকমা

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৯৪ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস-এর রং কালচে ধূসর, ধূসর, বা সবুজ-এর উপর কালো জালিযুক্ত (১) ।
- পেটের খোলস-এর রং খয়েরি, হলুদাভ, বা গোলাপি ।

ধুম কাছিম Peacock Soft-shelled Turtle

Nilssonia hurum EN

তফসিল ১ | সাইটিস ১

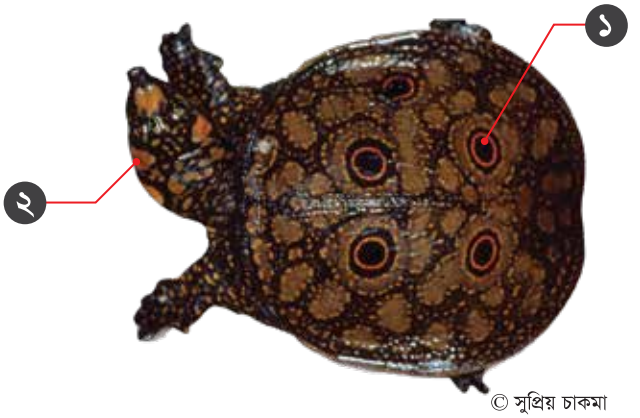

© সুপ্রিয় চাকমা

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৬০ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস জলপাই রঙা সাথে হলুদের ছোপ ।
- অপ্রাপ্তবয়স্ক কাছিমের পিঠে ৪টি চোখের মতো ছোপ থাকে (১) ।
- মাথা জলপাই রঙা ও কালো জালিযুক্ত ।
- নাক ও কানের পাশে কমলা বা হলুদ ছোপ থাকে (২) ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): মিঠাপানির কাছিম

কালা চিত্রা কাছিম Spotted Pond Turtle

Geoclemys hamiltonii EN

তফসিল ১ | সাইটিস ১

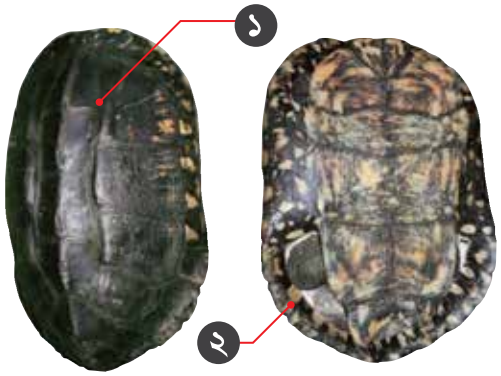

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৩৫ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস গাঢ় বাদামি (১) এবং এতে তিনটি সুস্পষ্ট কীল থাকে ।
- প্রান্তীয় স্কুট/কাঁটাগুলোতে সাদা সাদা ছোপ দেখা যায় (২) ।
- পেটের খোলস-এর কিনারা ধরে সাদা সাদা ছোপ থাকে ।

ডিবা কাছিম South Asian Box Turtle

Cuora amboinensis EN

তফসিল ১ | সাইটিস ২

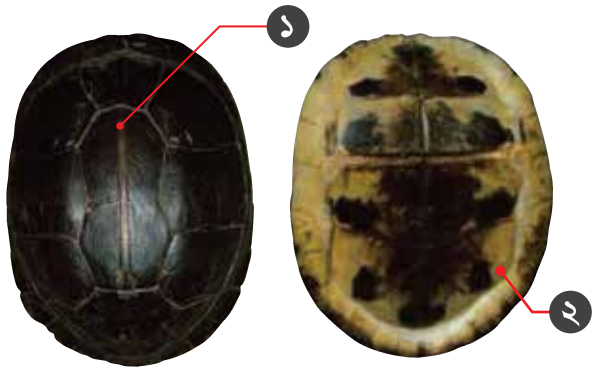

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২০ সে.মি. ।
- মাথার দুইপাশে লম্বালম্বিভাবে দুটি হলুদ ডোরা থাকে ।
- মসৃণ পিঠের খোলস-এর রং গাঢ় জলপাই এর মতো বা কালো এবং মাঝ বরাবর অস্পষ্ট মেরুদণ্ডীয় কীল (১) থাকে ।
- পেটের খোলস-এর রং ক্রীমের মতো বা হলুদ (২) এবং দুইপাশের ঢালে কালো কালো ছোপ থাকে ।

এরাকি/লালচোখা ডিবা কাছিম Keeled Box Turtle

Cuora mouhotii EN

সাইটিস ২

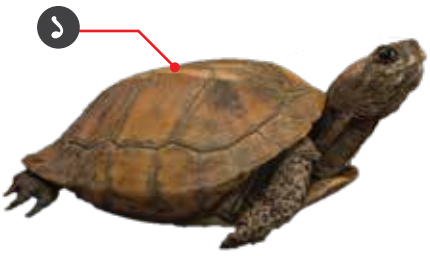

© স্কট ট্রাগেজার

© মনিরুল খান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ১৮ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস-এ স্পষ্ট ৩টি বড় কীল বা বর্ধিত খাঁজ থাকে (১) ।
- হালকা থেকে গাঢ় বাদামি পিঠের খোলস-এর পিছনের অংশ করাতের মতো খাঁজকাটা থাকে এবং মাঝে মাঝে তা সামনের অংশেও দেখা যায় ।
- পেটের খোলস হলুদ থেকে হালকা বাদামি এবং প্রতিটি স্কুট/কাঁটা-এ গাঢ়-বাদামি ছোপ (২) থাকে ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): মিঠাপানির কাছিম

ত্রি-খিলা স্থল কচ্ছপ Tricarinate Hill Turtle

Melanochelys tricarinata EN

তফসিল ১ | সাইটিস ১

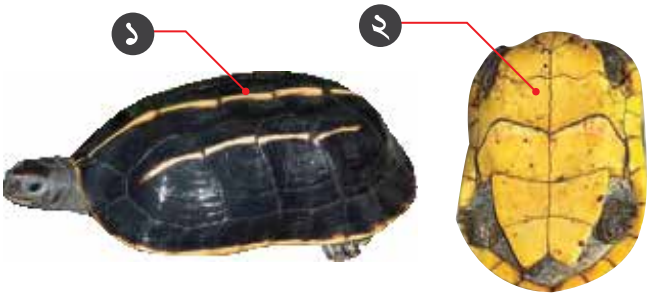

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ১৬ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস-এ তিনটি উজ্জ্বল হলুদ কীল থাকে (১) ।
- পেটের খোলস কমলা বা হলুদ হয় (২) ।

চিত্রা কাছিম Narrow-headed Softshell Turtle

Chitra indica EN

তফসিল ১ | সাইটিস ২

© ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ১১৫ সে.মি. ।
- মসৃণ পিঠের খোলসটি ধূসর-সবুজ অথবা বাদামি-সবুজ (১) ।
- প্রায় সমতল পেটের খোলসটি হলুদাভ-সাদা বা গোলাপি ।

মুকুটি নদ কাছিম Crowned River Turtle

Hardella thurjii EN

তফসিল ১ | সাইটিস ২

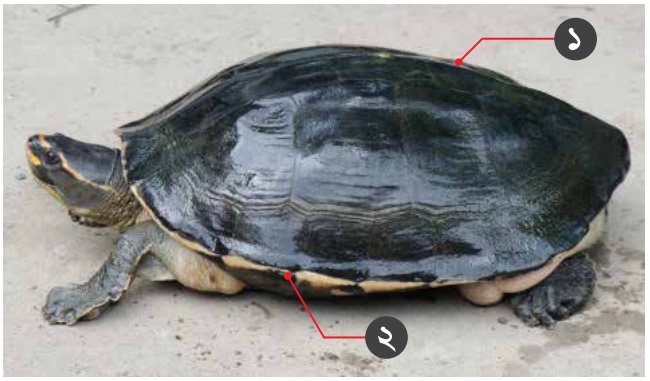

© ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৬৫ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস গাঢ় বাদামি বা কালো (১) এবং এর কিনারা হলুদ যা বয়স বৃদ্ধির সাথে ফ্যাকাশে হয়ে যায় ।
- পেটের খোলস হালকা হলুদ (২) এবং প্রতিটি স্কুট/কাঁটায় দুটি করে বড় কালো ছোপ থাকে ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): মিঠাপানির কাছিম

হলুদ কাইট্টা Indian Eyed Turtle

Morenia petersi EN

তফসিল ১ | সাইটিস ২

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২০ সে.মি. ।
- সবুজাভ বা ধূসর পিঠের খোলসটি দেখতে গম্বুজ আকৃতির (১) এবং শীর্ষে একটি নিচু কীল রয়েছে ।
- পেটের খোলস হলুদাভ বা কমলা (২) এবং কোথাও কোথাও কালো ছোপ দেখা যায় ।
- জলপাইরাঙ্গা মাথার দুইপাশে তিনটি করে হলুদ ডোরা থাকে ।

কড়ি কাইট্টা Indian Roofed Turtle

Pangshura tecta VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

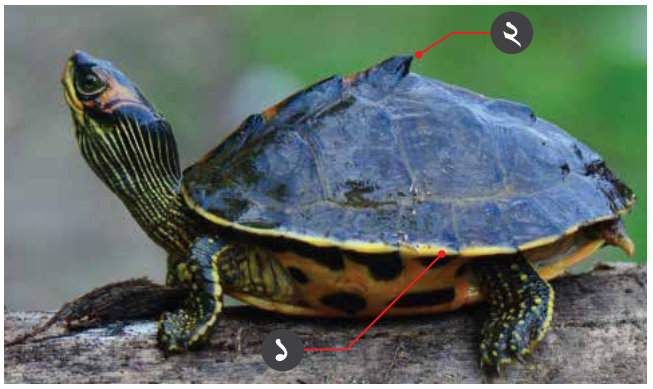

© ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- স্ত্রী কচ্ছপের পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২৫ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস-এর কিনারা হলুদ (১) এবং মেরুদণ্ড বরাবর বাদামি রেখা থাকে ।
- পিঠের খোলস-এর সামনের দিকের তিনটি মেরুদণ্ডীয় স্কুট/কাঁটার উপর প্রসারিত কীল (২) রয়েছে ।
- পেটের খোলস হলুদ এবং এতে বড় বড় কালো দাগ থাকে ।

এশিয়ার চিত্রা কাছিম Asiatic Softshell Turtle

Amyda cartilaginea VU

সাইটিস ২

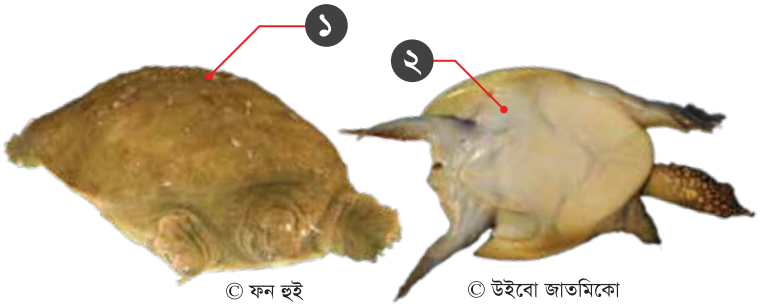

© ফন হুই © উইবো জাতমিকো

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ৮০ ≤ সে.মি. ।
- এর রং হালকা জলপাই থেকে সবুজ-বাদামি (১) হয়ে থাকে ।
- স্ত্রী কাছিমের পেটের খোলস ধূসর এবং পুরুষের পেটের খোলস সাদা (২) ।
- আকার এবং দৈর্ঘ্যের ভিন্নতার কারণে লেজ বিভিন্ন রকমের হয় ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): মিঠাপানির কাছিম

সুন্দি কাছিম Indian Flapshell Turtle

Lissemys punctata VU

তফসিল ২ | সাইটিস ২

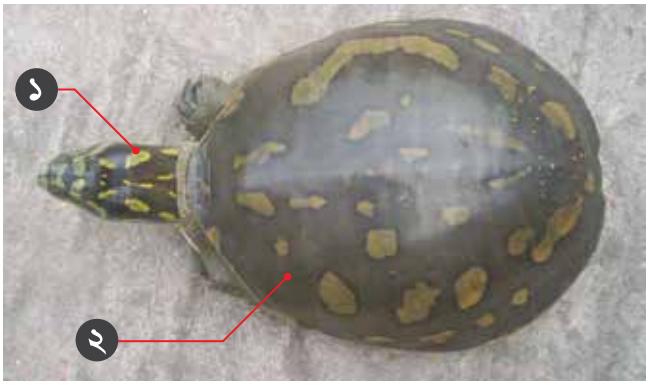

© সুপ্রিয় চাকমা

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৩৫ সে.মি. ।
- মাথায় বড় বড় হলুদ ছোপ থাকে (১) ।
- পিঠের খোলস জলপাই-সবুজ (২) থেকে গাঢ় বাদামি ।
- পেটের খোলস-এর রং ক্রীমের মতো বা সাদাটে ।

পাতা কাছিম Assam Leaf Turtle

Cyclemys gemeli NT

সাইটিস ২

© মনিরুল খান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২৫ সে.মি. ।
- পিঠ ও পেটের খোলসের রং খয়েরি (১), কিনারা খাঁজকাটা পাতা সদৃশ (২) ।
- পেটের খোলস-এর চেয়ে পিঠের খোলস আকারে বড় ।

ভাইটাল কাইট্টা Brown Roofed Turtle

Pangshura smithii NT

তফসিল ১ | সাইটিস ২

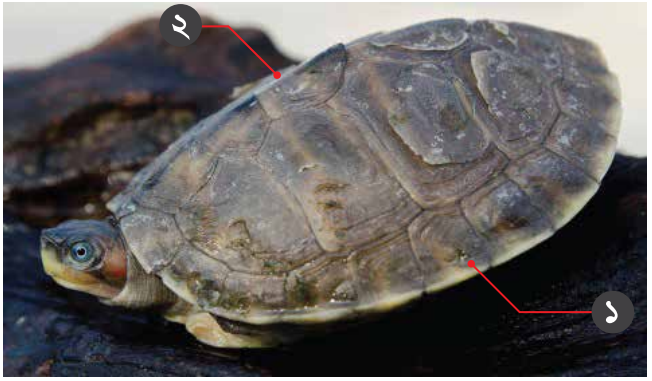

© ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২৩ সে.মি. ।
- বাদামি-জলপাই রঙের পিঠের খোলস সাধারণত নিচু ও ডিম্বাকৃতির এবং পিঠে গাঢ় বাদামি (১) ডোরা থাকে ।
- পেটের খোলস হলুদ ।
- প্রতি স্কুট/কাঁটায় (২) গাঢ় দাগ থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): মিঠাপানির কাছিম

মাঝারি কাইট্টা Indian Tent Turtle

Kachuga tentoria LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

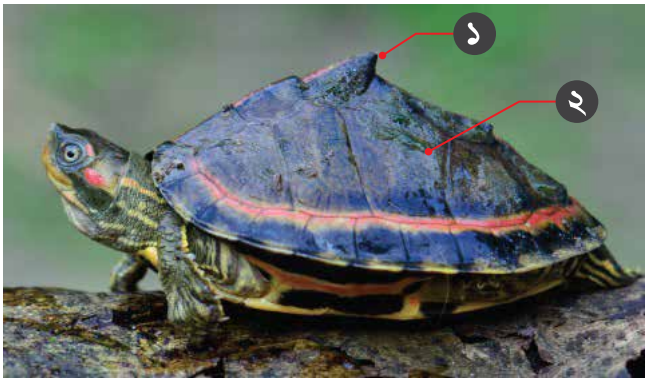

© ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৩০ সে.মি. ।
- উঁচু পিঠের খোলস-এর দুইপাশ বেশ ঢালু এবং মাঝ বরাবর শক্ত কীল থাকে (১) ।
- উপরের অংশের রং জলপাই বাদামি (২) এবং এতে লাল কীল উপস্থিত ।
- নিচের অংশ গোলাপি এবং দুই পাশেই একটি করে কালো ছোপ থাকে ।

দেশি কালো কাছিম Indian Black Turtle

Melanochelys trijuga LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

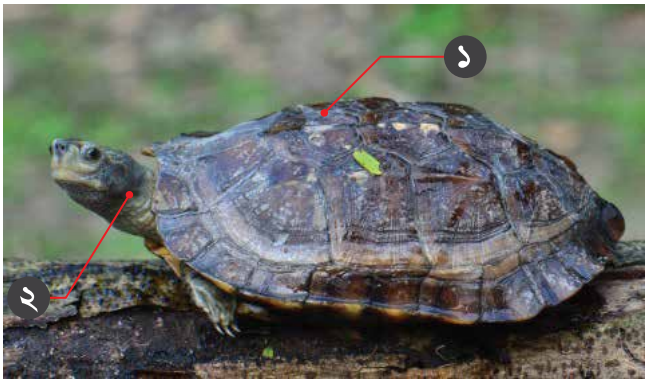

© ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৩৮ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস গাঢ় বাদামি বা কালচে (১) ।
- কালো পেটের খোলস-এর কিনারা হলুদ যা বয়স্ক কাছিম এ দেখা যায় না ।
- মাথা ধূসর কালো (২), কখনো কখনো হলুদ দাগ দেখা যায় ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): সামুদ্রিক কাছিম

জলপাইরাঙ্গা সাগর কাছিম Olive Ridley Sea Turtle

Lepidochelys olivacea VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

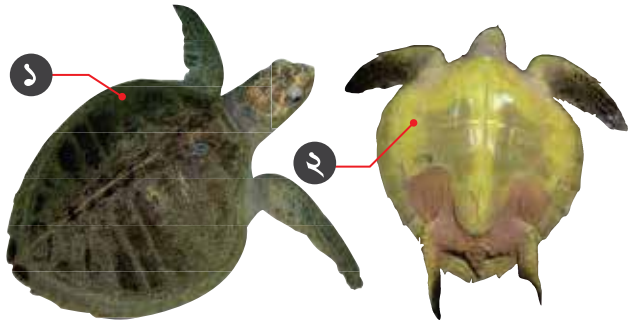

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৭৫ সে.মি. ।
- ধূসর বা জলপাই-ধূসর পিঠের খোলস ৫টি খণ্ডে সংযুক্ত (১) ।
- পেটের খোলস ক্রীমের মতো হলুদ (২) ।
- ফ্লিপারগুলোর কিনারা উজ্জ্বল হলুদ বা বাদামি ।

সবুজ সাগর কাছিম Green Sea Turtle

Chelonia mydas EN

তফসিল ১ | সাইটিস ১

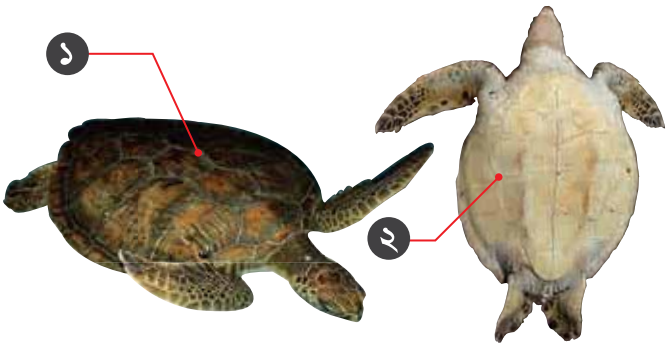

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ১৩০ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস ধূসর-সবুজ বা হালকা বাদামি এবং ৪টি খণ্ডে সংযুক্ত থাকে (১) ।
- পেটের খোলস হলুদাভ বা ক্রীমের মতো সাদা (২) ।

পুরুচর্মপৃষ্ঠ সাগর কাছিম Leatherback Sea Turtle

Dermochelys coriacea VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

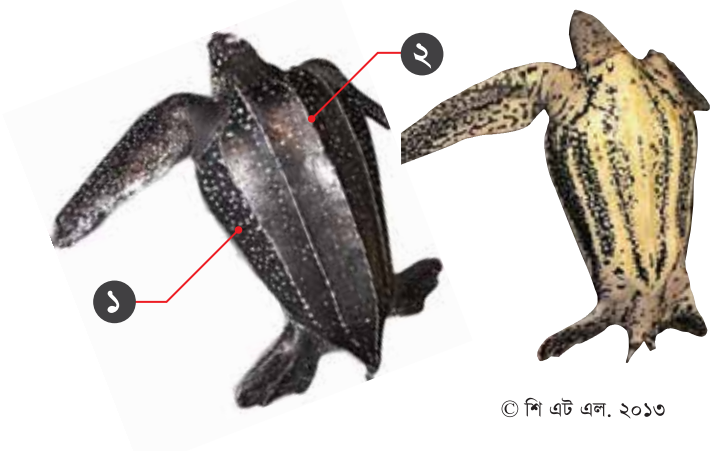

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ১৮০ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস নীলচে-কালো এবং এতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো সাদা সাদা ফোঁটা থাকে । পেটের খোলস হলুদাভ এবং কালো ফোঁটাযুক্ত (১) ।
- পিঠের খোলস ও পেটের খোলস উভয়ই মসৃণ এবং রাবারের মতো চামড়া দ্বারা আবৃত ।
- পিঠের খোলস-এ ৭টি কীল উপস্থিত (২) এবং কোনো স্কুট/কাঁটা নেই ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): সামুদ্রিক কাছিম

ঈগলঠুঁটি সাগর কাছিম Hawksbill Turtle

Eretmochelys imbricata CR

তফসিল ১ | সাইটিস ১

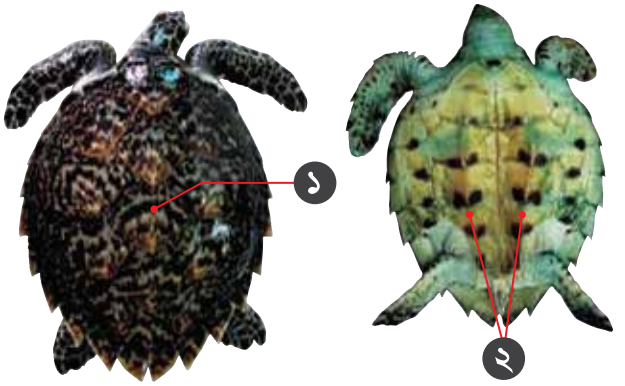

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ১০০ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস-এর উপর উপর্যুপরি বেশকিছু স্কুট/কাঁটা রয়েছে (১) ।
- পেটের খোলস-এ লম্বালম্বিভাবে দুটি কীল বা চামড়া থেকে সামান্য উঁচু রেখা উপস্থিত (২) ।

আংটামাথা সাগর কাছিম Loggerhead Turtle

Caretta caretta VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

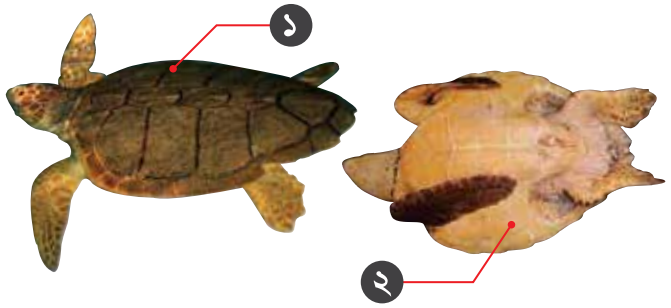

© শি এট এল. ২০১৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৯০ সে.মি. ।
- লালচে বাদামি পিঠের খোলস দেখতে হৃৎপিণ্ডের মতো (১) ।
- কখনো কখনো পিঠের খোলসে কালো ফোঁটা বা রেখা দেখা যায় ।
- পেটের খোলস হলুদ বা হলুদাভ-বাদামি (২) এবং এতে বাদামি ফোঁটা থাকে ।

১.৩ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): কচ্ছপ

হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ Elongated Tortoise

Indotestudo elongata CR

তফসিল ১ সাইটিস ২

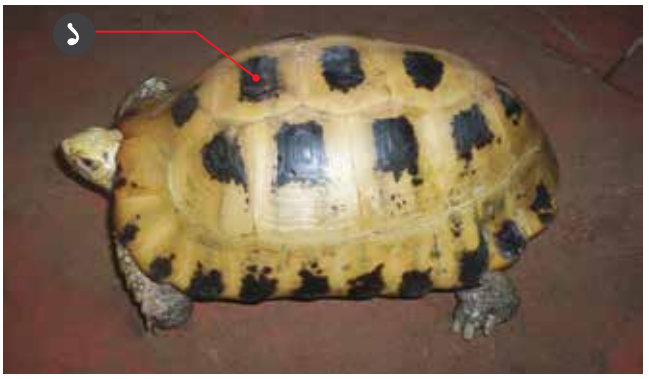

© সুপ্রিয় চাকমা

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২৭.৫ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস হলুদাভ থেকে জলপাই-সবুজ এবং এতে বড় বড় কালো ছোপ থাকে (১) ।
- পেটের খোলস-এ একটি করে প্রান্তীয় ও কুঁচকির স্কুট/কাঁটা উপস্থিত ।

বড় শিলা কচ্ছপ Asian Giant Tortoise

Manouria emys CR

তফসিল ১ সাইটিস ২

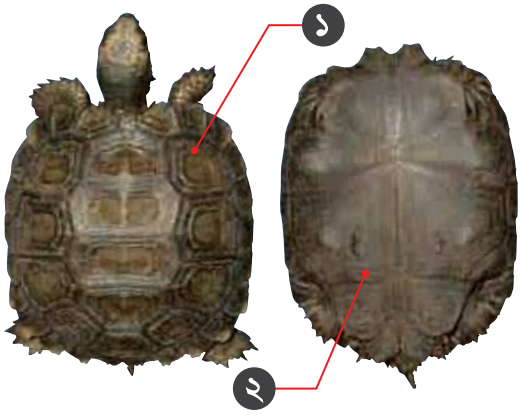

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ৫০ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস গাঢ় বাদামি বা কালচে হয় (১) এবং স্কুট/কাঁটা বয়স বৃদ্ধিজনিত স্বতন্ত্র রিং/বৃত্ত দেখা যায় ।
- হালকা বাদামি পেটের খোলস (২) আকারে পিঠের খোলস-এর সমান বা তার থেকেও বড় হতে পারে ।

ইন্ডিয়ার তারা কচ্ছপ Indian Star Tortoise

Geochelone elegans VU

সাইটিস ১

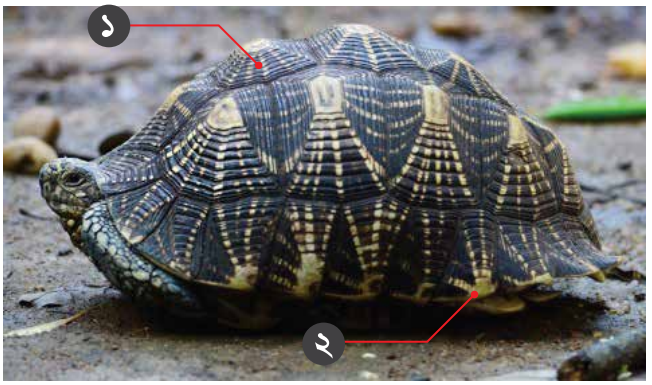

© ডাব্লিউসিএস ইন্ডিয়া

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পিঠের খোলস-এর দৈর্ঘ্য ≤ ২৮ সে.মি. ।
- পিঠের খোলস গাঢ় বাদামি (১) ।
- পিঠের খোলস-এর উপরের অংশে ঘাড়ের দিকে কোনো স্কুট/কাঁটা নেই ।
- হলুদ পেটের খোলস-এর উপর গাঢ় চকচকে দাগ রয়েছে এবং এতে একটি প্রান্তীয় ও কুঁচকির স্কুট/কাঁটা (২) উপস্থিত ।

দ্রষ্টব্য: ইন্ডিয়ার তারা কচ্ছপ আমাদের দেশীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হলেও ভারত থেকে বাংলাদেশে এর অবৈধ বাণিজ্যের প্রমাণ রয়েছে।

১.৪ সাপ, টিকটিকি এবং ব্যাঙ

১.৪ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): সাপ, টিকটিকি এবং ব্যাঙ

তক্ষক Tokay Gecko

Gekko gecko LC

তফসিল ২ সাইটিস ২

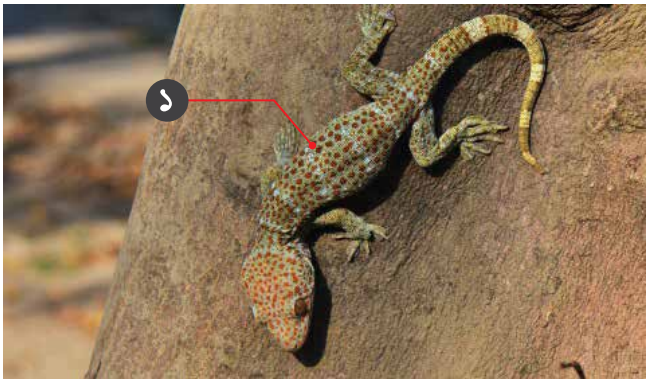

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- টিকটিকিদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৬ সে.মি. পর্যন্ত হয়।
- দেহের রং সাধারণত ধূসর এবং এতে লাল বা উজ্জ্বল লাল ফোঁটা (১) থাকে যা এদের বাসস্থান ভেদে ভিন্ন হতে পারে।
- স্ত্রী তক্ষকের তুলনায় পুরুষ তক্ষকের দেহ বেশি উজ্জ্বল।

সম্প্রতি তক্ষকের অবৈধ ব্যবসা বেড়েছে। অধিক মুনাফা লাভ এবং রোগমুক্তির অলৌকিক ক্ষমতা আছে এমন মিথ্যা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তক্ষক কেনা-বেচা করা হয় যা মূলত ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়। বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল তক্ষকের অবৈধ চোরাচালানের জন্য সবচেয়ে সন্দেহভাজন এলাকা।

বালুবোড়া Common Sand Boa

Eryx conicus NT

তফসিল ১ সাইটিস ২

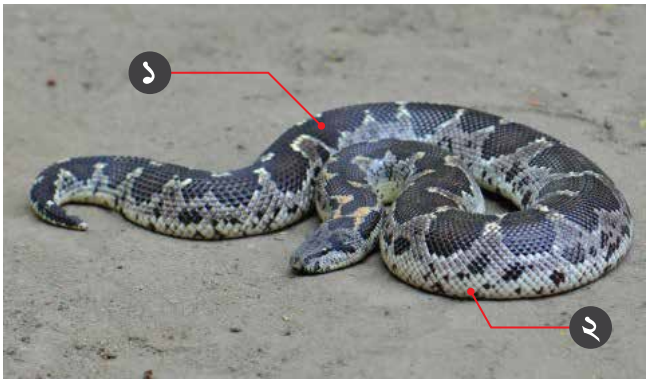

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১০০ সে.মি.।
- দেহ ধূসর বা হলুদাভ ধূসর এবং এতে অনিয়মিত কালো ছোপ (১) থাকে।
- দেহের তলদেশ হালকা বাদামি বা হলুদাভ সাদা (২)।

ফুল গোখরা Spectacled Cobra

Naja naja LC

তফসিল ২ সাইটিস ২

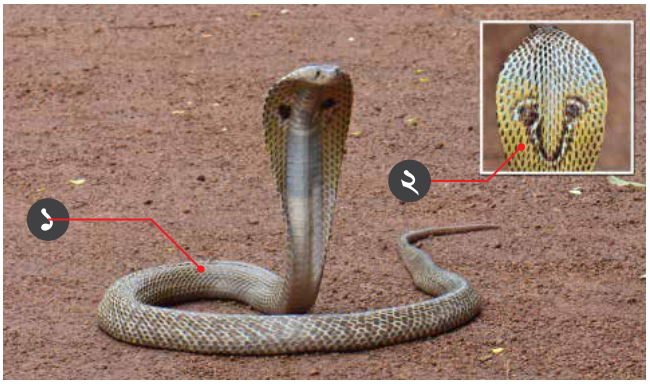

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২২০ সে.মি.।
- ফুল গোখরার দেহের রং বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন- ধূসর, হলুদ, বাদামি, লালচে অথবা কালো (১)।
- ফনার পিছনে "V" আকৃতির নকশা থাকে (২)।

১.৪ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): সাপ, টিকটিকি এবং ব্যাঙ

রাজ গোখরা King Cobra

Ophiophagus hannah VU

তফসিল ২ সাইটিস ২

© রুবাইয়াত মনসুর মোগলি

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৮৫ সে.মি. ।
- রাজ গোখরার দেহ জলপাই সবুজ এবং এতে কালো ও মোটা এবং সাদা ও চিকন ফিতার মতো ডোরা থাকে (১) ।
- দেহের তলদেশের রং সাধারণত একইরকম এবং আড়াআড়ি রেখা থাকতে পারে ।

পদ্ম গোখরা Monocled Cobra

Naja kaouthia LC

তফসিল ২ সাইটিস ২

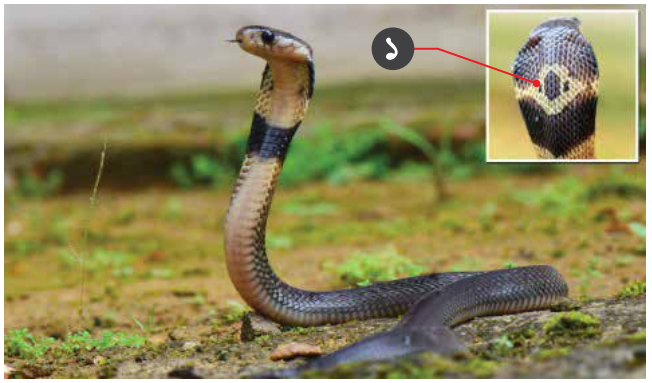

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ২৩০ সে.মি. ।
- পদ্ম গোখরা দেখতে অনেকটা ফুল গোখরার মতো ।
- কিন্তু ফনার পিছন দিকে "O" আকৃতির (১) নকশা থাকে ।

সাপের বিষ সাধারণত শুকনো অবস্থায় কেনা-বেচা করা হয় । শুকনো বিষ দেখতে অনেকটা শুষ্ক বরফের টুকরোর ন্যায় যার রং ঈষৎ হলুদাভ বা সাদাটে হতে পারে ।

শুকনো বিষ

সাপের বিষের পাত্র

১.৪ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): সাপ, টিকটিকি এবং ব্যাঙ

সবুজ ব্যাঙ Green Frog

Euphlyctis hexadactylus LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

© মোঃ আরিফ হোসেন প্রধান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য ১৩ সে.মি. ।
- পিঠের দিক সবুজ (১) এবং পেটের দিক হলুদাভ সাদা ।
- আঙ্গুলগুলো চোখা এবং প্রথম আঙ্গুল থেকে দ্বিতীয় আঙ্গুল বেশি লম্বা ।
- পিঠের মাঝ বরাবর একটি গাঢ় হলুদাভ বা সাদা রেখা (২) দেখা যায় ।

সোনা ব্যাঙ Indian Bull Frog

Hoplobatrachus tigerinus LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

© মোঃ আরিফ হোসেন প্রধান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৪ সে.মি. ।
- পিঠের দিকের রং জলপাই এর মতো বা সবুজ হয় এবং এতে কালো কালো ফোঁটা থাকে (১) ।
- পিঠের চামড়ায় লম্বালম্বি ভাঁজ থাকে ।
- চোখের পিছনে দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে টিম্পেনাম (ডিম্বাকৃতির পাতলা পর্দা) থাকে ।
- পিঠের মাঝ বরাবর একটি হলুদাভ বা সাদা রেখা (২) দেখা যায় ।

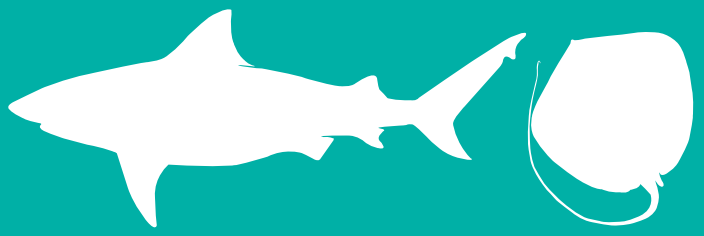

১.৫ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ নরম হাড়যুক্ত এবং অন্যান্য মাছের মতো এদের ফুলকাছিদ্র কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে না। বেশিরভাগ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছই খাদ্য শৃঙ্খলের উপরের স্তরের খাদক যাদের শক্তিশালী চোয়াল থাকে এবং শিকারকে সনাক্ত করতে এরা স্পর্শক্ষমতা, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করে। শাপলাপাতা মাছের দেহ চ্যাপ্টা এবং চওড়া পার্শ্ব পাখনা মাথার সাথে সংযুক্ত। এদের চোখ মাথার উপরিভাগে তবে মুখ ও ফুলকাছিদ্র দেহের নিচের দিকে থাকে।

বাংলাদেশের নদী ও সাগরে ১০০ প্রজাতির বেশি হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ বাস করে। একেক প্রজাতির গঠন ও আকার একেক রকম। কিছু প্রজাতি, যেমন ফাইস্যি শাপলাপাতা মাছ আকারে হাতের সমান। আবার কিছু প্রজাতি, যেমন তিমি হাঙ্গর আকারে বিশাল বড়, যা প্রায় একটি বাসের সমান। সুস্থ সাগর ও সুস্থ জনগণ নিশ্চিত করতে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদি হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে মৎস্য সম্পদ ভেঙ্গে পড়বে, ফলশ্রুতিতে জেলেরা তাদের কর্মসংস্থান হারাবে এবং মানুষের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে।

বিপুল পরিমাণে ধরা, মারা ও ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ খুব দ্রুতই চিরতরে বিলুপ্ত হওয়ার শঙ্কায় রয়েছে। এদের পাখনা, ফুলকাছিদ্র ও চামড়া শুকিয়ে বিদেশে পাঠানো হয়। আমাদের দেশে কিছু মানুষ এদের মাংস খায় এবং স্বল্পমূল্যের দেহাংশ প্রক্রিয়াজাত করে প্রাণীখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে, বাংলাদেশ সরকার বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর পরিশিষ্ট ১ ও ২ তলিকাভুক্ত প্রজাতি ও প্রজাতিগোষ্ঠী/গণ হালনাগাদ করার মাধ্যমে বিপন্ন প্রজাতির হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ সুরক্ষিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। এই হালনাগাদকৃত তালিকা হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছের আটটি প্রজাতিগোষ্ঠী/গণ ও ২৩টি প্রজাতিকে কঠোরভাবে সুরক্ষিত এবং বন অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে একটি প্রজাতিগোষ্ঠী/গণ ও ২৯টি প্রজাতির হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছের টেকসই আহরণ, ব্যবহার ও বৈধভাবে বাণিজ্য করার দ্বার উন্মোচন করে। তবে শর্ত হলো- এদের আহরণ যেন সামুদ্রিক পরিবেশে প্রজাতিগুলোর টিকে থাকার জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত না হয়।

হাঙ্গর

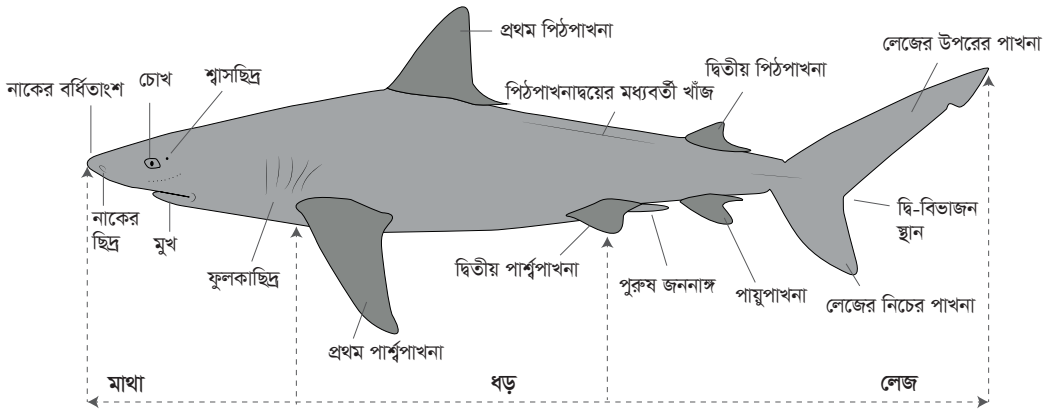

শাপলাপাতা মাছ

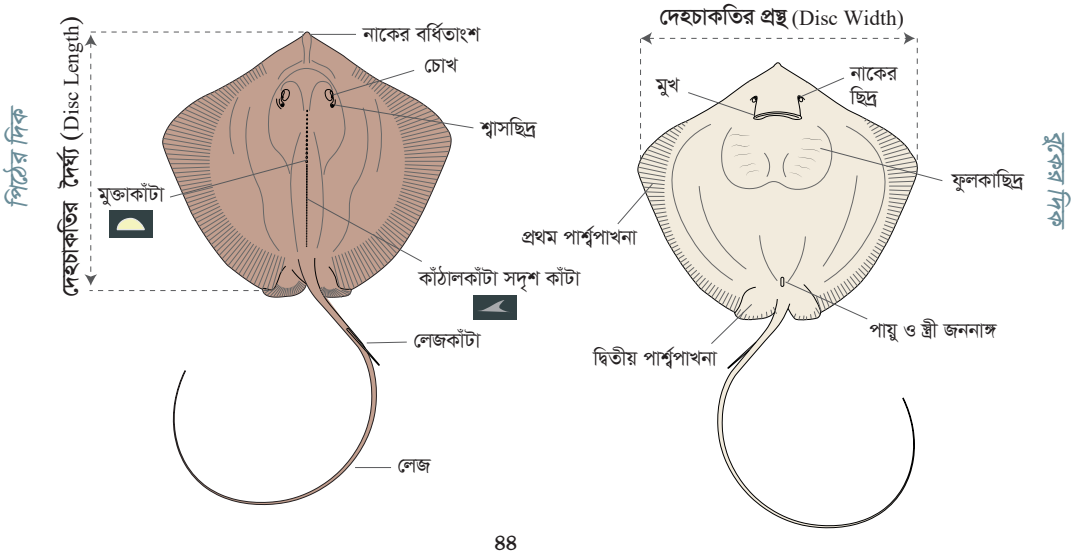

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): হাঙ্গর

কাস্তে হাঙ্গর Thresher sharks
Alopiidae

কাস্তে হাঙ্গরগুলো আকারে বেশ বড়। এদের লেজের উপরের পাখনা কাস্তে বা অর্ধচন্দ্রাকতির এবং লম্বায় দেহের দৈর্ঘ্যের সমান বা তার থেকে বেশি হয়। এসকল শক্তিশালী সাঁতারুদের চোখ তুলনামূলকভাবে বড়, মুখ ছোট, এবং প্রথম পার্শ্বপাখনা দীর্ঘ হয়। কাস্তে হাঙ্গর গভীর খোলা সমুদ্রে বিচরণ করে কিন্তু বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সময় উপকূলীয় এলাকায় আসে। অল্পবয়স্ক কাস্তে হাঙ্গর পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অগভীর পানিতে থাকে। লম্বা লেজ দ্বারা আঘাত করে এরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে চলাচল করা মাছ, স্কুইড এবং কখনও কখনও কাটলফিশ শিকার করে।

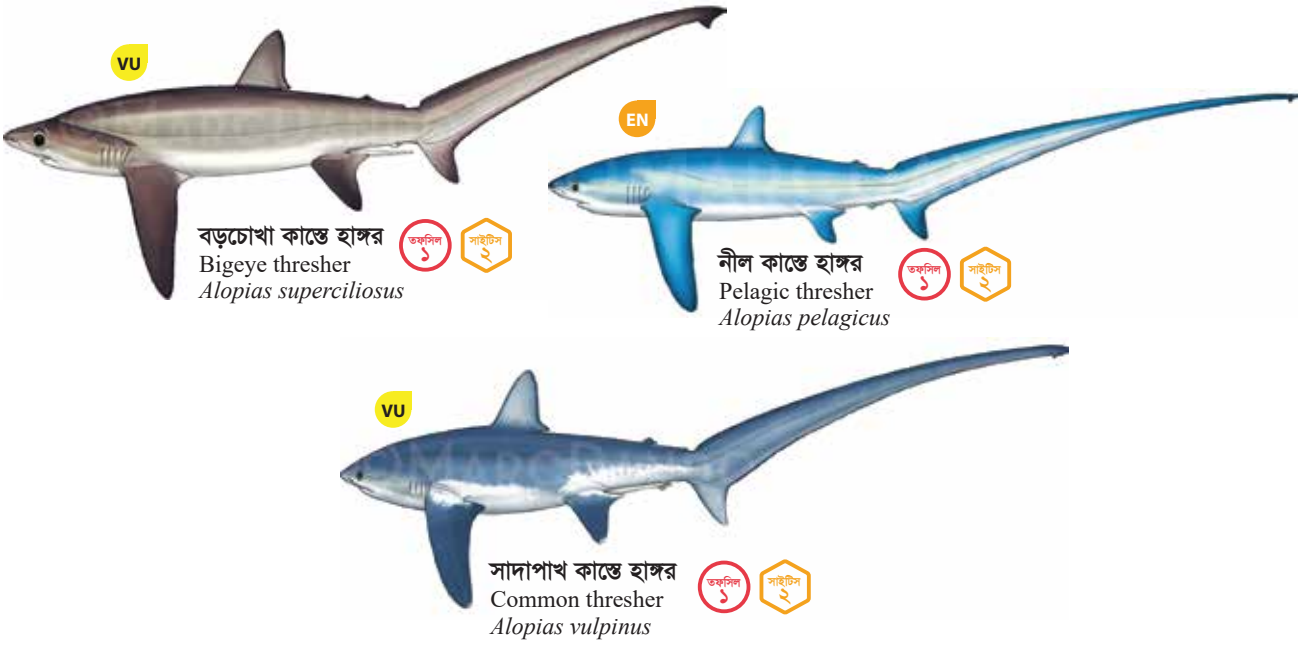

ধূসর হাঙ্গর Sand tiger sharks
Odontaspididae

ধূসর হাঙ্গরের মুখ বন্ধ অবস্থায়ও দাঁত দেখা যায়। এদের প্রথম ও দ্বিতীয় পিঠপাখনা একই আকারের তবে লেজের নিচের পাখনা খুব ছোট। ধূসর হাঙ্গরেরা আকারে বড় ও ধীরগতি সম্পন্ন। এদের হালকা-বাদামি পিঠে বিক্ষিপ্ত কালচে রঙের দাগ/ফোঁটা রয়েছে। এই পরিযায়ী হাঙ্গর বেশিরভাগ সময় তীরবর্তী অগভীর উপকূলীয় বা প্রবাল সমৃদ্ধ অঞ্চলে বাস করে। এরা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য নরম দেহ বিশিষ্ট প্রাণী শিকার করে খায়। প্রতি বছর স্ত্রী ধূসর হাঙ্গরেরা দুটি বাচ্চা জন্ম দেয়।

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): হাঙ্গর

ম্যাকো হাঙ্গর Mackerel sharks
Lamnidae

ম্যাকো হাঙ্গরের লেজ অর্ধচন্দ্রাকৃতির এবং এদের মুখ বন্ধ থাকলেও দাঁত দেখা যায় ও মুখ চোখের অবস্থান থেকে সম্মুখে প্রসারিত। এদের পাঁচ জোড়া ফুলকাছিদ্র মাথার উপরে প্রসারিত ও দেহের পাশের দিকে শক্ত সুউচ্চ রেখা রয়েছে। এদের প্রথম, পিঠপাখনা লম্বা ও বড় এবং দ্বিতীয় পিঠপাখনা তুলনামূলকভাবে বেশ ছোট। ম্যাকো হাঙ্গর সাগরের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাস করে এবং দলবদ্ধ হয়ে চলাচল করা মাছ শিকার করে। স্ত্রী হাঙ্গরেরা বাচ্চা জন্ম দিতে তীরের কাছাকাছি আসে।

ছোটপাখ ম্যাকো হাঙ্গর
Shortfin mako
Isurus oxyrinchus
তফসিল ১ সাইটিস ২

বড়পাখ ম্যাকো হাঙ্গর
Longfin mako
Isurus paucus
তফসিল ১ সাইটিস ২

সাদা হাঙ্গর
White shark
Carcharodon carcharias
তফসিল ১ সাইটিস ২

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): হাঙ্গর

হাতুড়ি হাঙ্গর Hammerhead sharks
Sphyrnidae

হাতুড়ি হাঙ্গরের মাথার সামনের দিক চ্যাপ্টা ও পাশের দিক প্রসারিত যা দেখতে হাতুড়ির মতো এবং প্রথম পিঠপাখনা ও লেজের উপরের পাখনা আকারে বেশ বড়। এদের চোখ চওড়া মাথার দুই পাশে অবস্থিত যা সর্বদা উপরে ও নিচে দেখতে সাহায্য করে। এরা প্রায় ২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং বিশাল আকারের পাখনা ব্যবহার করে যেকোনো দিকে দ্রুত মোড় নিতে পারে। স্ত্রী হাতুড়ি হাঙ্গর ১৫ বছর বয়সে বা ৫ ফুট লম্বা হলে বাচ্চা দিতে সক্ষম হয়। এরা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, অক্টোপাস ও স্কুইডসহ ডলফিন, শাপলাপাতা এবং অন্যান্য হাঙ্গরকে শিকার করে খায়।

খাঁজকাটা হাতুড়ি হাঙ্গর
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini
তফসিল ১ সাইটিস ২

খাঁজহীন হাতুড়ি হাঙ্গর
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena
তফসিল ১ সাইটিস ২

বড়পাখ হাতুড়ি হাঙ্গর
Great hammerhead
Sphyrna mokarran
তফসিল ১ সাইটিস ২

লম্বামাথা হাতুড়ি হাঙ্গর
Winghead shark
Eusphyra blochii
তফসিল ১

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): হাঙ্গর

বলি হাঙ্গর Requiem sharks
Carcharhinidae

বলি হাঙ্গরের লেজপাখনার গোঁড়ার উপরে ও নিচে খাঁজ রয়েছে। এদের নাকের বর্ধিতাংশ গোলাকার ও ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো আকারে ছোট। বিভিন্ন আকারের এসকল হাঙ্গরের প্রথম পার্শ্বপাখনাদ্বয়ে দাগ/ছোপ ভিন্ন ভিন্ন হয়। অধিকাংশেরই চোখ গোলাকার এবং শ্বাসরন্ধ্র অনুপস্থিত। এরা নদী, মোহনা, উপকূলীয় অঞ্চল ও গভীর সমুদ্রে বাস করলেও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করা ব্যতীত বেশিরভাগ সময় অগভীর পানিতে কাটায়। এসকল হাঙ্গর নানা প্রজাতির মাছ, অক্টোপাস এবং স্কুইড খায়, কেউ কেউ আবার কচ্ছপ, ডলফিন, বা অন্যান্য হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ শিকার করে।

সাদাথুতনি হাঙ্গর
Whitecheek shark
Carcharhinus dussumieri
তফসিল ১

সাদাপাখ বলি হাঙ্গর
Whitetip reef shark
Triaenodon obesus
তফসিল ২

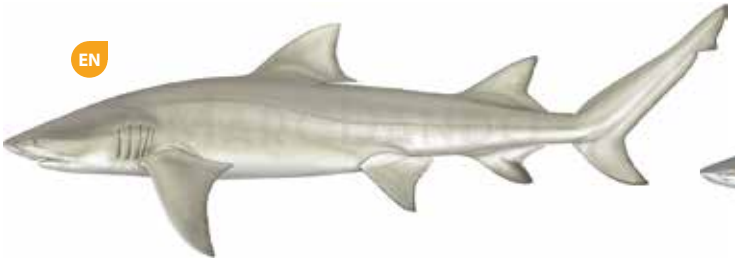

দাগহীন বলি হাঙ্গর
Sharptooth lemon shark
Negaprion acutidens
তফসিল ১

লতাবলি হাঙ্গর
Blacktip shark
Carcharhinus limbatus
তফসিল ২

কালোডগা লতাবলি হাঙ্গর
Blacktip reef shark
Carcharhinus melanopterus
তফসিল ২

কালো লতাবলি হাঙ্গর
Spinner shark
Carcharhinus brevipinna
তফসিল ২

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): হাঙ্গর

কালোলেজী লতাবলি হাঙ্গর
Spottail shark
Carcharhinus sorrah
তফসিল ২

ঘ-বলি হাঙ্গর
Bull shark
Carcharhinus leucas
তফসিল ১

ভোঁতা বলি হাঙ্গর
Pigeye shark
Carcharhinus amboinensis
তফসিল ১

বড়চোখা বলি হাঙ্গর
Pondicherry shark
Carcharhinus hemiodon
তফসিল ১

গাঙ্গেয় চিনারি হাঙ্গর
Ganges shark
Glyphis gangeticus
তফসিল ১

বড়পাখ চিনারি হাঙ্গর
Broadfin shark
Lamiopsis temminckii
তফসিল ১

সাদা লতাবলি হাঙ্গর
Graceful shark
Carcharhinus amblyrhynchoides
তফসিল ২

সাদাডগা হাঙ্গর
Oceanic whitetip shark
Carcharhinus longimanus
তফসিল ১ সাইটিস ২

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): হাঙ্গর

বাঘা/চিত্রা বলি হাঙ্গর
Tiger shark
Galeocerdo cuvier
তফসিল ২

রেশমি হাঙ্গর
Silky shark
Carcharhinus falciformis
তফসিল ২ সাইটিস ২

শিয়াল বলি হাঙ্গর Weasel sharks
Hemigaleidae

শিয়াল বলি হাঙ্গরের চোখ ডিম্বাকৃতির, ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো লম্বা এবং মুখের পাশে দাঁড়ি নেই। এদের দ্বিতীয় পিঠপাখনা বড় ও লেজপাখনায় ঢেউ খেলানো প্রান্ত রয়েছে। ছোট থেকে মাঝারি আকারের শিয়াল বলি হাঙ্গররের শ্বাসরন্ধ্রগুলো আকারে ছোট। এদের মুখ চোখ পর্যন্ত প্রসারিত এবং ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো তুলনামূলক লম্বা। এরা বেশিরভাগ সময় উপকূলীয় এলাকায় ১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বাস করে এবং বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ, স্কুইড, চিংড়ি এবং ঝিনুক খায়।

শিয়াল বলি হাঙ্গর
Snaggletooth shark
Hemipristis elongata
তফসিল ১

বঁড়শিদাতী হাঙ্গর
Hooktooth shark
Chaenogaleus macrostoma
তফসিল ২

তিমি হাঙ্গর Whale sharks
Rhincodontidae

তিমি হাঙ্গরের বৃহদাকার নীলচে শরীরে সুবিন্যস্ত অসংখ্য গোলাকার সাদা বা হলুদ ফোঁটা থাকে যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা। এদের মুখ আকারে বিশাল, ফুলকাছিদ্রগুলো খুব বড় এবং লেজ পাখানার গোঁড়ায় শক্ত সুউচ্চ রেখা রয়েছে।

তিমি হাঙ্গর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মাছ যা প্রায় ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। স্ত্রী হাঙ্গর সাধারণত ৩০ বছর বয়সে বাচ্চা দিতে সক্ষম হয়। নরম স্বভাবের দৈত্যাকার এই হাঙ্গর প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এরা এদের ফুলকা দিয়ে ছেঁকে ছোট আকারের মাছ, মাছের ডিম ও চিংড়িজাতীয় প্রাণীদেরকে খায়।

তিমি হাঙ্গর
Whale shark
Rhincodon typus
তফসিল ১ সাইটিস ২

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): হাঙ্গর

চিত্রা হাঙ্গর **Zebra sharks**
Stegostomatidae

চিত্রা হাঙ্গর আকারে ছোট এবং সুস্পষ্ট নকশাযুক্ত। এদের দেহের পাশে ও পিঠের দিকে উঁচু রেখা বিদ্যমান এবং লেজের উপরের পাখনা দেহের দৈর্ঘ্যের সমান। এদের মুখের পাশের দাঁড়িগুলো আকারে ছোট। এরা সাধারণত রাতে সক্রিয় থাকে এবং বেশিরভাগক্ষেত্রে প্রবাল সমৃদ্ধ বা উপকূলীয় এলাকায় ৬০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় বাস করে। এরা ছোট মাছ, শামুক, সামুদ্রিক আর্চিন এবং কাঁকড়া শিকার করে খায়।

হলদে চিত্রা হাঙ্গর তফসিল ১
Zebra shark
Stegostoma fasciatum

একশাখা লেজী হাঙ্গর **Nurse sharks**
Ginglymostomatidae

একশাখা লেজী হাঙ্গরের মাথা চওড়া এবং নাকের ছিদ্রদ্বয়ের মাঝে ও মুখের পাশে একজোড়া দাঁড়ি রয়েছে । এদের প্রথম ও দ্বিতীয় পিঠপাখনা এবং প্রথম পার্শ্বপাখনাদ্বয়ের চূড়া গোলাকার। লেজপাখনা চওড়া তবে অবিভক্ত। এসকল হাঙ্গর উপকূলীয় এলাকার ৫-৩০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত প্রবাল সমৃদ্ধ বা ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে বাস করে। এরা বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, স্কুইড এবং অক্টোপাস সহ সমুদ্র তলদেশে বসবাসকারী অন্যান্য ছোট প্রাণীদের শিকার করে খায়।

একশাখালেজী তামাটে হাঙ্গর তফসিল ২
Tawny nurse shark
Nebrius ferrugineus

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

করাত মাছ **Sawfishes**
Pristidae

করাত মাছের লম্বা ও চ্যাপ্টা নাকের বর্ধিতাংশ করাতের মতো যার দুইপাশে সারিবদ্ধভাবে সাজনো দাঁত সদৃশ গঠন থাকে। এদের পার্শ্বপাখনাগুলো প্রশস্থ, লেজ পাখনা আকারে বড় এবং লেজের নিচের পাখনা প্রজাতিভেদে ভিন্ন। অত্যন্ত বিরল এবং আইনে রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু লোক করাত মাছের মাংস খায় এবং মনে করে এটা তাদের অসুস্থতা দূর করবে যা সত্য নয়। করাত মাছ ১৬ ফুটেরও বেশি লম্বা হয়, ১০-২০ বছর বয়সে বাচ্চা দিতে সক্ষম হয় এবং প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বঙ্গোপসাগরের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে তবে বাংলাদেশে এখনও তিন প্রজাতির করাত মাছ পাওয়া যায়। এরা ম্যানগ্রোভ, মোহনা, এবং উপকূলীয় জলাশয়ে বাস করে এবং পানির তলদেশে বাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, ঝিনুক ও শামুক খায়।

বড়দাঁতী করাত মাছ তফসিল ১ সাইটিস ১
Largetooth sawfish
Pristis pristis

সবুজ করাত মাছ তফসিল ১ সাইটিস ১
Green Sawfish
Pristis zijsron

চিকন করাত মাছ তফসিল ১ সাইটিস ১
Narrow/pointed sawfish
Anoxypristis cuspidata

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

কারেন্ট মাছ **Numbfishes**
Narcinidae

কারেন্ট মাছ আকারে অনেক ছোট, লম্বায় মাত্র ১ ফুট পর্যন্ত হয়। এদের শরীর চ্যাপ্টা, চোখ বেশ ছোট ও নাকের বর্ধিতাংশ প্রশস্ত। এদের পিঠ পাখনা ২টি ছোট ও গোলাকার এবং একটি শক্তিশালী লম্বা লেজের সাথে যুক্ত। লেজটি শরীরের চেয়ে দৈর্ঘ্যে বড়। এদের মাথার দুই পাশে ত্বকের নীচে কিডনি-আকৃতির অঙ্গ থাকে যা স্পর্শ করলে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক শক দেয়। এরা পানির তলদেশে আস্তে আস্তে চলে এবং সম্ভবত উপকূলীয় অগভীর এলাকায় বাচ্চা দেয়, তবে প্রাপ্তবয়স্করা খোলা সমুদ্রে বাস করে। আইনে রক্ষিত কারেন্ট মাছদের পিঠ, মসৃণ শরীর ও লেজে বিভিন্ন রঙের ছোপ ছোপ দাগ থাকে। এরা পানির তলদেশে বসবাসকারী কেঁচোজাতীয় প্রাণী ও ছোট মাছ খায় এবং ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে।

দাগহীন বাদামী কারেন্ট মাছ তফসিল ২
Brown numbfish
Narcine timlei

ভোঁতামুখ কারেন্ট মাছ তফসিল ২
Shortlip numbfish
Narcine brevilabiata

বড়ফোঁটা বাদামী কারেন্ট মাছ তফসিল ২
Chinese numbfish
Narcine lingula

ফুল ঠুইট্যা ঘাপরি **Pelagic eagle rays**
Aetobatidae

ফুল ঠুইট্যা ঘাপরির মাথা লম্বা, নাকের বর্ধিতাংশ খাটো ও ঈগলের ঠোঁটের মতো। এদের নাকের ছিদ্রে গভীর V-আকৃতির খাঁজ ও লেজে বড় কাঁটা থাকে যা অন্যান্য ঠুইট্যা ঘাপরির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এদের প্রথম পার্শ্বপাখনার অসংযুক্ত প্রান্ত সংলগ্ন অংশ গোলাকার। এরা উপকূলীয় বা গভীর সমুদ্রে এবং প্রবাল সমৃদ্ধ এলাকায় বাস করে। এরা মূলত ঝিনুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ও ছোট মাছ খায়।

লম্বামাথা ফোঁটাহীন ঠুইট্যা তফসিল ১
Longhead eagle ray
Aetobatus flagellum

কাঁটাযুক্ত ফুল ঠুইট্যা তফসিল ২
Spotted eagle ray
Aetobatus ocellatus

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

ঠুইট্যা ঘাপরি **Eagle rays**
Myliobatidae

ঠুইট্যা ঘাপরির মাথা লম্বা, নাকের বর্ধিতাংশ খাটো ও ঈগলের ঠোঁটের মতো। এদের লেজে কোনো কাঁটা নেই এবং চওড়া ও ত্রিকোনাকার প্রথম পার্শ্বপাখনা চোখের ঠিক নিচে মাথার সাথে মিলিত হয়। এদের লেজ খুব লম্বা, চিকন ও কাঁটাবিহীন। এরা উপকূলীয় কম লবনাক্ত পানিতে একা বা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। পানির তলদেশে বসবাসকারী শক্ত-খোলসযুক্ত ঝিনুক, কাঁকড়া, চিংড়ি, কেঁচোজাতীয় প্রাণী ও নানা প্রজাতির ছোট মাছ খেয়ে এরা বেঁচে থাকে।

ডোরাকাটা ঠুইট্যা তফসিল ২
Banded eagle ray
Aetomylaeus nichofii

কাঁটাহীন কমফোঁটা ঠুইট্যা তফসিল ১
Mottled eagle ray
Aetomylaeus maculatus

কাঁটাহীন বেশিফোঁটা ঠুইট্যা তফসিল ১
Ocellate eagle ray
Aetomylaeus milvus

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

পিতাম্বরি **Wedgefishes**
Rhinidae

পিতাম্বরির নাকের বর্ধিতাংশ দেখতে বেলচা আকৃতির এবং প্রথম পিঠপাখনা দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনাদ্বয়ের উপরে অবস্থিত। এদের নাকের বর্ধিতাংশ বড় ও ত্রিভুজাকার যা প্রজাতিভেদে ভিন্ন এবং লেজের উপরের ও নিচের পাখনা বিভক্ত। অনেক পিতাম্বরির পিঠ, কাঁধ, নাকের বর্ধিতাংশ বা চোখের কাছে ছোট ছোট কাঁটার নকশা, রেখা/দাগ থাকে। এদেরকে মোহনা বা নদীর মুখের কাছে পাওয়া যায় তবে মিঠা পানিতে পাওয়া যায় না। কিছু প্রজাতি উপকূলীয় গভীর অঞ্চলে বাস করে কিন্তু বেশীরভাগই প্রজনন ও বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য মোহনা এলাকায় পাড়ি জমায়। এরা পানির তলদেশে বাসকারী ক্ষুদ্র প্রাণী, কাঁকড়া, ঝিনুক এবং ছোট মাছ খায় এবং সেখানেই বিশ্রাম নেয়।

বোতলনাক পিতাম্বরি
Bottlenose Wedgefish
Rhynchobatus australiae
তফসিল ১ সাইটিস ২

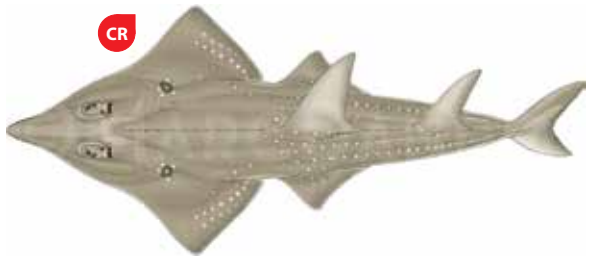

মসৃণনাক পিতাম্বরি
Smoothnose wedgefish
Rhynchobatus laevis
তফসিল ১ সাইটিস ২

গোলনাক পিতাম্বরি **Shark rays/Bowmouth guitar fishes**
Rhinidae

গোলনাক পিতাম্বরির মাথা ও নাকের বর্ধিতাংশ চ্যাপ্টা ও গোলাকার এবং পিঠের মাঝ বরাবর খাঁজ, মাথা থেকে ১ম পার্শ্বপাখনা দুইটিকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করেছে। এরা উপকূলীয় ও তীরের কাছাকাছি অগভীর অঞ্চলে পানির তলদেশে বাস করে এবং সেখানকার কাঁকড়া এবং চিংড়ি খায়।

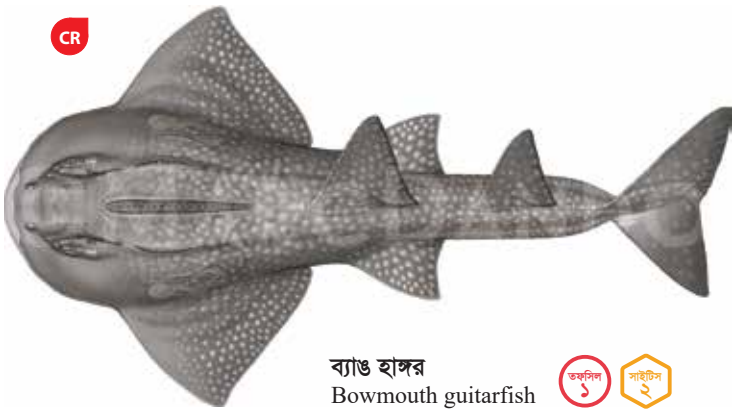

ব্যাঙ হাঙ্গর
Bowmouth guitarfish
(Shark ray)
Rhina ancylostoma
তফসিল ১ সাইটিস ২

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

বড় পিতাম্বরি **Guitarfishes & Giant guitarfishes**
Rhinobatidae & Glaucostegiidae

বড় পিতাম্বরির দেহ মোটা, হাঙ্গর-সদৃশ ও নাকের বর্ধিতাংশ দেখতে কোদাল আকৃতির এবং ফ্যাকাশে। এদের বড় অর্ধচন্দ্রাকৃতির প্রথম পিঠপাখনা প্রথম পার্শ্বপাখনার অনেক পেছনে অবস্থিত এবং লেজের নিচের পাখনা স্পষ্টভাবে বিভক্ত নয়। এরা আকারে বড় এবং নাকের বর্ধিতাংশ চ্যাপ্টা ও লম্বা। বেশিরভাগ বড় পিতাম্বরির দেহে সাদা বা কালো দাগ/ফোঁটা থাকে যা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এদেরকে সাধারণত অগভীর নদীর মুখ ও মোহনা এবং কখনও কখনও গভীর উপকূলীয় অঞ্চলে দেখা যায় তবে মিঠা পানিতে দেখা যায় না। এরা কাদা বা বালুময় তলদেশে বিশ্রাম নেয় এবং সেখানকার কাঁকড়া ও চিংড়ি খায়।

সাদাফোঁটা বাংলা পিতাম্বরি
Bengal guitarfish
(Annandale's guitarfish)
Rhinobatos annandalei
তফসিল ১

মসৃণনাক পিতাম্বরি
Smoothback guitarfish
Rhinobatos lionotus
তফসিল ১

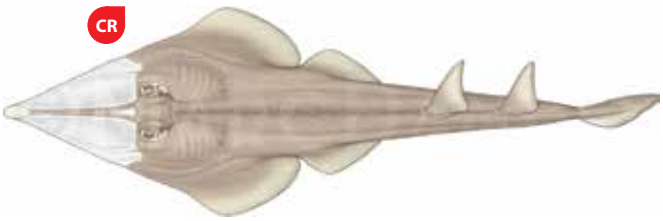

সরুনাক পিতাম্বরি
Sharpnose guitarfish
Glaucostegus granulatus
তফসিল ১ সাইটিস ২

বড় পিতাম্বরি
Giant guitarfish
Glaucostegus typus
তফসিল ১ সাইটিস ২

চ্যাপ্টানাক পিতাম্বরি
Widenose guitarfish
Glaucostegus obtusus
তফসিল ১ সাইটিস ২

গোদানাক পিতাম্বরি
Clubnose guitarfish
Glaucostegus thouin
তফসিল ১ সাইটিস ২

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

শিংচোয়াইন **Devil rays**
Mobulidae

শিংচোয়াইন মাছের দেহ হীরক-আকৃতির এবং পার্শ্বপাখনাগুলো পাখির ডানার মতো। এদের মাথার অগ্রভাগে শিং-এর মত দেখতে দুটি মাংসল অংশ থাকে। এরা উপকূলীয় এলাকায় জন্ম নেয় এবং বড় হয়ে গভীর পানিতে চলে যায়। শিংচোয়াইন আকারে বিশাল হলেও এরা ফুলকাপ্লেট ব্যবহার করে পানি থেকে ছেঁকে ছোট ছোট জীব খায়। এদের ফুলকাপ্লেট চড়া দামে চীন দেশে অবৈধভাবে রপ্তানি করা হয়।

শাপলাপাতা মাছের মধ্যে সাদাপীঠ শিংচোয়াইন/লুইমনি *M. birostris* আকারে সবচেয়ে বড়। এরা চওড়ায় প্রায় ৩০ ফুট এবং ওজনে ২ টন বা ৫০ মণ হয় এবং ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে। স্ত্রী শিংচোয়াইন তাদের পুরো জীবনে মাত্র ১০টি বাচ্চা দেয়। ছোট শিংচোয়াইনগুলো দেখতে সাদাপীঠ শিংচোয়াইনের মতো তবে আকারে ছোট। এরা চওড়ায় প্রায় ১১ ফুট পর্যন্ত হয় এবং ৫-১০ বছর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। স্ত্রী ছোট শিংচোয়াইন কয়েক বছর পর পর মাত্র ১টি বাচ্চা দেয়।

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

লম্বাশিংওয়ালা শিং-চোয়াইন তফসিল ১ সাইটস ২
Longhorned pygmy devil ray
Mobula eregoodootenkee

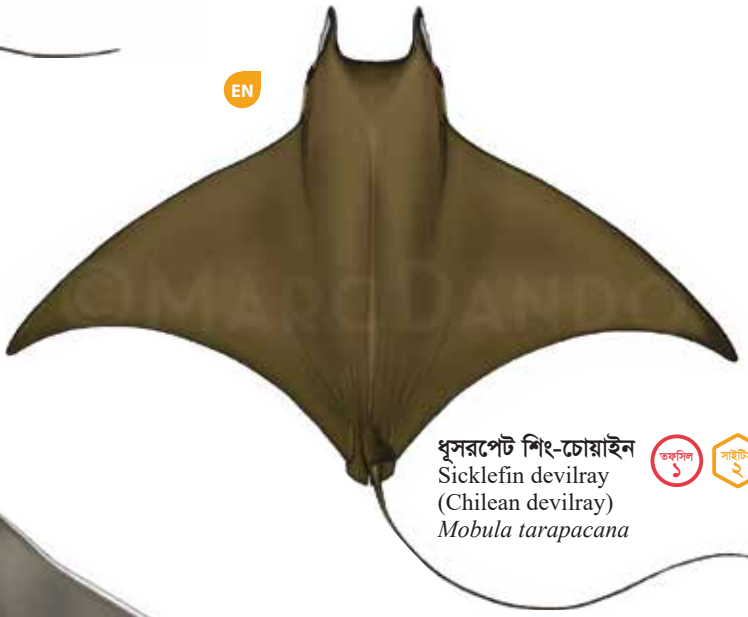

ধূসরপেট শিং-চোয়াইন তফসিল ১ সাইটস ২
Sicklefin devilray
(Chilean devilray)
Mobula tarapacana

ছোটপাখ শিং-চোয়াইন তফসিল ১ সাইটস ২
Shortfin devilray
(Kuhl's devil ray)
Mobula kuhlii

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

ভোঁতানাক ঘাপরি **Cownose rays**
Rhinopteridae

ভোঁতা ঘাপরির নাকের বর্ধিতাংশ গরুর নাকের মতো খাঁজওয়ালা ও চোখ সরু মাথার দুই পাশে অবস্থিত। এদের মসৃণ দেহ লম্বার চেয়ে চওড়ায় বড় এবং লেজের গোড়ায় এক বা একাধিক খাটো ও খাঁজযুক্ত কাঁটা থাকে। ভোঁতা ঘাপরিরা অগভীর মোহনা ও উপকূলীয় এলাকার কর্দমাক্ত তলদেশে বা ম্যানগ্রোভ এলাকার জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে বাস করে। স্ত্রী ভোঁতা ঘাপরি প্রতিবারে ১টি বাচ্চা দেয়। সাধারণত এরা শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে চূর্ণ করে শক্ত খোলসযুক্ত প্রাণীদের খায়।

লম্বালেজী ঘাপরি
Javanese cownose ray
Rhinoptera javanica
তফসিল ১

খাটোলেজী ঘাপরি
Oman cownose ray
(Shorttail cownose ray)
Rhinoptera jayakari
তফসিল ১

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

পদুনি **Butterfly rays**
Gymnuridae

প্রজাপতি/পদুনি শাপলাপাতা মাছ আকারে ছোট। এদের মসৃণ দেহ লম্বার তুলনায় অনেক বেশি চওড়া। ছোট সরু লেজে সাধারণত কালো আড়াআড়ি দাগ থাকে যা প্রতিটি প্রজাতিতে ভিন্ন ভিন্ন। এদের লেজের গোঁড়ায় ছোট পিঠপাখনা অবস্থিত এবং কিছু প্রজাতির লেজকাঁটা রয়েছে। এরা সাধারণত অগভীর উপকূলীয় ও মোহনা এলাকায় বাস করে। স্ত্রী শাপলাপাতা মাছ মোহনা এলাকায় প্রজাতিভেদে প্রতিবারে ১-৭টি বাচ্চা দেয়। এরা সাধারণত চিংড়ি, কাঁকড়া ও ঝিনুক খায়।

লেজে ফোঁটাহীন পদুনি তফসিল ২
Tentacled butterfly ray
Gymnura tentaculata

সাদাফোঁটা পদুনি তফসিল ২
Zonetail butterfly ray
Gymnura zonura

লম্বালেজী পদুনি তফসিল ২
Longtail butterfly ray
Gymnura poecilura

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

শাপলাপাতা মাছ **Stingrays & Whiprays**

Dasyatidae

শাপলাপাতা মাছ গোলাকার, ডিম্বাকার বা হীরক আকৃতির হয়। এদের দেহের দৈর্ঘ্য চওড়ার তুলনায় বেশি এবং সরু লেজ দেহচাকতির চেয়ে দৈর্ঘ্যে বড় ও শেষপ্রান্তে পাতলা। এদের পিঠপাখনা নেই। এসকল শাপলাপাতা মাছেরা একটি বড় পরিবারের সদস্য এবং আকার, আকৃতি ও রঙে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এদের সরু ও লম্বা লেজে এক বা একাধিক কাঁটা থাকে এবং লেজের গোঁড়ায় ছোট দ্বিতীয় পার্শ্বপাখনা থাকে। শাপলাপাতা মাছেদের বেশিরভাগই তীরের কাছাকাছি বা গভীর সমুদ্রে প্রায় ৪০০ মিটার গভীরতায় বাস করে। আবার কেউ কেউ নদী ও মোহনায় বাস করে। এরা সাধারণত চিংড়ি, কাঁকড়া, কেঁচোজাতীয় প্রাণী ও নানা প্রজাতির ছোট মাছ খায়।

সাদাফোঁটা শাপলাপাতা
Smalleye stingray
Megatrygon microps
তফসিল ২

কালোদাগী ঘুড়ি শাপলাপাতা
Jenkins' whipray
Pateobatis jenkinsii
তফসিল ২

গোল শাপলাপাতা
Round whipray
Maculabatis pastinacoides
তফসিল ২

জাতি শাপলাপাতা
Whitespotted whipray
Maculabatis gerrardi
তফসিল ১

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

রাম্মি/চুনি শাপলাপাতা তফসিল ১
Bleeker's whipray
Pateobatis bleekeri

সাদানাক শাপলাপাতা তফসিল ২
Whitenose whipray
Pateobatis uarnacoides

সাদাদাগী বাদা শাপলাপাতা তফসিল ২
Mangrove whipray
Urogymnus granulatus

পাইন্না/বাইলা শাপলাপাতা তফসিল ১
Giant freshwater whipray
Urogymnus polylepis

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

তফসিল ২ **চোঙামুখ শাপলাপাতা**
Tubemouth whipray
Urogymnus lobistomus

তফসিল ২ **সজারু শাপলাপাতা**
Porcupine ray
Urogymnus asperrimus

কালোদাগী শাপলাপাতা তফসিল ২
Blotched fantail ray
(Blotched stingray)
Taeniurops meyeni

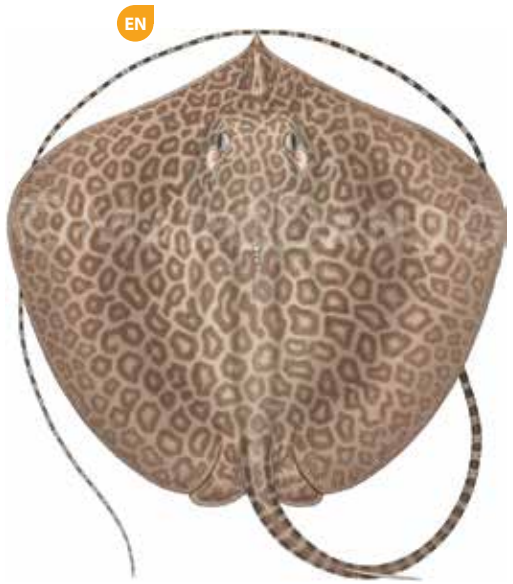

বড়দাগী বাঘা শাপলাপাতা তফসিল ২
Honeycomb whipray
(Bleeker's variegated whipray)
Himantura undulata

১.৫ বন্যপ্রাণী (জীবিত/মৃত): শাপলাপাতা মাছ

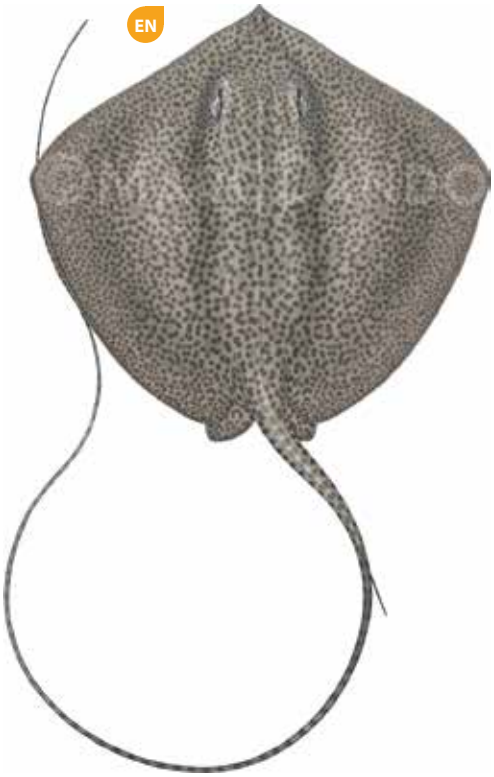

চ্যাপ্টা নাক বাঘা শাপলাপাতা তফসিল ২
Coach (Reticulated) whipray
Himantura uarnak

ছোটদাগী বাঘা শাপলাপাতা তফসিল ২
Leopard whipray
Himantura leoparda

সরুনাক হাঙরাইল তফসিল ১
Roughnose cowtail ray
Pastinachus solocirostris

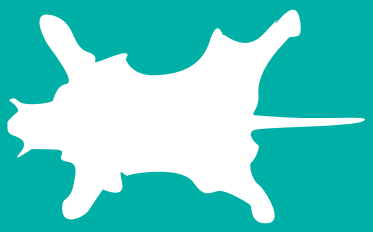

২. চামড়া ও লোম/পশম

“অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড (পৃষ্ঠা নং ৫৯-৬৫)”, গ্রন্থস্বত্বঃ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি ইন্ডিয়া, এর অনুমতিক্রমে উপযোজিত/সংকলিত

২.১ চামড়া ও লোম/পশম: বিড়ালগোত্রীয় প্রাণী

বাঘ Bengal Tiger
Panthera tigris EN

তফসিল ১ সাইটিস ১

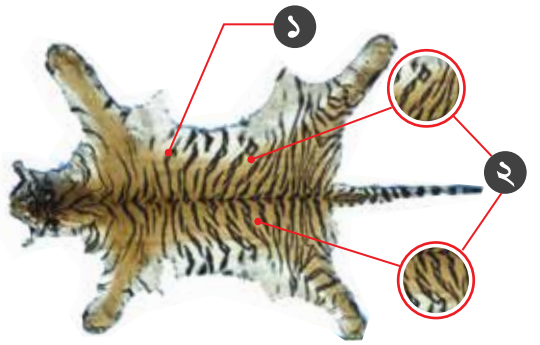

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চামড়ায় কমলা লোমের উপর কালো ডোরা (১) থাকে।
- দেহের একপাশের ডোরা অন্যপাশ থেকে আলাদা (২)।
- নকল চামড়ায় প্রতিটি লোম একাধিক রঙের হতে পারে এবং নেইল পলিশ রিমুভার বা গরম লেবু পানি দিয়ে ঘষলে রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

চিতা বাঘ Leopard
Panthera pardus VU

তফসিল ১ সাইটিস ১

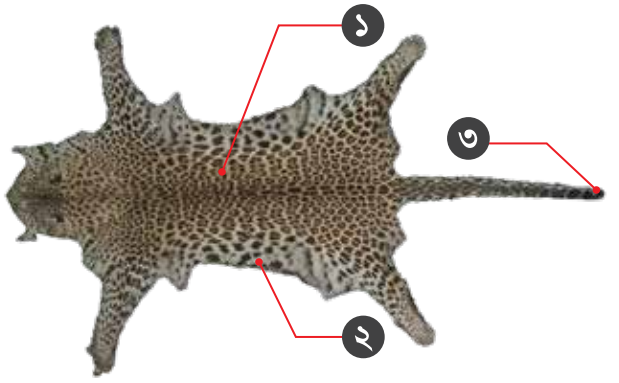

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চামড়ার হালকা হলুদ লোমের উপর বাদামি কেন্দ্রযুক্ত গোলাকার কালো ছোপ/নকশা থাকে (১)।
- সাদা পেটের উপর কালো ছোপগুলো ফ্যাকাশে (২)।
- লেজের মাথা কালো (৩)।

লাম চিতা Clouded Leopard
Neofelis nebulosa VU

তফসিল ১ সাইটিস ১

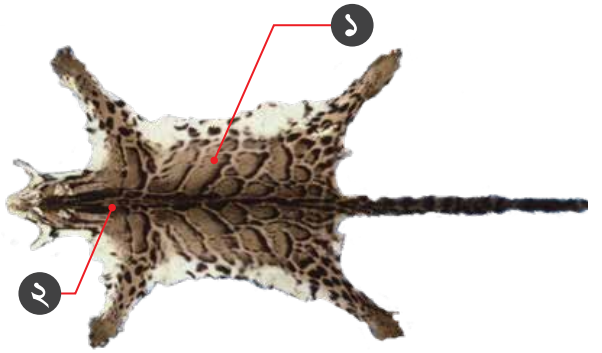

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- হালকা বাদামি থেকে কমলা লোমে আবৃত চামড়ায় এলোমেলোভাবে ছড়ানো কালো কিনারাযুক্ত বড় বড় কালচে ছোপ থাকে (১)।
- গাল ও ঘাড়ে কয়েক সারি কালো ডোরা (২) থাকে।
- পেটের চামড়া হলুদাভ বাদামি বা সাদাটে কমলা লোমে আবৃত।
- লেজে কয়েকটি কালো রিং/বৃত্ত থাকে।

২.১ চামড়া ও লোম/পশম: বিড়ালগোত্রীয় প্রাণী

মার্বেল বিড়াল Marbled Cat

Pardofelis marmorata NT

তফসিল ১ সাইটিস ১

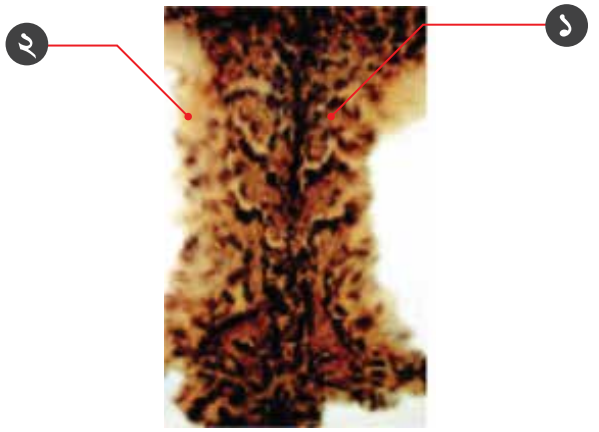

© ডাব্লিউসিএস ভিয়েতনাম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের রং লাম চিতার মতো হলেও, এতে এলোমেলোভাবে ছড়ানো ছোপ/নকশা (১) থাকে যা মার্বেলের মতো দেখায়।
- পেটের দিক ধূসর বা ক্রীমের মতো সাদা ও কালো ফোঁটাযুক্ত (২)।
- লেজ অনেক লম্বা এবং ঘন লোমে আবৃত।

চিতা বিড়াল Leopard Cat

Prionailurus bengalensis LC

তফসিল ১ সাইটিস ১

© ডাব্লিউসিএস ভিয়েতনাম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চামড়া কমলা থেকে হলুদাভ লোমে আবৃত ও এতে ছোট-বড় কালো দাগ (১) থাকে যা অনেক ক্ষেত্রে দেহের পিছন দিকে, মাথার উপর এবং ঘাড়ের পিছনে কালো রেখার মতো দেখায়।
- সাদা পেটের উপর কালো কালো ফোঁটা থাকে।

মেছো বিড়াল Fishing Cat

Prionailurus viverrinus VU

তফসিল ১ সাইটিস ২

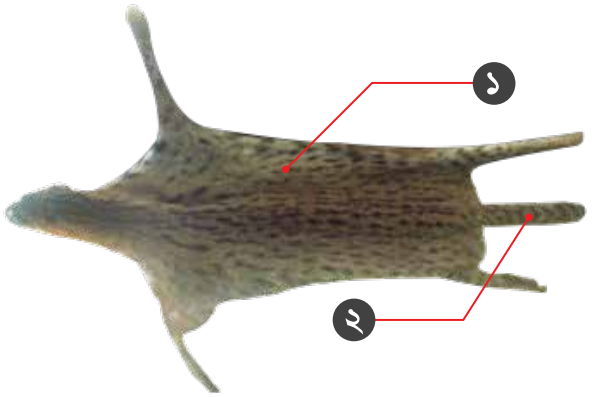

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চামড়া ধূসর জলপাই-বাদামি লোমে আবৃত এবং মাথার উপর কালো ডোরা থাকে; দেহের পিছন দিকে এবং দুপাশে ছোট ছোট কালো ফোঁটা (১) সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে।
- লেজ অন্যান্য বিড়ালের তুলনায় খুব ছোট (২)।

২.২ চামড়া ও লোম/পশম: অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী

চেপ্টালেজী ভোঁদর Smooth Coated Otter

Lutrogale perspicillata VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

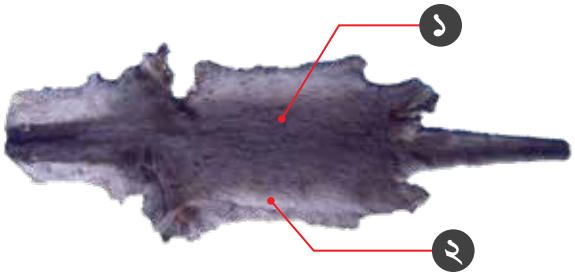

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চামড়ার পিঠের দিক হালকা থেকে গাঢ় বাদামি লোমে আবৃত (১)।
- পেটের দিক হালকা বাদামি থেকে প্রায় ধূসর (২)।

ছোটনখী ভোঁদর Short-clawed Otter

Aonyx cinereus VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

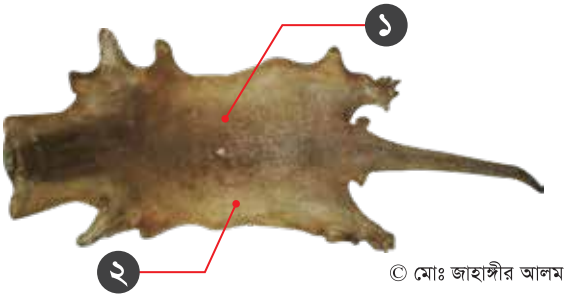

© মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চামড়া গাঢ় বাদামি (১) লোমে আবৃত এবং পেটের দিক হলুদ (২) যা প্রজাতিভেদে ভিন্ন।
- পা খাটো ও পায়ের পাতা সংযুক্ত।

কালো ভালুক Asiatic Black Bear

Ursus thibetanus VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

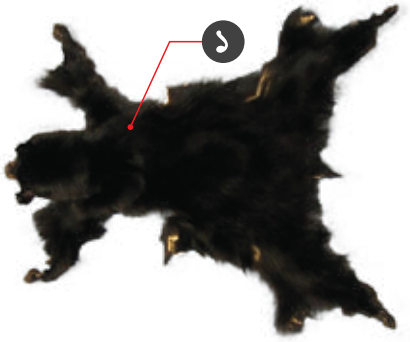

© নেচারাল এক্সোটিক্স

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চামড়া কালো (১) লোমে আবৃত এবং বুকে "V" আকৃতির হালকা বাদামি থেকে সাদা ছোপ থাকে।
- গলায় অর্ধবৃত্তাকার হালকা বাদামি থেকে সাদা চিহ্ন থাকে।

চিত্রা হরিণ Spotted Deer

Axis axis LC

তফসিল ২

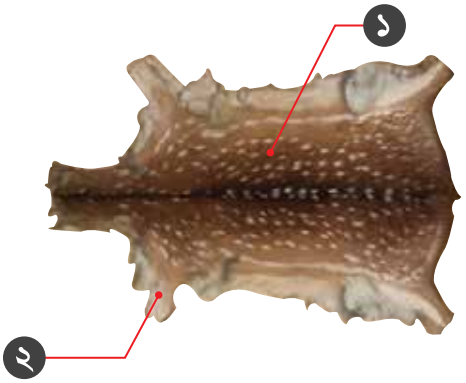

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- উজ্জ্বল লালচে-সোনালি লোমে আবৃত চামড়ার উপর সাদা সাদা ফোঁটা (১) থাকে।
- গলা ও পায়ের নিচের অংশ সাদা (২)।
- ঘাড়ের গোড়ার দিক কিছুটা কালো বর্ণের।

২.২ চামড়া ও লোম/পশম: অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী

বেজির লোম দ্বারা তৈরি রংতুলি

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- এই ব্রাসে লোমগুলো ডোরাযুক্ত থাকে, যা কৃত্রিম ব্রাসগুলোতে দেখা যায়না ।
- আগুনে পোড়ালে চুল পোড়ার মতো গন্ধ হয় ।
- ল্যাবরেটরিতে বেজির লোমের আণুবীক্ষণিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে এর প্রজাতি সনাক্ত করা যায় ।

প্রাণীর নকল চামড়া চেনার উপায়

সাপ বা গিরিগিটি জাতীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে নকল চামড়া চিহ্নিত করতে, আঁশ যেদিকে সজ্জিত তার বিপরীত দিকে একটি পয়সা বা চাবি দিয়ে ঘষা দিন । আঁশ উঠে আসলে এটি আসল চামড়া, তা না হলে এটি নকল চামড়া ।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর নকল চামড়া চেনার উপায়

- নকল চামড়ায় একই রকম নকশার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় যা চামড়ার মেকি বা অপ্রাকৃতিক চেহারা তুলে ধরে ।
- নকল চামড়া ঘষলে লোমের রং উঠে আসে ।

© ডাব্লিউসিএস ভিয়েতনাম

২.৩ চামড়া ও লোম/পশম: সরীসৃপ প্রাণী

কুমির Crocodile

Crocodylus porosus LC

তফসিল ১ সাইটিস ১

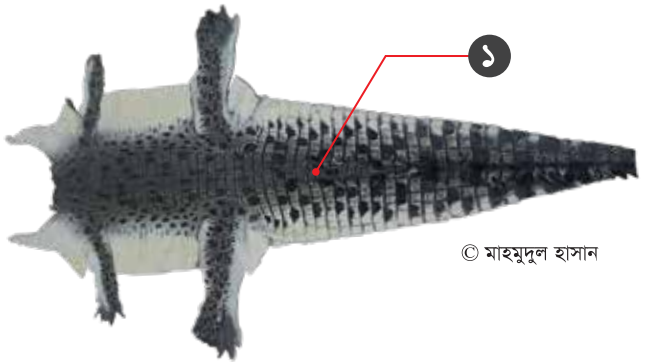

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চামড়ার পিঠের দিক জলপাই-বাদামি বা কালচে।
- পেটের দিক হালকা হলুদ বা ফ্যাকাশে।
- পুরো শরীর হাড়ের মতো শক্ত আঁইশের তৈরি বর্ম দ্বারা আবৃত (১)।
- পিঠের দিকের আঁইশগুলো চাপ দিলেও ভাঁজ হয় না।

কুমিরের চামড়া দিয়ে তৈরি পণ্যসমূহ

দহন পরীক্ষা

যেহেতু কুমির বা অন্যান্য সরিসৃপ প্রাণীদের চামড়া ক্যারাটিন সমৃদ্ধ, এদের পোড়ালে চুল/নখ পোড়ার মতো গন্ধ হয়।

বার্মিজ অজগর Burmese Python

Python bivittatus VU

সাইটিস ২

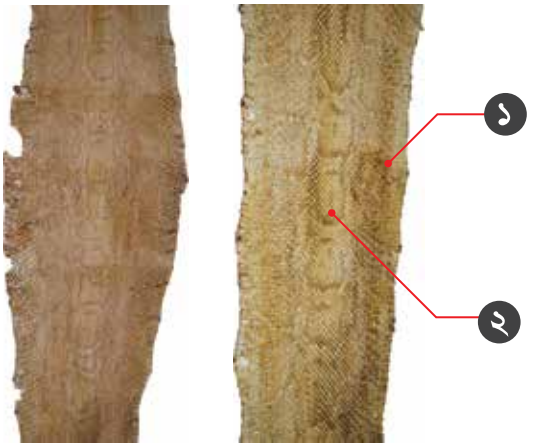

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য $\leq$ ৬০০ সে.মি.।
- মাথার উপরে হলুদাভ "V" আকৃতির চিহ্ন থাকে।
- ধূসর চামড়ার উপর হালকা হলুদাভ রেখা থাকে যা কিছুটা হীরার মতো দেখায় (১)।
- পিঠের দিকে এক সারি কালচে প্রান্ত বিশিষ্ট চতুর্ভূজাকৃতির ছোপ/নকশা থাকে (২)।

২.৩ চামড়া ও লোম/পশম: সরীসৃপ প্রাণী

গোলবাহার অজগর Reticulated Python

Python reticulatus LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

© ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন অ্যালায়েন্স

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- দেহের দৈর্ঘ্য ≤ ১,০০০ সে.মি. ।
- চামড়া হালকা হলুদাভ বা বাদামি এবং লেজ গাঢ় ধূসর জালের মতো নকশা দ্বারা আবৃত ।
- পিঠের দিকে খাঁজকাটা নকশা বিশিষ্ট এক সারি অর্ধ-বর্গাকৃতির বড় বড় হলুদাভ ছোপ থাকে (১) ।
- মাথার মাঝখানে চিকন কালো ডোরা থাকে ।

সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি ব্যাগ

© ডাব্লিউডাব্লিউএফ ইন্ডিয়া

সাপের চামড়া সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- পণ্যটিতে সাপের আঁইশের মতো বিন্যাস থাকবে ।
- নকশাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে না এবং বড় জায়গা নিয়ে অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত থাকে ।
- প্রক্রিয়াজাত করা সাপের চামড়ায় বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ থাকতে পারে ।

২.৪ চামড়া ও লোম/পশম: শাপলাপাতা মাছ

শাপলাপাতা মাছের শুকনো চামড়া দিয়ে চামড়াজাত পণ্য তৈরি করা হয়। এসকল চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান বিলাসবহুল পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা শাগরিন হিসাবে পরিচিত। ডেন্টিকল বা আইশকাঁটা নামক ক্ষুদ্র দাঁতের মতো কাঁটা থাকার কারণে চামড়া শিরিষ কাগজের মতো রুক্ষ অনুভূত হয়। আসল চামড়াগুলো তাপ এবং দাগ প্রতিরোধী।

সংরক্ষিত শাপলাপাতা মাছের চামড়ায় উপস্থিত মুক্তা-আকৃতির কাঁটা, কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা ও বড় আইশকাঁটার সংখ্যা ও বিন্যাস দ্বারা এদেরকে চিহ্নিত করা যায়।

পিতাম্বরি ও বড় পিতাম্বরি আইনে সংরক্ষিত। এদের চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাণিজ্য অবৈধ। বেশিরভাগ পিতাম্বরি ও বড় পিতাম্বরির চামড়ায় দৃশ্যমান অমসৃণ আইশকাঁটা এবং সমস্ত কাঁধ ও পিঠের রেখা বরাবর বিভিন্ন আকারের কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা থাকে। শুকিয়ে গেলেও এদের চামড়ায় ফোঁটা দৃশ্যমান।

শাপলাপাতা মাছের চামড়া দিয়ে তৈরিকৃত পণ্য

হাত ব্যাগ

ঘড়ির বেল্ট

২.৪ চামড়া ও লোম/পশম: শাপলাপাতা জাতের মাছ

আইনে সংরক্ষিত শাপলাপাতা মাছের চামড়া

তফসিল ২

চ্যাপ্টানাক বাঘা শাপলাপাতা
Coach whipray

তফসিল ২

বড়দাগী বাঘা শাপলাপাতা
Honeycomb whipray

তফসিল ২

ছোটদাগী বাঘা শাপলাপাতা
Leopard whipray

তফসিল ১

রাম্মি/চুনি শাপলাপাতা
Bleeker's whipray

তফসিল ২

চোঙামুখ শাপলাপাতা
Tubemouth whipray

তফসিল ২

সাদানাক শাপলাপাতা
Whitenose whipray

তফসিল ২

গোল শাপলাপাতা
Round whipray

তফসিল ১

জাতি শাপলাপাতা
Whitespotted whipray

৩. আঁইশ, নখর ও শিং

“অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড (পৃষ্ঠা নং ৬৭-৭৩)”, গ্রন্থস্বত্বঃ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি ইন্ডিয়া, এর অনুমতিক্রমে উপযোজিত/সংকলিত

৩.১ আঁইশ, নখর ও শিং: আঁইশ

বনরুই-এর আঁইশ (Pangolin Scales)

© ই. জন

৪ সে.মি.

বিক্রির জন্য বনরুই-এর মাংস ও আঁইশ

© ই. জন

© উইকিপিডিয়া

১. বনরুই-এর আঁইশ কবিরাজি ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
২. ভোগ্য পণ্য হিসেবে এর মাংসের অনেক চাহিদা।
৩. চামড়া কারখানাগুলোতে এর আঁইশ ও চামড়ার চাহিদা রয়েছে।

চায়না বনরুই Chinese Pangolin

Manis pentadactyla CR

তফসিল ১ সাইটিস ১

© মনিরুল খান

৩.২ আঁইশ, নখর ও শিং: দাঁত ও নখর

বাঘের (*Panthera tigris*) কর্তন/শিকারি দাঁত

বাঘ Bengal Tiger
Panthera tigris EN

তফসিল ১ | সাইটিস ১

এক্সরে স্ক্যানারের নিচে আসল দাঁতের ভেতর মজ্জা গহ্বর দেখা যায়।

বাঘের নখর

বাঘের নখর দিয়ে তৈরি অলংকার

অধিক চাহিদা থাকার ফলে বাঘের দেহাংশ এখন দুর্লভ হয়ে পড়েছে, তাই বাণিজ্যের চাপ বেড়েছে চিতাবাঘের উপর।

আসল নখর

নকল নখর

বি. দ্র. নখর প্লাস্টিকের হলে গরম আলপিন চেপে ধরলে গলে যাবে।

কালো ভালুকের (*Ursus thibetanus*) নখর

কালো ভালুক Asiatic Black Bear
Ursus thibetanus VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

কালো, বাদামি বা সাদা যে কোনো রঙের হতে পারে, তবে নখরের অগ্রভাগ গাঢ় ও গোড়া ধীরে ধীরে হালকা রঙে বদলে যায়।

৩.৩ আঁইশ, নখর ও শিং: হাতির দাঁত

হাতির দাঁত/আইভরি

হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি পণ্য

হাতির আসল ও নকল দাঁত এবং এর থেকে তৈরি পণ্যসামগ্রী সনাক্তকরণ

হাতির আসল দাঁত

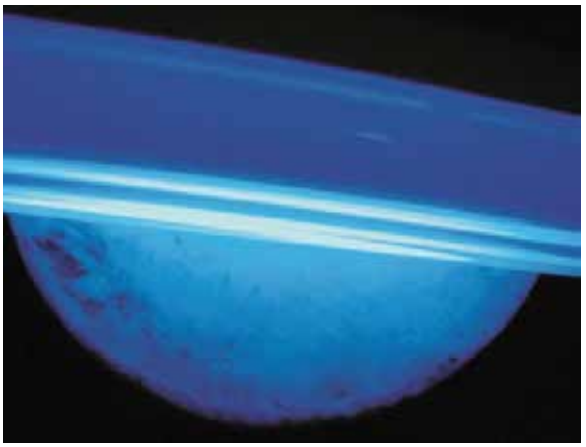

অতিবেগুনী রশ্মির নিচে হাতির আসল দাঁতে উজ্জ্বল সাদা বা নীল বলয় দেখা যায়

হাতির নকল দাঁত

অতিবেগুনী রশ্মির নিচে হাতির নকল দাঁতে আবছা নীল বলয় দেখা যায়

হাতির নকল দাঁত বানাতে সাধারণত প্লাস্টিক বা অন্য প্রাণীর হাড় ব্যবহার করা হয়, প্লাস্টিকের হলে গরম আলপিন চেপে ধরলে গলে যাবে

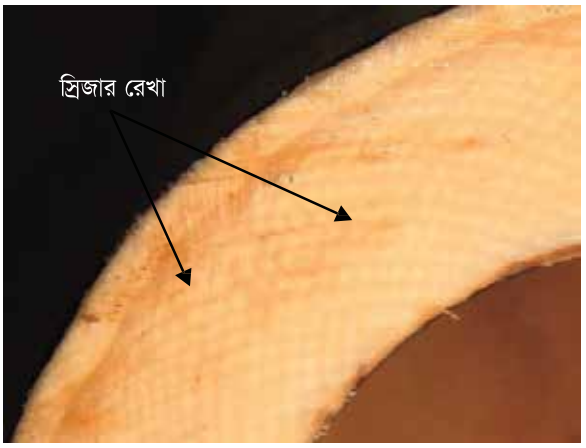

স্রিজার রেখা (Schreger Lines): হাতির দাঁতে আড়াআড়ি ছেদ হওয়া কতগুলো রেখা হীরার মতো নকশা গঠন করে, এদের স্রিজার রেখা বলে। এই রেখাগুলো শুধুমাত্র হাতির দাঁতেই দেখা যায়।

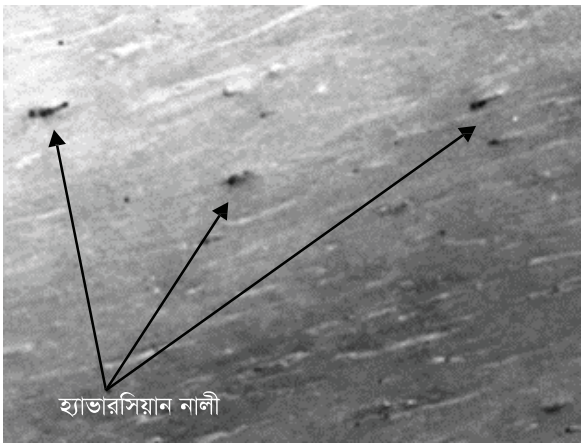

হাড়ে হ্যাভারসিয়ান নালী থাকে, নালীগুলো রক্ত বহন করে, পালিশ করা হাড়ে কূপ দেখতে পাওয়া যায়।

৩.৩ আঁইশ, নখর ও শিং: হাতির দাঁত

হাতির নকল দাঁতের সাথে আসল দাঁতের পার্থক্য

হাতির নকল দাঁত সনাক্ত করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল দীর্ঘ-তরঙ্গের অতিবেগুনী রশ্মির ব্যবহার। অতিবেগুনী রশ্মির নিচে হাতির আসল দাঁতে উজ্জ্বল সাদা বা নীল বলয়/বৃত্তাকার দাগ দেখা যায়, নকল দাঁত অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে বলে হালকা নীল দেখায়। আড়াআড়িভাবে কাটা হাতির দাঁত পরীক্ষা করে দেখা যায়, স্রিজার রেখাগুলো কিনারা থেকে ৯০° অপেক্ষা বড় কোণ গঠন করে। নকল দাঁতে ৯০° অপেক্ষা ছোট কোণ গঠন করে বা কোনো রেখা থাকে না। দাঁতের প্রান্ত বরাবর অবস্থিত স্রিজার রেখাগুলো বেশি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

© ডাব্লিউসিএস ভিয়েতনাম

অতিবেগুনী রশ্মির নিচে হাতির আসল দাঁত (বাঁয়ে) ও প্লাস্টিকের তৈরি দাঁত (ডানে)

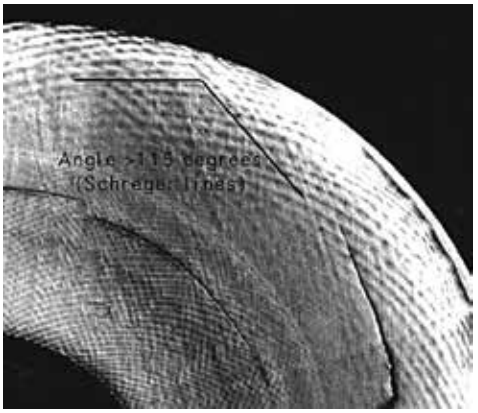

উৎস:blademag.com/blog/steve-shackleford-blog/distinguishing-elephant-ancient-ivory/attachment/img6-300ppi_schreger-lines-copy

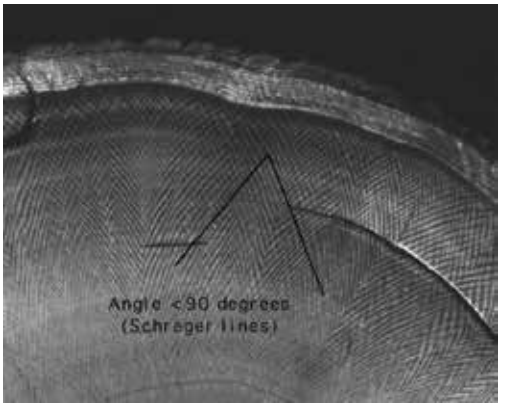

© ইউএসএফ ডাব্লিউএস

হাতি Asian Elephant

Elephas maximus EN

তফসিল ১ সাইটিস ১

হাতির দাঁত/আইভরি

© কল্যাণ ভার্মা

৩.৪ আঁইশ, নখর ও শিং: শিং

চিত্রা হরিণ Spotted Dear

Axis axis LC

তফসিল ২

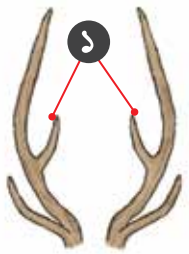

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- শিং-এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ সে.মি. পর্যন্ত হয়।
- শিং ৩টি অসমান শাখায় বিভক্ত এবং মাঝের শাখাটি সবচেয়ে লম্বা।
- অপর দুইটি শাখা, মধ্যবর্তী শাখাটির সাথে প্রায় খাঁড়া/লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে (১)।

সাম্বার হরিণ Sambar

Rusa unicolor VU

তফসিল ১

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- শিং-এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০ সে.মি. পর্যন্ত হয়।
- শিং-গুলো বড় ও অসমান।
- শিং-এর শাখা সরল এবং মাঝের শাখাটি অগ্রভাগে দুটি শাখায় বিভক্ত (১)।

মায়া হরিণ Barking Deer

Muntiacus muntjak LC

তফসিল ১

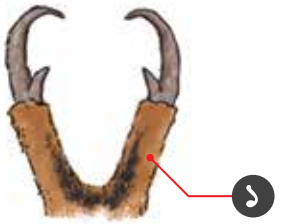

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- শিং ছোট ও এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ সে.মি. পর্যন্ত হয়।
- শিং-এর গোড়া থেকে কিছুদূর পর্যন্ত লোম দিয়ে ঢাকা (১)।
- প্রতিটি শিং-এ দুটি শাখা থাকে এবং কেন্দ্রীয় শাখাটি বেশি লম্বা।

বনছাগল Serow

Capricornis sumatraensis VU

তফসিল ১ সাইটিস ১

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- শিং ছোট ও এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ সে.মি. পর্যন্ত হয়।
- শিং কৌণিক, খাটো ও পিছন দিকে বাঁকানো (১)।
- শাখাবিহীন শিং-গুলো কখনো কখনো কানের তুলনায় খাটো হয়।
- শিং-এর গোড়ায় আড়াআড়ি বৃত্তাকার খাঁজ দেখা যায়।

৩.৪ আঁইশ, নখর ও শিং: শিং

গৃহপালিত ছাগল ও বনছাগলের শিং-এর মধ্যে পার্থক্য

© রিসার্চ ম্যান্নিকিনস

© সুপ্রিয় চাকমা

বনছাগলের শিং কৌণিক আকৃতির ও শিং-এর চারপাশে নিয়মিত বৃত্তাকার খাঁজ দেখা যায়। গৃহপালিত ছাগলের শিং-এ অনিয়মিত খাঁজ দেখা যায়, এগুলো ত্রিকোণাকার, চ্যাপ্টা বা আঁকাবাঁকা হয়।

লাল বনছাগল Red Serow

Capricornis rubidus VU

সাইটিস ১

© হাসান রহমান

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- সম্পূর্ণ দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৫০ সে.মি. ও লেজ এর দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৪ সে.মি.।
- ঘাড় পর্যন্ত দেহের উচ্চতা প্রায় ৯৫ সে.মি.।
- দেহ লালচে-বাদামি লোমে আবৃত এবং পেটের দিক সাদাটে।
- মেরুদণ্ড বরাবর ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত একটি কালো রেখা/দাগ/ডোরা থাকে।
- কানগুলো লম্বা ও চোখা এবং কিনারা বরাবর কালো ডোরা থাকে।
- পুরুষ ও স্ত্রী উভয় বনছাগলের এক জোড়া কালচে বাদামি এবং পিছন দিকে বাঁকানো শিং থাকে যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়।

৩.৪ আঁইশ, নখর ও শিং: শিং

গণ্ডারের শিং এর মূল সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

গণ্ডারের শিং

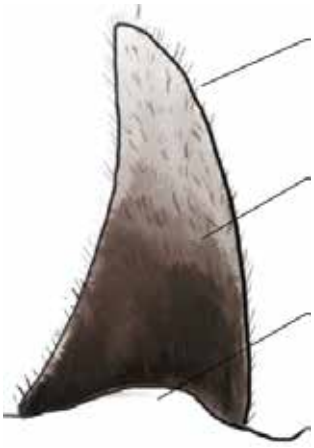

পুরো শিং জুড়ে লোম থাকায় একে বেশ রুক্ষ দেখায়। শিং-এর আগা থেকে গোড়ার দিকে হাতের তালু দিয়ে ঘষলে খসখসে মনে হয়।

ধূসর বাদামি থেকে কালো যে কোনো রঙের হতে পারে।

গণ্ডারের আসল শিং-এর গোড়া ফাঁপা ও নিমজ্জিত, নকল শিং-এর গোড়া পুরু ও তুলনামূলক কম নিমজ্জিত।

অতিবেগুনী রশ্মির নিচে আসল গণ্ডারের শিং

গণ্ডারের নকল শিং মূলত মহিষের শিং কিংবা গবাদি পশুর পায়ের হাড় বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়।

মহিষের শিং

প্লাস্টিকের হলে গরম আলপিন চেপে ধরলে গলে যাবে।

আসল গণ্ডারের শিং সনাক্তের জন্য ডিএনএ পরীক্ষা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

গণ্ডারের নকল শিং

গণ্ডার Indian Rhinoceros

Rhinoceros unicornis VU

সাইটিস ১

© ডাব্লিউডাব্লিউএফ ইন্ডিয়া

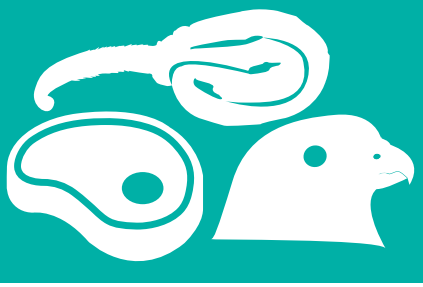

৪. মাংস, পুংজননাঙ্গ ও পাখির ঠোঁট

"অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড (পৃষ্ঠা নং ৭৫-৭৭)", গ্রন্থস্বত্ব: ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি ইন্ডিয়া, এর অনুমতিক্রমে উপযোজিত/সংকলিত

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের মাংস

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের মাংস টাটকা হলে হাড় দেখে অন্যান্য মাছের মাংস থেকে আলাদা করা যায়। কাঁটাওয়ালা মাছের কাঁটা জোরপূর্বক বাঁকা করলে ভেঙ্গে যায়। হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের কঙ্কাল তরুনাস্থি দিয়ে তৈরি, তাই বাঁকা করলে ভাঙ্গে না। চামড়া অক্ষত থাকলে, হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের লেজ থেকে মাথার দিকে হাতের তালু দিয়ে ঘষলে শিরিষ কাগজের মতো খসখসে মনে হয় যা কাঁটাওয়ালা মাছের ক্ষেত্রে হয় না।

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের টাটকা মাংসে কোন শক্ত হাড় থাকে না। শুকানো হলে হাঙ্গর ও শাপলাপাতার মাছের মাংস সাধারণত কালচে রঙে ধারণ করে।

পিতাম্বরির মাংস শুঁটকির জন্য ফালি করে কাটা হয়।

ছোট পিতাম্বরি ও পদুনি শাপলাপাতা পুরোটা শুঁটকি করে বিক্রি করা হয়।

শিং-চোয়াইনের মাংস শুঁটকি অবস্থায় কালো দেখা যায়।

করাত মাছ Sawfish

Pristis spp. CR

তফসিল ১ সাইটিস ১

করাত মাছের মাংস তাজা ও শুঁটকি দুইভাবেই বিক্রি করা হয়। কিছু মানুষ কুসংস্কারবশত বিশ্বাস করে করাত মাছের মাংস খেলে ক্যান্সার ভালো হয়, যা সত্য নয়। আবার কিছু প্রতারক ও হাতুড়ে ডাক্তার করাত মাছের মাংস শুঁটকি করে বিক্রি করে থাকে।

চিত্রা হরিণের মাংস
Spotted Dear Meat LC

তফসিল ২

© বাংলানিউজ২৪

হরিণ, কচ্ছপ এবং ব্যাঙের কাঁচা মাংস সনাক্ত করা বেশ কঠিন। এর জন্য এর বংশগতীয় (জেনেটিক) পরীক্ষা করতে হয়। মাংস যদি দেহের অন্যান্য অংশসহ (যেমন- চামড়া, মাথা, খোলস) পাওয়া যায়, তবে তা শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুসারে, বাংলাদেশে যে কোনো বন্যপ্রাণীর মাংস বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

কচ্ছপের মাংস
Turtle Meat

তফসিল ১ তফসিল ২ সাইটিস ১ সাইটিস ২

© ডেইলি মেইল

সোনা ব্যাঙ Indian Bull Frog
Hoplobatrachus tigerinus LC

তফসিল ১ সাইটিস ২

© সেভ দ্যা ফ্রগস

বাঘের পুংজননাঙ্গ

ভালুকের পিত্তথলি

গুঁইসাপ Monitor Lizard

Varanus sp.

তফসিল ১ তফসিল ২ সাইটিস ১ সাইটিস ২

গুঁইসাপের পুংজননাঙ্গের শুঁটকি (হাথা জরি)

বাংলাদেশ ও ভারতে হাথা জরিকে "তান্ত্রিক মূল" বলা হয়, যা মানুষের জীবনে ধন-সম্পদ ও উন্নতি এনে দেবে বলে অনেকে মিথ্যা বিশ্বাস করেন। অথচ, এটি মূলত গুঁইসাপের পুংজননাঙ্গ, যেটা দেখতে গাছের শেকড় বা বাকলের মতো। মানুষকে ফাঁকি দিতে কিছু ব্যবসায়ী হাথা জরির সাথে আবার প্লাস্টিকের উপাদানও মেশায়।

রাজ ধনেশ Great Indian Hornbill

Buceros bicornis VU

তফসিল ১ | সাইটিস ১

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- ঠোঁটের উপর বিশাল আকারের হেলমেট/মুকুট (ক্যাসক) থাকে।
- পুরুষের মুকুটটি হলুদ যার শেষপ্রান্ত কালো।
- স্ত্রী পাখির মুকুটের শেষপ্রান্তে কোনো কালো রং নেই।

উদয়ী পাকড়াধনেশ Oriental Pied Hornbill

Anthracoceros albirostris LC

তফসিল ১ | সাইটিস ২

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- ঠোঁটের উপর মুকুটটি মাঝারি আকারের।
- পুরুষের মুকুটটি চোঙের মতো যার শেষপ্রান্ত কালো।
- স্ত্রীদের মুকুট পুরুষের তুলনায় ছোট ও অধিক গোলাকার এবং শেষপ্রান্তটি কালো।

পাতাঠুঁটি ধনেশ Wreathed Hornbill

Rhyticeros undulatus VU

তফসিল ১ | সাইটিস ২

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- ফ্যাকাশে সাদা রঙের লম্বা ও বড় ঠোঁট থাকে।
- উপরের ঠোঁটের গোড়ায় খাঁজকাটা মুকুট থাকে যা অন্য ধনেশ থেকে আলাদা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় অবস্থিত সাঙ্গু ও মাতামুহুরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে স্থানীয় বাসিন্দারা নিয়মিত ধনেশ শিকার করে এবং ধনেশের মুকুট/হেলমেটযুক্ত ঠোঁট প্রায়শই পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে।

৫. হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছের পাখনা

৫. হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের পাখনা

পাখনাসমূহ

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের পাখনা বিশ্বের সবচেয়ে দামি সামুদ্রিক খাবারগুলোর একটি। হাঙ্গর, করাত মাছ, ও পিতাম্বরির শুকনো পাখনা থেকে আহরিত সুইয়ের মত পাতলা নরম কেরাটিন তন্তুগুলো চীনে বিলাসবহুল খাবার হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশ্বব্যাপী পাখনা বাণিজ্য এসকল প্রজাতির সংখ্যা হ্রাসের জন্য দায়ী মারাত্মক হুমকিগুলোর মধ্যে অন্যতম।

হাঙ্গরের পাখনা

হাঙ্গরের পাখনার সাধারণ পরিচিতি নিচের চিত্রে তুলে ধরা হল। প্রথম পিঠপাখনা, প্রথম পার্শ্বপাখনাদ্বয়, এবং লেজের নিচের পাখনার বাজারমূল্য সবচেয়ে বেশি হওয়ায় সচরাচর কেনা-বেচা করা হয়।

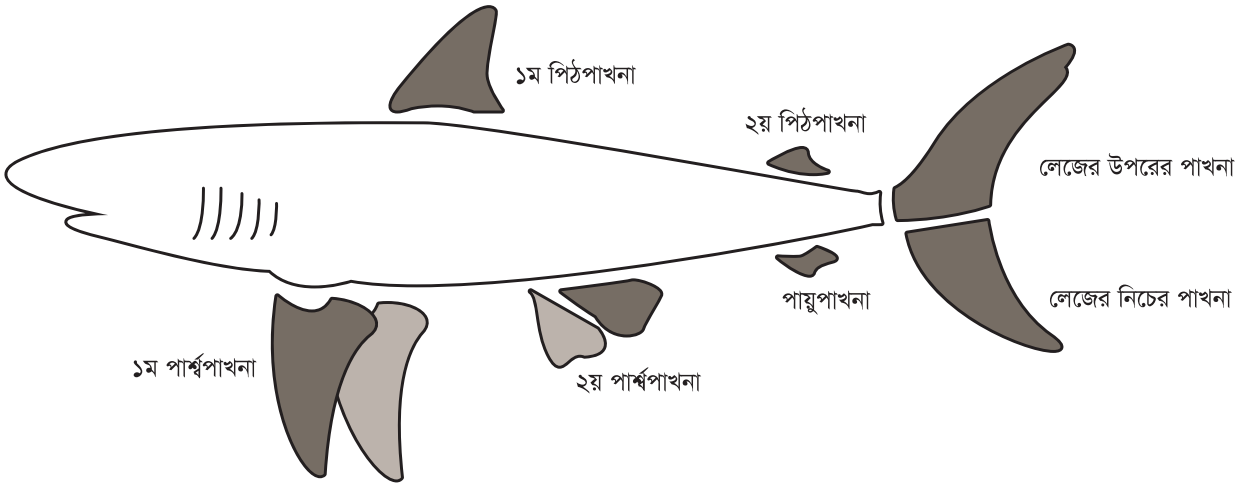

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের ক্ষেত্রে পাখনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো একই। পরিণত সংরক্ষিত প্রজাতি থেকে কেটে আলাদা করা পাখনাসমূহ কয়েকটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে চিহ্নিত করা যায়।

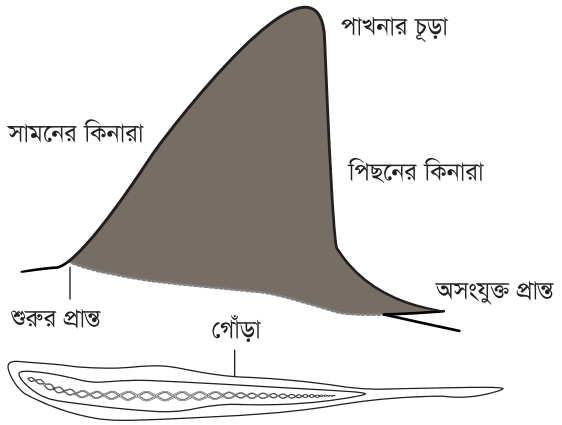

পিঠপাখনার ডান ও বাম দিকের রঙে পার্থক্য নেই।

পার্শ্বপাখনাদ্বয়ের উপরিতলে (উপরে) ও নিচের তলে (নিচে) রঙে পার্থক্য রয়েছে।

লেজপাখনার ডান ও বাম দিকের রঙ একই এবং কোনো অসংযুক্ত প্রান্ত নেই।

৫.১ হাঙ্গরের পাখনা: কাস্তে হাঙ্গর

বড়চোখা কাস্তে হাঙ্গর Bigeye thresher
Alopias superciliosus

তফসিল ১ সাইটিস ২

পিঠপাখনা

সাদাপাখ কাস্তে হাঙ্গরের তুলনায় পিছনের অসংযুক্ত প্রান্ত খাটো।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

নিচের দিকে গোঁড়া হালকা রঙের যা মাঝ বরাবর পর্যন্ত বিস্তৃত তবে কিনারার দিকে কালো।

সাদাপাখ কাস্তে হাঙ্গর Common thresher
Alopias vulpinus

তফসিল ১ সাইটিস ২

পিঠপাখনা

চূড়া গোলাকার এবং পিছনের অসংযুক্ত প্রান্ত খাটো।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

নিচের দিকে গোঁড়া ছোপ ছোপ সাদা বর্ণের, প্রায়শই পাখনার চূড়ার উপরে ও নিচে অনেক ছোট সাদা ফোঁটা থাকে।

নীল কাস্তে হাঙ্গর Pelagic thresher
Alopias pelagicus

তফসিল ১ সাইটিস ২

পিঠপাখনা

সাদাপাখ কাস্তে হাঙ্গরের তুলনায় পিছনের অসংযুক্ত প্রান্ত খাটো।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

নিচের দিকে গোঁড়া হালকা রঙের যা মাঝ বরাবর পর্যন্ত বিস্তৃত তবে কিনারার দিকে কালো।

৫.১ হাঙ্গরের পাখনা: ম্যাকো হাঙ্গর

ছোটপাখ ম্যাকো হাঙ্গর Shortfin mako

Isurus oxyrinchus

তফসিল ১ সাইটিস ২

পিঠপাখনা

লম্বা, সামনের কিনারা খাড়া এবং পিছনের কিনারা প্রায় সোজা, পুরোটা ধূসর, অসংযুক্ত প্রান্ত খাটো।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

পাখনার উপরের তলে অসংযুক্ত প্রান্তের কিনারা সাদা। নিম্নতল সম্পূর্ণ সাদা এবং কোনো দাগ নেই।

বড়পাখ ম্যাকো হাঙ্গর Longfin mako

Isurus paucus

তফসিল ১ সাইটিস ২

পিঠপাখনা

লম্বা ও খাড়া এবং চূড়া বিস্তৃতভাবে সরু, অসংযুক্ত প্রান্ত খাটো, গাঢ় ধূসর বা কালো পাখনায় কোনো দাগ নেই ।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

পাখনার উপরের তলে অসংযুক্ত প্রান্তের কিনারা সাদা। নিম্নতলে পাখনার চূড়া ও কিনারায় ধূসর বা কালচে দাগ আছে।

৫.১ হাঙ্গরের পাখনা: হাতুড়ি হাঙ্গর

খাঁজকাটা হাতুড়ি হাঙ্গর Scalloped hammerhead

Sphyrna lewini

তফসিল ১ সাইটস ২

পিঠপাখনা

লম্বা ও সরু এবং খাটো প্রান্ত বিশিষ্ট ।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

খাটো, প্রশস্ত এবং পাখনার নিম্নতলের চূড়া কালো ।

খাঁজহীন হাতুড়ি হাঙ্গর Smooth hammerhead

Sphyrna zygaena

তফসিল ১ সাইটস ২

পিঠপাখনা

লম্বা, পিছনের কিনারা কিছুটা বাঁকানো ।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

খাটো, প্রশস্ত এবং কোনো দাগ নেই ।

বড়পাখ হাতুড়ি হাঙ্গর Great hammerhead

Sphyrna mokarran

তফসিল ১ সাইটস ২

পিঠপাখনা

অনেক লম্বা ও সরু, চূড়া তীক্ষ্ণভাবে সূচালো ।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

চূড়া তীক্ষ্ণভাবে সূচালো ও কালচে, পিছনের কিনারা বাঁকানো

৫.১ হাঙ্গরের পাখনা: বলি হাঙ্গর

রেশমি/সিল্কি হাঙ্গর Silky shark
Carcharhinus falciformis

তফসিল ২ সাইটিস ২

পিঠপাখনা

খাটো ও কিছুটা গোলাকার চূড়া বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ ধূসর অথবা ধূসর-বাদামী, অসংযুক্ত প্রান্ত দীর্ঘ

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

নিম্নতলের সরু গোলাকার চূড়ার কালচে দাগ সাদা অংশের এক-তৃতীয়াংশেরও কম জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।

বলি/ঘ-বলি হাঙ্গর Bull shark
Carcharhinus leucas

তফসিল ১

পিঠপাখনা

উঁচু ও ত্রিকোণাকার, সম্পূর্ণ ধূসর, অসংযুক্ত প্রান্ত খাটো।

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, পাখনার নিম্নতলের এক তৃতীয়াংশ সামান্য কালো এবং সেটি পেছনের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভোঁতা বলি হাঙ্গর Pigeye shark
Carcharhinus leucas

তফসিল ১

পিঠপাখনা

আকারে বড়, বেশ চওড়া ও ত্রিকোণাকার, চূড়া তীক্ষ্ণভাবে গোলাকার, অসংযুক্ত প্রান্ত খাটো

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

আকারে লম্বা এবং কিনারা কিছুটা বাঁকানো, নিম্নতলে কালো ছোপ দেখা যায়, অসংযুক্ত প্রান্ত হালকা রঙের

৫.১ হাঙ্গরের পাখনা: বলি হাঙ্গর

বড়পাখ চিনারি হাঙ্গর Broadfin shark

Lamiopsis temminckii

তফসিল ১

পিঠপাখনা

আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, চূড়া চওড়া ও গোলাকার, কাস্তের মত নয়, অসংযুক্ত প্রান্তের চূড়া সূচালো

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

আকারে বেশ চওড়া, কিছুটা কাস্তে আকৃতির, চূড়া গোলাকার, অসংযুক্ত প্রান্ত বেশ গোলাকার

গাঙ্গেয় চিনারি হাঙ্গর Ganges shark

Glyphis gangeticus

তফসিল ১

পিঠপাখনা

আকারে বড়, চওড়া ও ত্রিকোণাকার, অসংযুক্ত প্রান্ত সরু ও লম্বা

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

আকারে লম্বা ও চওড়া, বাইরের কিনারা সোজা, কোনো অসংযুক্ত প্রান্ত নেই

বাঘা হাঙ্গর Tiger shark

Galeocerdo cuvier

তফসিল ২

পিঠপাখনা

লম্বা থেকে চওড়ায় বড়, গোঁড়ায় কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে, অসংযুক্ত প্রান্ত বেশ লম্বা

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

পাখনা বাঁকানো, গোঁড়া খাটো তবে অসংযুক্ত প্রান্ত নেই, চূড়া গোলাকার, উপরিতল কালচে তবে নিম্নতল সাদাটে কিন্তু চূড়ায় ধূসর

৫.১ হাঙ্গরের পাখনা: বলি হাঙ্গর

ফোঁটালেজী/কালা লতা বলি হাঙ্গর Spottail shark
Carcharhinus sorrah

তফসিল ২

পিঠপাখনা

মাঝারি আকারের ত্রিকোণাকার পাখনা, গোঁড়া বড় এবং অসংযুক্ত প্রান্ত লম্বা

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

নিম্নতলের চূড়া কালো

মুইট্যা হাঙ্গার/সাদা লতা বলি হাঙ্গর Graceful shark
Carcharhinus amblyrhynchoides

তফসিল ২

পিঠপাখনা

মাঝারি আকারের ত্রিকোণাকার পাখনা, চূড়া কিছুটা বাঁকানো ও ধূসর, অসংযুক্ত প্রান্ত রয়েছে

পাখনার উপারতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

উপরে ও নিচের তলের চূড়া কালো

ইলিশা বলি/কালা লতা বলি হাঙ্গর Blacktip shark
Carcharhinus limbatus

তফসিল ২

পিঠপাখনা

মাঝারি আকারের ত্রিকোণাকার পাখনা, চূড়া সরু সূচালো, সামনের প্রান্ত ও চূড়া কালচে ধূসর, অসংযুক্ত প্রান্ত রয়েছে

পাখনার উপরিতল

পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

উপরের তলের চূড়া কালচে তবে নিচের তলের চূড়া গাঢ় কালো

৫.১ হাঙ্গরের পাখনা: তিমি হাঙ্গর

তিমি হাঙ্গর Whale shark
Rhincodon typus

তফসিল ১ সাইটস ২

পিঠপাখনা

পিঠ পাখনা ত্রিকোণাকার, ধূসর থেকে ধূসর-কালো ও কিছু সাদা ফোঁটাযুক্ত

পাখনার উপরিতল পাখনার নিম্নতল

প্রথম পার্শ্বপাখনা

পার্শ্ব পাখনাদ্বয় বড়, কাস্তে আকৃতির, গাঢ় ধূসর পাখনার উপরের তলের সাদা ফোঁটাযুক্ত তবে নিচের দিক পুরোটা সাদা

৫.২ শাপলাপাতা মাছের পাখনা: করাত মাছ ও পিতাম্বরি

করাত মাছ/খান্দা মাগর/খটক/আইশা Sawfishes
Pristis spp.

তফসিল ১ সাইটিস ১

© আলিফা বিনতে হক

পিঠপাখনা

পিঠপাখনা ত্রিকোণাকার, অসংযুক্ত প্রান্ত খাটো

© ইকবাল এলাহাসান

প্রথম পার্শ্বপাখনা

প্রথমপার্শ্ব পাখনাদ্বয় লম্বা, চওড়া ও ত্রিকোণাকার

© আলিফা বিনতে হক

লেজপাখনা

পিতাম্বরি Guitarfishes
Glaucostegus spp. & *Rhinobatos* spp.

তফসিল ১ সাইটিস ২

পিঠপাখনা

মাঝারি আকারের ত্রিকোণাকার পাখনা খসখসে, চূড়া কিছুটা বাঁকানো ও ধূসর, অসংযুক্ত প্রান্ত রয়েছে

লেজপাখনা

লেজের নিচের পাখনা সুস্পষ্ট নয়

শাখালেজী পিতাম্বরি Wedgefishes
Rhynchobatus spp. & *Rhina* spp.

তফসিল ১ সাইটিস ২

পিঠপাখনা

পাখনা মসৃণ ও চকচকে, গোঁড়া খাটো এবং অসংযুক্ত প্রান্ত লম্বা।

লেজপাখনা

লেজের নিচের পাখনা উপরের পাখনার তুলনায় অর্ধেকেরও ছোট এবং পিছনে কালো কিনারায় কোনো খাঁজ নেই।

৬. হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের বাণিজ্যকৃত অন্যান্য পণ্য

৬. হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের বাণিজ্যকৃত অন্যান্য পণ্য

যকৃত তেল

পানিতে ভেসে থাকার জন্য হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের বড় তৈলাক্ত যকৃত থাকে। এদের যকৃতের তেল রূপচর্চার প্রসাধনী, পশুখাদ্য, এবং এ থেকে প্রাপ্ত স্কোয়েলিন ভ্যাকসিন কার্যকরী করতে একটি এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যকৃত তেল দেখে প্রজাতি চিহ্নিতকরণ সম্ভব নয়।

হাঙ্গরের কলিজা

তরুনাস্থি

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের শুকনো তরুনাস্থি প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করা হয়। তরুনাস্থির আকার ও আকৃতি দেখে কখনও কখনও প্রজাতি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

পিতাম্বরির তরুনাস্থি

দাঁত ও চোয়াল

চোয়াল, দাঁত এবং করাত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাজসজ্জার সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হাঙ্গরের চোয়াল

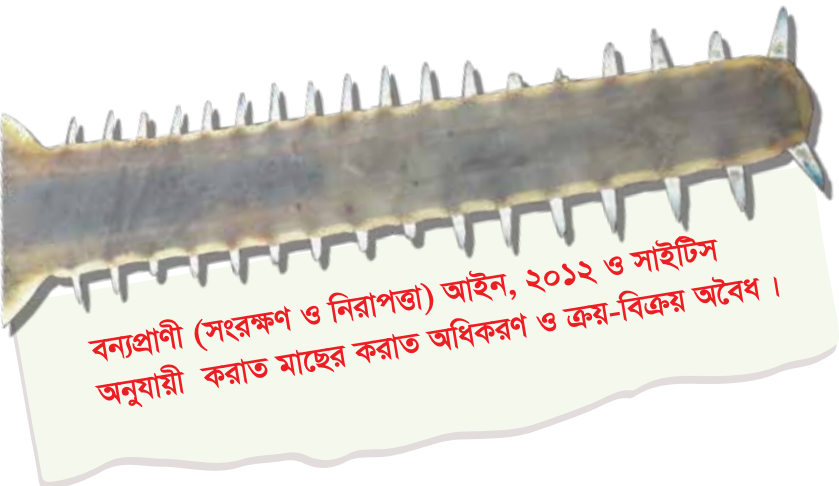

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ ও সাইটিস অনুযায়ী করাত মাছের করাত অধিকরণ ও ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

৬.১ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের বাণিজ্যকৃত অন্যান্য পণ্য: ফুলকাপ্লেট

ফুলকাপ্লেট সনাক্তকরণ

শাপলাপাতা মাছের ফুলকাপ্লেট পালকের মতো অনেকগুলো তন্তুময় ফুলকা দিয়ে গঠিত। একে তাজা বা শুকনো অবস্থায় সহজেই চেনা যায়। সাধারণ কাঁটাওয়ালা মাছের তুলনায় এগুলো আকারে বেশ বড় হয় ও পাতের মতো এক প্রকার নরম পর্দা দিয়ে ফুলকাগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে যা অন্যান্য মাছে দেখা যায় না।

ফুলকাপ্লেটের আকার, আকৃতি ও রং দেখে শাপলাপাতা মাছের প্রজাতি নির্ণয় করা যায়, তাই ফুলকাপ্লেটের ভালো মানের ছবি সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ।

শাপলাপাতা মাছের ফুলকাপ্লেট

সকল শিংচোয়াইন তাদের মুখ ও ফুলকা দ্বারা পানি ছেঁকে প্ল্যাঙ্কটন ও ছোট ছোট মাছ খায়। প্রতিটি শিংচোয়াইনের পাঁচজোড়া ফুলকাছিদ্র আছে, প্রতিটি ফুলকাছিদ্র আবার পালকের মতো অনেকগুলো তন্তুময় ফুলকা দিয়ে আবৃত থাকে, যাদের ফুলকাপ্লেট বলা হয়।

© গাই স্টিভেন্স

© গিসেলা কাউফম্যান

পালকের মতো ফুলকাপ্লেটগুলো শিং-চোয়াইনের মুখের ভেতর ফুলকাছিদ্রগুলোকে চারদিক থেকে ঢেকে রাখে।

শিংচোয়াইনের ফুলকাপ্লেটের বাণিজ্য

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিংচোয়াইনের ফুলকাপ্লেট ঔষধ বানাতে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এই ফুলকাপ্লেটের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে, শিংচোয়াইনগুলো বেশি পরিমাণে আহরিত হচ্ছে। মৃত প্রাণীগুলো থেকে ফুলকাপ্লেট সংগ্রহের পর কেটে অর্ধেক করে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। তারপর ফুলকাপ্লেটগুলোকে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

© থমাস পেশাক

© পল হিলটন

বাংলাদেশে প্রাপ্ত পাঁচ প্রজাতির শিংচোয়াইনের প্রতিটিরই ফুলকাপ্লেটের বাণিজ্য করা হয়। দুইটি প্রজাতির শিংচোয়াইনের ফুলকাপ্লেট খালি চোখে দেখেই সহজে সনাক্ত করা যায়।

কাস্তেপাখ শিংচোয়াইনের ফুলকাপ্লেট বাণিজ্যে 'গালা' নামে পরিচিত।

© গিসেলা কাউফম্যান

© পল হিলটন

৬.১ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের বাণিজ্যকৃত অন্যান্য পণ্য: ফুলকাপ্লেট

শিংচোয়াইনের ফুলকাপ্লেট

প্রতিটি শিংচোয়াইনের পাঁচজোড়া ফুলকাছিদ্র আছে, প্রতিটি ফুলকাছিদ্র আবার পালকের মতো অনেকগুলো তন্তুময় ফুলকা দিয়ে আবৃত থাকে, যাদের ফুলকাপ্লেট বলা হয়। ফুলকাপ্লেটের আকার, আকৃতি ও রং দেখে এদের প্রজাতি নির্ণয় করা হয়।
শিংচোয়াইনের ৩০ সে.মি.-এর কম দৈর্ঘ্যের ফুলকাপ্লেট দুইটি রঙের হয়। মধ্যের অংশ সাদাটে-বাদামি ও কিনারা গাঢ় ধূসর বা কালচে হয়। ৩০ সে.মি.-এর বেশি দৈর্ঘ্যের ফুলকাপ্লেট একরঙা বাদামি বা কালচে হয়।

কাঁটাওয়ালা মাছের ফুলকাপ্লেট আকারে ছোট ও যে কোনো রঙের হতে পারে। শিংচোয়াইনের সাথে এদের মূল পার্থক্য হলো শিংচোয়াইনে পাতের মতো এক প্রকার নরম পর্দা (সেপ্টাম) দিয়ে ফুলকাগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে যা কাঁটাওয়ালা মাছে দেখা যায় না।

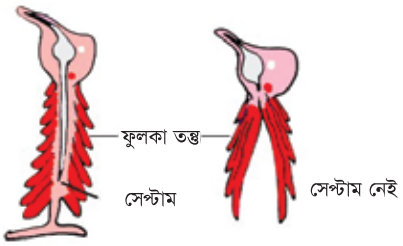

সাধারণ কাঁটাওয়ালা মাছ ও শিংচোয়াইনের ফুলকাপ্লেটের পার্থক্য

কাঁটাওয়ালা মাছের ফুলকা

শিংচোয়াইনের ফুলকাপ্লেট

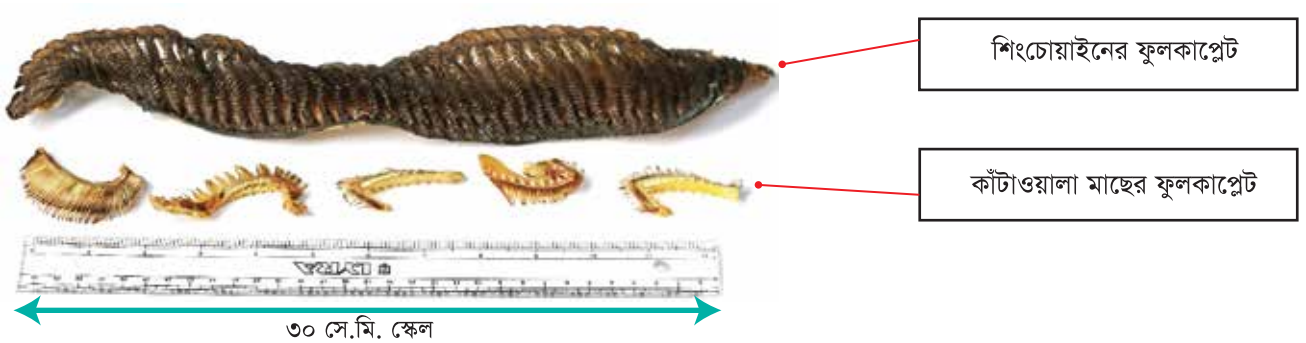

উপরিতল (পৃষ্ঠীয় তল)

নিম্নতল (অঙ্কীয় তল)

৩০ সে.মি.

নিম্নতল (অঙ্কীয় তল) উপরিতল (পৃষ্ঠীয় তল)

শিংচোয়াইনের ছোট ফুলকাপ্লেট (৩০ সে.মি.-এর কম)

৭. অন্যান্য সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী

“অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড”, গ্রন্থস্বত্বঃ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি ইন্ডিয়া, এর অনুমতিক্রমে উপযোজিত/সংকলিত

৭. অন্যান্য সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী

সমুদ্র ঘোড়া Sea Horse

তফসিল ১ | সাইটিস ২

All Species

প্রবাল Corals

তফসিল ২ | সাইটিস ২

All Species LC

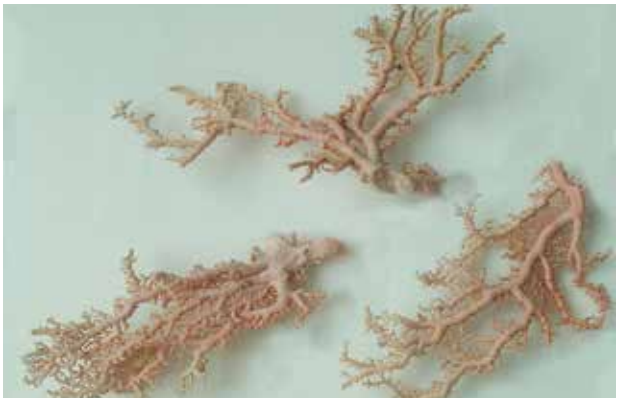

জায়ান্ট ক্লাম Giant Clam

তফসিল ২ | সাইটিস ২

Tridacna sp.

সাতকাটা শামুক

তফসিল ২

Lambis sp.

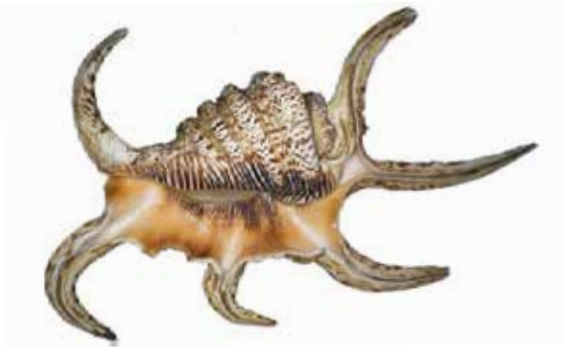

হর্স হুফ ক্লাম Horse Hoof 's Clam

সাইটিস ২

Hippopus hippopus

কড়ি Cowrie(s)

তফসিল ২

Cypraea sp.

৮. নমুনা সংগ্রহ

“অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণী, এদের দেহাংশ ও পণ্যের প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড”, গ্রন্থস্বত্ব: ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি ইন্ডিয়া, এর অনুমতিক্রমে উপযোজিত/সংকলিত

৮.১ নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

নমুনা সংগ্রহ

হাতমোজা

কাঁচের বোতল/ভায়াল

ইথানল

বায়ুরোধী পাত্র/ভ্যাকুটেইনার

নমুনা পর্যবেক্ষণ

আতশী কাঁচ

টর্চ

ইউভি লেজার পয়েন্টার

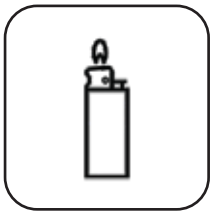
লাইটার

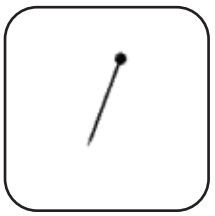
পিন

পরিমাপ করার ফিতা

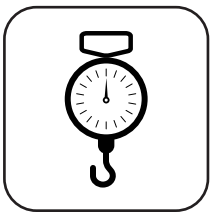
ওজন মাপার যন্ত্র

নথিভুক্তকরণ

লেটার প্যাড

কলম

ক্যামেরা

জিপিএস ডিভাইস

√ ৮.২ দ্রুত নমুনা সংগ্রহ নির্দেশিকা

মাংস/চামড়ার নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে

১. স্ক্রু ক্যাপ বা শক্ত ঢাকনাযুক্ত কাঁচের বোতল নিন (ধারণক্ষমতা ১০০ মি.লি./গ্রাম বা তার চেয়ে কম)
২. বোতলের অর্ধেক সিলিকা জেল দিয়ে পূর্ণ করে নিন এবং ফিল্টার কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে নিন, অথবা বোতলের দুই-তৃতীয়াংশ ১০০% ইথানল দ্বারা পূর্ণ করে নিন।
৩. মাংস/চামড়ার কিছু অংশ কাঁচের বোতলে রাখুন এবং সম্ভাব্য প্রজাতির নাম, সংগ্রহের স্থান এবং তারিখ লিখে লেবেল লাগান।

রক্তের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে

একটি বায়ুরোধী পাত্রে/ভ্যাকুটেইনারে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করুন এবং ৪ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন

গ্লাস স্লাইডে রক্তের পুরো প্রলেপ তৈরি করুন

নমুনা/আলামত সিলগালাকরণ

√ নমুনা/আলামত একটি কার্ডবোর্ডের বক্সে রাখুন, একে মসলিন/সুতি কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে নিন, চারপাশ সেলাই এবং প্রাপক কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল স্ট্যাম্প/দাপ্তরিক সিলমোহর সংযুক্ত করে গলানো মোম (রজন/লাক্ষা) দিয়ে প্যাকেটটির মুখ বন্ধ করে দিন।

√ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ লেবেল করুন।

√ নমুনা/আলামতের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করুন।

নমুনার সাথে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দলিল/কাগজপত্র এবং তথ্য প্রেরণ করতে হবে

১. জব্দ প্রতিবেদন/সিজার রিপোর্টের অনুলিপি
২. সম্ভাব্য প্রজাতির নাম
৩. সংরক্ষক দ্রব্যের নাম (ইথানল/সিলিকা জেল)
৪. মৃত প্রাণী বা বন্যপ্রাণীর দেহাংশের ছবি
৫. যে স্থানে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তার বিশদ ঠিকানা, গ্রাম, জেলা এবং ভৌগলিক স্থানাঙ্ক (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ)

Ahmed, M.F., A. Das and S. K. Dutta. 2009. Amphibians and Reptiles of Northeast India- A Photographic Guide. Aaranayak, Guwahati, India.

Clarke, S.C., et al. 2006. Identification of shark species composition and proportion in the Hong Kong shark fin market based on molecular genetics and trade records, Conservation Biology, 20:201-211.

Cota-Larson, R. 2017. Pangolin Species Identification Guide: A Rapid Assessment Tool for Field and Desk. Prepared for the United States Agency for International Development. Bangkok: USAID Wildlife Asia Activity.

Grimmmett, R., Inskipp, C. and Inskip, T. 2011. Birds of Indian Subcontinent. 2nd Edition. Oxford University Press, UK.

Guy Stevens (Ph.D. Student). Field Identification Guide of the Prebranchial Appendages (Gill Plates) of Mobulid Rays for Law Enforcement and Trade Monitoring Applications. The Manta Trust – Director, University of York.

Hai-Tao Shi et al. 2013. Identification Manual for the Conservation of Turtles in China (Third Edition). Encyclopedia of China Publishing House, 17 Fu Cheng Men Bei Street, Beijing, China 100037.

IUCN. 2012. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp.

Khan, M.M.H. 2018. Photographic Guide to the Wildlife of Bangladesh. Arannayk Foundation, Dhaka, Bangladesh. 488 pp.

Musick, J.A., et al. 2004. Historical Zoogeography of the Selachii," in Biology of Sharks and Their Relatives, ed. Jack A. Musick et al., CRC Press, 33-78.

The Pew Environment Group. Identifying Shark Fins: Oceanic Whitetip, Porbeagle and Hammerheads.

The Pew Environment Group. Identifying Shark Fins: Silky and Threshers.

www.animaldiversity.org/accounts/Muntiacus_muntjak/>

www.arkive.org/arakan-forest-turtle/heosemys-depressa/>

www.arkive.org/keeled-box-turtle/cuora-mouhotii/>

www.arkive.org/sambar-deer/rusa-unicolor/>

www.arkive.org/southeast-asian-soft-terrapin/amyda-cartilaginea/>

www.blueresources.org/id-guides>

www.ecologyasia.com/verts/mammals/asian-golden-cat.htm>

www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC165019/>

www.identifyingsharkfins.org>

www.ultimateungulate.com/Artiodactyla/Axis_porcinus.html>

978-984-34-9407-8